আয়ুর্বেদ-ভারতী

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র

২য় বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যা

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম, এ আয়ুর্বেদাচার্য

আয়ুর্বেদ-ভারতী কার্যালয়

৪২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

আয়ুর্বেদ-ভারতী' সূচীপত্র—২য় বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৬৯

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। সম্পাদকীয়		৩
২। ইসবগুল ও তাহার চিকিৎসা	—চক্রপাণি	৪
৩। আয়ুর্বেদ পরিচয়-ঃ	শ্রীযামিনীভূষণ মুখোপাধ্যায়	৭
৪। ঋতু বৈশিষ্ট্যের স্বাস্থ্য-আহার (কবিতা)	—কবিরাজ শ্রীবসন্ত কুমার মজুমদার	৮
৫। গ্রীষ্ম ও গ্রীষ্মরোগ	—কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসাদ রায়	৯
৬। ঔষধ ও পথ্য	—অধ্যাপক শ্রীবসন্ত কুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১১
৭। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় অসাধ্যরোগের- চিকিৎসা	—কবিরাজ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
৮। আম বাত (আর্থ্রাইটিস)	—কবিরাজ শ্রীঅমলাপ্রসন্ন সেন	১৭
৯। হৃদ্‌রোগ	—কবিরাজ শ্রীবসন্ত কুমার মজুমদার	১৯
১০। আয়ুর্বেদ-প্রশস্তি বা প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা-বিদ্যা	—কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্র নাথ দাশ শর্মা	২১
১১। চরকের অনাবীক্ষণের দান রেখা	—কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণ কৈবল্য ঠাকুর	২৭
১২। আয়ুর্বেদের মুক্তি	—প্রাণকৃষ্ণ	২৭
১৩। আয়ুর্বেদীয় ঔষধ-প্রস্তুত প্রণালীর সংস্কার		২৮
১৪। গ্রন্থ পরিচয়		৩২

কবিরাজ এন.এন.সেনের

অমৃতবল্লী কষায়

রক্তদুষ্টিনাশক ও রক্তবর্ধক সালসা..

ব্রণজাত, রক্তদুষ্ট ও অন্যান্য রোগে ব্যবহার এই দামড়া দেশী ও বিদেশী রোগে চিকিৎসকগণ এবং প্রায় ৮০ বছরের অভিজ্ঞতায়- প্রমাণিত। ইহা সেবনে রক্তদুষ্টি দূর হয়ে রক্তবৃদ্ধিতে সাহায্য করে, ত্বক, যৌবন চিরদিন উজ্জ্বল থাকে।

কবিরাজ এন. এন. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
১৮/১ ও ১৯, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৯

H/B-2/169

A revolution in Ayurvedic Medicine...

Baidyanath medicines are Manufactured in 5 big Rasayanshalas by Ras-Shastries (Chemists) and for their effectiveness enjoy the confidence of the Medical profession all over the country and abroad.

Baidyanath medicines are a symbol of Revolution in the world of Indian Medicine.

SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD. CALCUTTA

SHREE
Baidyanath
AYURVED BHAWAN
PRIVATE LTD.

LEADING MANUFACTURERS OF AYURVEDIC AND PATENT MEDICINES

CALCUTTA · PATNA · JHANSI · NAGPUR · ALLAHABAD

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

রুগ্ন মানবের সেবায় নিয়োজিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ে নবীন পদ্ধতিতে

বাতরক্ত ও জটিল রোগ আরোগ্য

উহা ছাড়া শ্বেত দাগ, অসাড়তা, স্নায়ুর দুর্বলতা, একজিমা, সোরাইসিস্, ঘুষ্টির ক্ষত ও অন্যান্য কষ্টসাধ্য রোগ আরোগ্য করা হয়। লক্ষণসহ অথবা পত্রে পরামর্শ লউন এবং বিনামূল্যে বিস্তারিত পুস্তক পাঠ করুন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা

১ নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন : ৬৭-১৫১১

শাখা :— ৩৬নং হারিসন রোড, কলিকাতা। (পূরবী সিনেমার পাশে)।

মুখের দুর্গন্ধ অতি অপ্রীতিকর!

মুখে দুর্গন্ধ থাকিলে সমস্ত আনন্দ নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই উহা অবশ্যই দূর করা উচিত। প্রতিদিন সাধনা দন্ত মঞ্জন ব্যবহার করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, মুখ ঝকঝকে হয় ও স্বাস্থ্যের সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

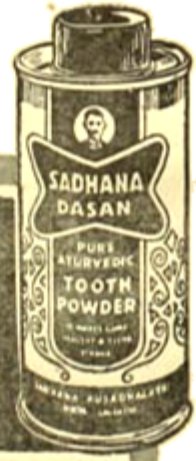

সাধনা দশন

সাধনা ঔষধালয় – চাপা

আবাদ – ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এম. বি. এস. (লণ্ডন) এম. ডি. এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য।

আয়ুর্বেদ-ভারতী

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।"

ত্রৈমাসিক ২য় বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৬৯ | আগষ্ট, ১৯৬২ ১ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

একটি কর্মময় সুদীর্ঘ জীবনের অবসান ঘটিল—একাধারে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, সাংবাদিক, এম্ বি, সংগঠক ও পরিচালনাবিশারদ, দেশহিতৈষী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় গত ১লা জুলাই তাঁহার জন্মদিনে পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করি।

প্রকৃতির রাজ্যে যেমন শূন্যস্থান অপূর্ণ থাকে না সমাজে ও রাষ্ট্রে তেমন সমাজপতি বা শাসকের অভাবে অন্য একজন সেই স্থান অধিকার করেন। শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে বহু বর্ষ সংযুক্ত মন্ত্রী, কংগ্রেস সেবক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মুখ্যমন্ত্রীপদে নিয়োজিত হইয়াছেন, ইহা পরম আনন্দের বিষয়। সন্ধ্যাকাশে যেমন মেঘের ছায়ায় আলো ধীরাদের অভাবে ক্রমশঃই ও নিবর্ণ হইয়া যায় তেমনি মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায়ের পক্ষচ্ছায়ায় পালিত ও পরিবর্ধিত প্রফুল্ল বাবু নিজ বুদ্ধিমত্তা ও শাসনকার্যে দক্ষতা দেখাবার সুযোগ হয়ত সম্পূর্ণ পান নাই। এখন সর্বপ্রকার ধনাগমের স্বাধীন-চিন্তা ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত অনুসারে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিবার সুযোগ পাইয়া নিশ্চিতই দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানে অগ্রণী হইবেন, ফলে অনাদৃত আয়ুর্বেদের উন্নতির দ্বার নিশ্চিত হইবে। সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

কৈব কি অদ্ভুত সকলেরই পরিবর্তন আছে- এই পরিবর্তন কখনও আংশিক, কখনও সামগ্রিক। আংশিক ও সামগ্রিক পরিবর্তন যখন উৎকর্ষের প্রতীক হয় তখন কোন দুঃখের কারণ থাকে না কিন্তু উহা যখন বিনাশ বা অধঃপতনের কারণ হয় তখনই হয় মর্মান্তিক দুঃখ ও ক্ষয়। কালস্রোতে অনেকে বিলুপ্ত হইতেছে, আবার অনেকে সৃষ্টির সূচনা করিতেছে। আঘাতের রূপ অসীম, কাহারও আঘাত বাহিরের, কেহ অন্তরের, কেহ বাহিরের। যত কাছের, তত্ই আঘাত বেশি লাগে। কুসুমের আঘাত বৃন্তিকলঙ্কের মত, কেন না, সেখানে থাকে অনুরাগহারার কাছে, স্বার্থ ও লোভের, মর্ম ও প্রতিপত্তির অসুস্থ নীতিতা। সমাজ পক্ষে, উন্নয়চেতার আঘাতে থাকে না অসামুবিকতা ও সবিত আক্রোশ। কিন্তু যেখানে থাকে নীতিহার অতিরিক্ত

উপরন্তু প্রকাশ ও পারিপার্শ্বিকতা সেখানে লোক হয় নিষ্প্রাণিত ও নিষ্পীড়িত। পৃথিবীর বহুকোটী মানুষ কত খেলাই না খেলে, তাহার হিসাব নাই হিসাব রাখাও যায় না। অসংখ্য জাতির মধ্যে মানবতারি বিকাশের যাত্রা হইয়াছে—তাহার সীমানা সীমাহীন—ইহজীবনসর্বস্ব, ঐহিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতায়। তাই তাহার কবির বাণীর মোহ—অনিশ্চিতা, ছাড়া বাণীর সব অন্ধ। ব্যক্তিগত জীবনে বুদ্ধির ফুলে ব্যক্তি স্বার্থ নষ্ট করে, রাষ্ট্রীক বা সামাজিক জীবনে বুদ্ধির ফুলে অনর্থ লোকের অতি সাধন করে। রাষ্ট্রের অর্থনীতি শুধু রাজনীতিক, বা অর্থনীতিক হইলেই চলে না, তাহাকে হওয়া দরকার নৈতিক, অন্তত সর্ববিষয়ের মৌলিক নীতিজ্ঞানশীল বিবেচকদলের উপদেশ গ্রহণে আগ্রহশীল, তাহা না হইলে আনাড়ির মত কাজ করিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রে। অসত্যের জোরের জোরে যাহা হয় তাহার স্থায়ী নয় সব সময়।

বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিলেও এক দেশ দেশান্তর হইতে জ্ঞান ও প্রেম, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপকরণ আহরণ করিয়া নিজ নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন করিবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই বটে, কিন্তু পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপকরণ গ্রহণ করিতে যাইয়া যদি নিজের দেশের সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক অবদান অগ্রাহ্য করিতে হয়, তাহা হয় দেশের ক্ষতি ও অবনতির কারণ এবং পরিতাপের বিষয়।

শিক্ষা, সমাজ ও জীবনদর্শন বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইতেছে। ইহার সঙ্গে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিক আদর্শের পরিবর্তন ও অপচয় ঘটিতেছে। মনে পড়িতেছে যখন অবাধ মেলামেশার সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মে, কত ঘটিয়া কোন কালে কত বিয়ার নাই—মনুষ্যসমাজে নীতি ও শালীনতা যার নিয়া বিশৃঙ্খল জীবনযাপনে পারিবারিক শান্তি ও সুখশয্যা ভাঙিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই, মানবীয় ধর্ম ও কর্মের আদর্শ ভাঙিয়া পড়ে—ক্রমান্বয়ে নানা দুর্নীতির প্রভাবে মানসিক ও সামাজিক অবনতির ফলে মানুষ তাহার বিশেষ ঐতিহ্য ও আদর্শ হারাইয়া ফেলে। স্বাধীনতা যদি সংযমবর্জিত হয়, আর উহার অর্থে দুর্নীতিপূর্ণ প্রশ্রয় বুঝায়, তবে ঐশ্বর্যের মধ্যে অমানুষোচিত জীবন ও সমাজিকই সৃষ্টি হইবে। সুপ্রজননের উদ্দেশ্য—দু-চার সন্তান হওয়ার পর সেখানে ব্যর্থ হইবে। আর্থিক উন্নতির সঙ্গে নৈতিক উন্নতিহীন সমাজ অনর্থই ঘটায়, বাহিরের চাকচিক্য তাহার বড়ই বাড়ে। ভোগের বস্তু ভোগ করিবার লোভে মনুষ্যত্বের যেখানে অপলাপ হয়, সেখানে সোনার জাতির দুর্দশা চরমে পৌঁছে।

আনুষের কেবলমাত্র চিকিৎসা শাস্ত্র নহে, মোটা মানুষ তৈরির নয়। তাহা নহে অন্যান্য প্রদেশে আনুষের উন্নতির ব্যবস্থা স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে করিলেও পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার ঢের বৎসর পরে আনুষের বিল পাশ হইল, একটেও পরিণত হইল, শুধু আনুষের পরিষদ প্রায় এক বৎসর পরে গঠিত হইল। বিস্ময়ের বিষয়, পরিষদের দ্বিশতজন সদস্যের মধ্যে কয়েকজন অভিজ্ঞাত আছেন। আনুষের অভিজ্ঞ সদস্য পরিষদে থাকিয়া আনুষের বিজ্ঞানের উন্নতির পথে কি সাহায্য করিতে পারেন, তাহা ভাবিয়া পাই না। অবশ্য তাহাদের নিজ নিজ বিষয়ে কৃতিত্বের জন্য তাহাদিগকে প্রশংসা করি। বর্তমানে পাঠ্য তালিকা-নির্ধারণ কমিটীর কাজ চলিতেছে। এদিকে বসন্তের ছুটি হইবার সময় পার হইয়া যাইতেছে। বিলে বর্ণিত ঘোট অনেক, টোল,

গবেষণাগার স্থাপনের আয়োজন কিছুই দেখিতেছি না। অপরপক্ষে বর্তমানে পরিচালিত তিনটি আয়ুর্বেদ কলেজ ও সাতটি হাসপাতালগুলি উহার সকলে সুপরিচিত, সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত করিবার অর্থ এবং আয়োজন দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। জানিনা, এই পরিষদ পুরাতন ব্যাকালগুলির নব সংস্করণ কি না। কোটি কোটি টাকার পরিকল্পনার কাজ বৎসরের পর বৎসর চলিতেছে। তাহারই জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। কিন্তু আয়ুর্বেদের জন্য কি প্রকল্প হবে অতিরিক্তের মধ্যে বাহিরিবিদ্যুও রহিবে না?

আশা করি, আমাদের অবহিত ও ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থক মুখ্যমন্ত্রী আয়ুর্বেদের উন্নতির বিধিব্যবস্থা করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন এবং আয়ুর্বেদ বিভাগ করিবার ডাইরেক্টরের পরিচালনাধীনে নিবার হইবে এইরূপ ব্যবস্থাও করিবেন। তাহা হইলে তাহার সুদৃষ্টিপাত ও প্রতিনিয়তের দ্বারা আয়ুর্বেদ বিভাগ সুনিয়ন্ত্রিত হইবে—নিজ দৃষ্টিভঙ্গির ঘুমঘোরে সমস্যাগ্রস্ত হইবে না। আয়ুর্বেদ—ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান, তাহার বিপুল সম্ভাবনা যদি তাহার সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবহেলা ও অনিয়ন্ত্রণের অভাবে বিনষ্ট হইতে বসে তবে তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহা স্বাধীনভারতের শাসন ও মনীষার কলঙ্কই বিঘোষিত করিবে। আমার বিশ্বাস, সেই অন্ধ মনীষা ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, তাই নূতন ভারত সৃষ্টির পথে আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবন অবশ্যম্ভাবী।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিভাগ

উদাবর্ত ও তাহার চিকিৎসা

চক্রপাণি

উদাবর্ত বড় কষ্টদায়ক ও প্রাণান্তকর ব্যাধি। বায়ু, মল, মূত্র, অধোবায়ু, অজ্ঞ, হাঁচি, উদ্গার, বমন, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাস ও নিদ্রা বিরোধজনিত যে কোন প্রকার উদাবর্তে বায়ুই প্রাধান্য ও প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়।

মলমূত্রাদির বেগ ধারণজনিত বায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতি নিরুদ্ধ হইলে উভয়ের মধ্যেতরি ভার বেগ জন্মায় উহাকে উদাবর্ত বলে। উদাবর্ত ও আনাহ এই উভয় রোগই বায়ুজনিত সুতরাং বাতব্যাধিরোগমধ্যে বর্তমান, তাহার উদাবর্তরোগে বাতব্যাধিরোগোক্ত শুল ও কোষ্ঠশুল অনেক লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। আধ্মান রোগে অলসক রোগোক্ত লক্ষণ এবং অলসকে বাতব্যাধি রোগোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। তবে উভয়ই মূলত বাতজ—বাতরোগের মধ্যে পরিগণিত হইলেও বায়ুপ্রশমক যে সকল ঔষধ ও পথ্যাদি বাতব্যাধিরোগে উক্ত হইয়াছে শুধু তাহাদ্বারা ঐ রোগ প্রশমিত হয় না। মূত্রাবেগ হাঁচিবেগ ও অশ্রুবেগ প্রভৃতি প্রতিরোধজনিত উদাবর্তরোগে বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা করিতে হয়। এই জন্য ইহাকে ভিন্ন অধিকারে অন্তর্ভুক্ত

করা হইয়াছে। অপরপক্ষে আনাহ ও উদাবর্তে যেমন পার্থক্য নাই বলিয়া উভয়ক্ষেত্রে একই চিকিৎসার নির্দেশ করা হইয়াছে। মলমূত্রাদি বেগরোধ থাকিলে যেমন আনাহ ও বেদনাতে পৃথক ঔষধব্যবস্থার আবশ্যকতা নাই তদ্রূপ উদাবর্ত ও আনাহ ব্যাধিদ্বয় অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহাদের চিকিৎসাকালে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ ও চিকিৎসাবিধি অনুসৃত হয়।

পূর্বোল্লিখিত নানা কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া উদাবর্ত রোগ উৎপন্ন হইলে স্বভাবতঃ স্নেহ প্রয়োগ, বস্তিক্রিয়া ও বাতনাশক ঔষধদ্বারা বায়ুর অনুলোমতা সম্পাদিত হইলে এই রোগ প্রশমিত হয় কিন্তু কেবলমাত্র ব্যাধ্যাধি চিকিৎসায় প্রযোজ্য ঔষধে ইহা নিরাময় হয় না। ইহার জন্য বিশেষ বিশেষ ঔষধ ও পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়।

উদাবর্ত অধোবায়ুনিরোধজনিত হইলে স্নেহপান, বস্তিক্রিয়া ও অনুলোমন করা হয়—মলরোধজনিত হইলে মল বাহির করিয়া দিবার জন্য বিরেচন ঔষধ ও অনুপানীয় বস্তি প্রয়োগ, গাত্রে স্নেহমর্দন, স্নেহস্নান ও বস্তিক্রিয়া একান্ত প্রয়োজন—মূত্ররোধজনিত হইলে মূত্রজনক বিবিধ ঔষধ প্রয়োজ্য—অশ্রুজনিত হইলে স্নেহ ও স্নেহ প্রয়োগ আবশ্যক—শুক্ররোধজনিত হইলে শুক্রের জন্য নিঃসরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

অধোবায়ু নিরোধজনিত উদাবর্ত—বাতিস্নেহ বা উষ্ণজলপূর্ণ পাত্রে রোগীকে বসাইতে হয়। তারপর অনুবাসন ও ত্রিকটুকসিদ্ধ তৈলদ্বারা প্রধান করিতে হয়। তাহাতে না হইলে নিরূহবস্তি প্রয়োগ। **মলরোধজনিত উদাবর্ত**—ইহাতে ইন্দ্রযবাদ্যচূর্ণ, বৈরেচনাদ্যবর্তী, নারাচচূর্ণ প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ প্রযোজ্য—শারীরিক বল বিবেচনা করিয়া মৃদু এবং তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়। বিরেচন ঔষধ ও স্নেহ উভয়ই প্রয়োগ করা উচিত, নচেৎ অবস্থাবিশেষে ফল পাওয়া যায় না।

মূত্ররোধজনিত উদাবর্ত—ইহাতে প্রথমতঃ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক বৈরেচনচূর্ণ ও নারাচচূর্ণ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। তাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে পিচ্ছিলবস্তি দেওয়া দরকার।

বায়ু পরিষ্কার হইলে রোগীকে তর্পণাদি কার্য বা বৃংহণাদ্য কার্য দিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাতনাশক ক্ষুদ্রচন্দ্রমূর্খ, চিনি চন্দ্রমূর্খ প্রভৃতি মিশ্রণের জল ও যূষাদি প্রদেয়।

অশ্রুবেগনিরোধজনিত উদাবর্ত—এই রোগে স্নেহপ্রয়োগ, স্নেহাদি পান, মালিশ ও অন্যান্য প্রধান করিলে ফল হর্ষে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে বিরেচন ঔষধ, বা বস্তি প্রয়োগ করিতে হয় বায়ু অনুলোম করিবার জন্য।

শুক্রবেগরোধজনিত উদাবর্ত—এই রোগে চক্ষুতে তীক্ষ্ণ অঞ্জন দিলে অশ্রু নির্গত হইয়া রোগীর মিত্রা হইবে। রোগীর নিকট শোকনাশনবাদ্যক প্রিয় কথা বলিতে হয়।

ক্ষুতিবেগনিরোধজনিত উদাবর্ত—বিদুষ্টীয় নস্য বা কটুকলাদির নস্য, ত্রিকটুর নস্য ও যে সকল দ্রব্যের ঘ্রাণে হাঁচি হয় সেই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ঊর্ধ্বজত্রুগত স্নেহদ্রব্য অর্থাৎ ঘৃতমূলাদি তৈল মর্দন—ধূমপান, নস্য প্রভৃতি সেব্য।

উদ্গারবেগরোধজনিত উদাবর্ত—স্নেহ পদার্থের ধূম গ্রহণ, বমনকেশ নিরোধের জন্য বমন কারক ঔষধ সেব্য। লঙ্ঘন ও বিরেচনের জন্য নারাচচূর্ণ ও অন্যান্য বিরেচন ঔষধ প্রযোজ্য—মহামাষতৈল প্রয়োগ করিলে ভাল হয়।

জৃম্ভাবেগনিরোধজনিত উদাবর্ত—ইহাতে কৃশ পঞ্চমূলাদির কষদ্বারা প্রস্তুত ক্ষীরপান ও মৃদুর পিচ্ছিলবস্তির ব্যবস্থা করা যায় এবং লঙ্ঘন ও নাড়ি।

আহারের ব্যবস্থা দরকার। আর প্রিয়তমা রমণীর সহিত মিলন কর্ত্তব্য।

মূত্রাবেগনিরোধজনিত উদাবর্ত্ত—নিয়মিত আহার ও নিদ্রার ব্যবস্থা—স্নিগ্ধ, উষ্ণ, লঘু ও রুচিকারক অথচ অল্প ভোজন ও মূত্রস্থি পুনঃ আঘাত দিবেন।

পিপাসাবেগনিরোধজনিত উদাবর্ত্ত—সর্ব্বপ্রকার শীতল ক্রিয়া, কর্পূরবাসিত সুশীতল জল অল্প অল্প পান ও শীতল দ্রব্যাদি ভোজন উপকারী এবং অল্প জলপানকারীর নিয়মিত মাত্রায় শীতল জল পান করা দরকার।

শ্রম ও নিদ্রাবেগনিরোধজনিত উদাবর্ত্ত—অবস্থাভেদে বিশ্রাম ও আলোসমূক্ত আয়োজন ও অন্যান্য স্নিগ্ধ পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন,—আর ইক্ষুচিনিসংযুক্ত দুগ্ধ পান, গাত্রমর্দ্দন, সুকোমল শয্যায় শয়ন, নিদ্রা ও চিত্তবাক্য শ্রবণ হিতকর।

উদাবর্ত্তের বিভিন্ন কারণ ও অবস্থার পরিপাকের জন্য ত্রিফলাঘৃত, ত্রাক্ষাদ্যঘৃত, ধাত্রীলৌহ, বৃহৎকাঞ্চনগুগ্গুলু, অশ্বত্থত্বক্—বায়ুর জন্য বৃঃ বাতচিন্তামণি, যোগেন্দ্র রস, নবক রসায়ন—দর্শনের জন্য বিল্বতৈল, ধাত্রীক্ষারা-মৃতেন্দ্রতৈল, মহামাষতৈল বা মাষতৈল—অবস্থাভেদে লঘু ও পুষ্টিকর আহার্য্য ব্যবস্থেয়—পেট ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য নেবুর রস গরম জলসহ, মূলের সরবৎ প্রভৃতি সেব্য। (ক্রমশঃ)

আয়ুর্বেদ-ভারতী

ডাঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় পি-এইচ-ডি, ডি-লিট্, পত্রস্থরূপ লিখিতেছেন—

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র আয়ুর্বেদ-ভারতী দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক পত্রিকার কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাটি দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ইহা মৌলিক গবেষণা-প্রসূত অনেক আবশ্যকীয় প্রবন্ধের দ্বারা সজ্জিত। এই পত্রিকাটি যে আয়ুর্বেদের চিকিৎসাপ্রণালীকে সমাদৃতভাবে দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছে, তাহার জন্য আমরা সকলেই আনন্দিত। পূর্ব্বে পাশ্চাত্য-চিকিৎসা পদ্ধতির উপর লোকের যেরূপ অন্ধবিশ্বাস ছিল সে বিশ্বাস আর তত দৃঢ় নাই। নানা বিষয়ে উহার অসম্পূর্ণতা প্রমাণিত হইতেছে। সেইজন্য অনেক সম্প্রদায়েরও আয়ুর্বেদের প্রতি যে ঔদাসীন্য ও বৈরীভাব ছিল তাহা এখন অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। ইহার সুযোগ্য প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের পরিচালনায় আয়ুর্বেদসম্বন্ধে কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণ কার্য্যে এই পত্রিকাটি বিশেষ সহায়তা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের বিজ্ঞান সাধনার অন্যতম সম্পদ আয়ুর্বেদের উন্নয়ন, প্রসার ও প্রচারের জন্য, আশা করি, ভারত সরকার, রাজ্য সরকারগুলি ও আপামর জনসাধারণ ইহার সহিত সহযোগিতা করিবেন। আমি ইহার সর্ব্বিধ সমৃদ্ধি কামনা করি।

স্বাঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহ-স্মরণে

শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার

কথা ছিল, কথা ছিল, কে মনে
এত হাসি, এত বিরহবিলাস
এত সুখ এত দুঃখবরণ—
সবি কি ফুরিবে হরণ!
যমুনার সান্ধ্যবেলা ছায়া
হৃদয়ের দীপ্তিময়ী মায়া
রাত্রিময়ী মুখশ্রীর কোমল প্রকাশ
বর্ষে বর্ষে বিচিত্রের বিপুল বিলাস—
নিমেষে ফুরিবে মলিন!
কত ভালবাসা কত স্নেহ
কত মনস্তুষ্টির মেহ
জীবনে জীবনে ফুল ফুলদল
অজ্ঞান তিমিরে হারাইল পরিমল—
ক্ষণিকে হইল বিলীন।
মুকুল আঁখি পলকহীন
যাবন্ত যেন অরূপে লীন
জীর্ণ দেহের শিথিল টানিল বিরাম
নব জীবনের নবীন উষার লাগি—
মরণের কী মহিমা!

পাপড়ি ঝরেনা ফুলগুলি
বিরহ করেনা কাকলি
নিলয় নিঃঝরিয়ে বুঝি শোকবিহ্বল
নিস্তব্ধ মূকমনি করুণ বীণাতে—
ব্যাকুল নিখিল ভুবন।
নিত্য রহস্য বিজ্ঞানের
যুক্তি সেথা পায়নে খোঁজার
জীবনশ্রী ধরিত্রীর মায়ের কথা
ব্যক্ত হ'লো অব্যক্তের অন্তরের ব্যথা
তাহারে ফুরিলে নিস্তার!
মৌন ম্লান প্রহরগুলি
প্রতীক্ষার পলকেপ ভুলি
রবির কিরণ আঁকি রয়েছে উজালি
অন্তিম শিয়রে ঢালি ফুল রাশি-রাশ—
চিতাভস্মে হ'লো বিলীন।
অনন্তের যাত্রী তারে বৃথা
অশ্রুধারে ফিরাবার ব্যথা
নহি অন্তরে অন্তরে—নিখিলের ধন
নিখিলে মিলিয়ে গেছে দেহ মন প্রাণ—
মুক্ত হ'লো ক্ষুদ্র বন্ধন।

ফোন—৫৫-৪১-৫১

রাজ বৈদ্য ডক্টর শ্রীপ্রভাকরের

সোমরস

হৃদয় শক্তি, কর্ম শক্তি, স্মৃতি ও রক্ত বর্ধক

শ্রেষ্ঠ টনিক—৪৲ মাত্র।

রাজ বৈদ্য আয়ুর্বেদ ভবন

১৭২এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্লীহা ও যকৃৎ রোগ

কবিরাজ শ্রীসুধীনাথ রায় কবিরত্ন

উদরের বাম পার্শ্বে প্লীহার স্থান। পিত্তদুষ্টিকর ও রক্তদুষ্টিকর দ্রব্য পুনঃ পুনঃ সেবন করিলে তৎদ্বারা রক্ত ও রক্ত বিকৃত হইয়া প্লীহা বর্দ্ধিত হয়। প্লীহা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলেই তাহাকে প্লীহারোগ কহে। এই রোগে প্রায়ই রক্ত ও পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হয়।

রক্তজ প্লীহার লক্ষণ

রক্তজ প্লীহারোগে ক্লান্তি, ভ্রম, বিদাহ, বিবর্ণতা, প্লীহার গুরুত্ব, মোহ ও উদরের স্ফোটতা, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

পৈত্তিক প্লীহার লক্ষণ

ভ্রম, পিপাসা, দাহ, মোহ ও শরীরের পিতাভতা (পাণ্ডুতা), এই সমস্ত পৈত্তিক প্লীহার লক্ষণ। পৈত্তিক প্লীহায় শরীরের পাণ্ডুতা আধিক্য হইলে দ্রব-যুক্ত নির্গত অর্থাৎ অতিসার বা উদরাময় জন্মে। কোন কোন স্থানে পাণ্ডুরোগের লক্ষণ সকল প্রবল-ভাবে দৃষ্ট হয়।

শ্লৈষ্মিক প্লীহার লক্ষণ

শ্লৈষ্মিক প্লীহারোগে প্লীহা অল্প বেদনাযুক্ত ও প্রস্তরবৎকঠিন এবং অত্যন্ত গুরুভার হয় ও রোগীর অগ্নিমান্দ্য বর্ত্তমান থাকে। শ্লৈষ্মিক প্লীহার আকার অর্দ্ধচন্দ্র বা বেলের মোরব্বার ন্যায়।

ত্রিদোষজ প্লীহার লক্ষণ

ত্রিদোষের লক্ষণযুক্ত প্লীহার প্রকাশ পাইলে তাহাকে সান্নিপাতিক প্লীহা কহে। ইহা অসাধ্য।

প্লীহোদরের লক্ষণ

প্লীহার অত্যন্ত বৃদ্ধিবশতঃ উদরীরোগ হইলে তাহাকে প্লীহোদর কহে। প্লীহোদরে শোথ, আধ্মান, দাহ, তৃষ্ণা, কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্রাল্পতা, বায়ুর রুদ্ধতা ও অন্যান্য উপদ্রবাদি উপসর্গ ক্রমশঃ প্রকাশ পায়।

যকৃৎ বৃদ্ধির লক্ষণ

উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে যকৃৎ অবস্থিত, ইহা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে প্লীহারোগের ন্যায় বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক যকৃদ্রোগ নামে অভিহিত হয় এবং বাতাদি দোষ ভেদে প্লীহারোগের লক্ষণ সকল যকৃৎ রোগে পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ

পৈত্তিক যকৃতে

ভ্রম, পিপাসা, দাহ, মোহ, শরীরের পাণ্ডুতা, দ্রব-যুক্ত অর্থাৎ অতিসার বা উদরাময় ও অরুচি প্রকাশ পায়।

বাতিক যকৃতে

কোষ্ঠবদ্ধতা, উদাবর্ত্ত ও যকৃতে বেদনা-এই লক্ষণ গুলি প্রকাশ পায়।

শ্লৈষ্মিক যকৃতে

যকৃতে অল্প বেদনা ও যকৃতের কাঠিন্য ইত্যাদি উপসর্গ দৃষ্ট হয়।

যকৃদালুদরের লক্ষণ

যকৃৎ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উদরীরোগ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, তখন তাহাকে যকৃদালু কহে। এই

অবস্থায় চক্ষুসঞ্চালনকালে বোধ, ভুরু ও কাঁধের জড়তা, কোষ্ঠবদ্ধতা, পাচকাগ্নির দুর্বলতা আধ্মান, পাণ্ডু, ওজঃ ইত্যাদি উপদ্রব প্রকাশ পাইয়া থাকে।

প্লীহা ও যকৃৎ বিদ্রধির লক্ষণ

প্লীহার বিদ্রধি অর্থাৎ বিস্ফোটক উৎপন্ন হইলে উদ্গারের অবরোধ এবং যকৃতে বিদ্রধি উৎপন্ন হইলে শ্বাস ও হিক্কা উপস্থিত হয়। প্লীহা ও যকৃৎ বিদ্রধির চিকিৎসা শল্যপ্রধান এবং প্লীহা ও যকৃদ্বিদ্রধি পূঁযরক্তের উৎক্লেশাতিরেকে সাধ্যাসাধ্য বিচারপূর্বক প্রভৃতি বিদ্রধিচিকিৎসায় বর্ণিত হইবে।

উদরোগের লক্ষণ

দূষিতের অযোগেশে প্লীহা যকৃতের অবাপ্ত অন্ন ও মাংস সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে উদরোগ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহার আকৃতি কচ্ছপ বা ভস্ত্রার ন্যায়, এই রোগে রোগীর মুখাগ্রস্থির বিশালতা তনু, রুক্ষ বা শ্বেতবর্ণ লক্ষিত হয় এবং অন্ন, অরুচি, পিপাসা ও শোথ হয়।

অন্নের দীর্ঘকাল অবস্থানবশতঃ ও নানা কারণে প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃৎ রক্তের স্থান। বদ্ধ মলের হইতে যকৃতে আগমন করিয়া রক্তকণিকাসংযোগে লোহিতবর্ণ ধারণ করে এবং রক্তসাবে অতিরিক্ত হয়। বিবিধ কারণজনক ও পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য সেবনদ্বারা পাচকাগ্নি দুর্বল হওয়ায় গুরুদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক বা হজম হইতে পারে না। সুতরাং ঐ অবস্থায় আমবিষের উৎপত্তি হয় এবং প্লেষ্মার বৃদ্ধি হয়। এইরূপ পাচকাগ্নি দূষিত হইলে রক্তের পিত্তের আধার যকৃৎ ও প্লীহা উভয়ই বিকৃত হয়। অতএব প্লীহা ও যকৃৎ রোগে অনায়াসে জীর্ণ হয় এইরূপ অগ্নিবলবর্দ্ধক লঘুপাক দ্রব্য সেবন করা কর্তব্য। পিত্তবর্দ্ধকদ্রব্য সেবন একেবারে নিষিদ্ধ।

প্লীহা ও যকৃৎ রোগের চিকিৎসাকালে রোগীর প্লীহা ও যকৃৎ হস্তদ্বারা বিশেষরূপে পরীক্ষা করা উচিত। প্লীহা ও যকৃৎ টিপিলে বেদনা অনুভব হয় কিনা, উহা কঠিন কি কোমল, রোগীর শ্বাস আছে কিনা, শরীরের বিশেষতঃ উদর ও হস্তপদাদি অঙ্গের রক্তিমা বা পাণ্ডুতা, কোষ্ঠকাঠিন্য বা স্বাভাবিক কোষ্ঠ, প্লীহা ও যকৃতে বাতাদি কোন দোষের আধিক্য বা লক্ষণ বিদ্যমান, রক্তদুষ্টস্থানে শোথ এবং উদরোগের প্লীহা ও যকৃদ্বৃদ্ধি হইয়াছে কিনা ইত্যাদি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য।

জল হইবার পর প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি হউক, অথবা অন্যান্য কারণে প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি কেন না হউক, উভয় অবস্থাতেই প্লীহা ও যকৃতের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রায় একই রূপ। কেবল অন্নের প্রবলাবস্থায় প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বাতাদি দোষনাশক ক্রমে ঔষধের উপর বিশেষ বিবেচনা করা কর্তব্য, অর্থাৎ কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে ত্রিবৃৎ চূর্ণাদি, ত্রিবৃৎ অন্ন চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ এবং উদরাময় থাকিলে পুটপাক বিষমজ্বরান্তক লৌহ, সর্ব্বজ্বর লৌহ, মৃত্যুঞ্জয়রাস লৌহ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। প্লীহা বা যকৃৎ রোগে অতিরিক্তরক্তের অল্প বৃদ্ধি হইলে সেই অবস্থায় প্লীহান্তক রক্তনাশক ঔষধ, যথা—লোকনাথ রস, বৃহৎ লোকনাথরস, রোহিতক লৌহ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

প্লীহা ও যকৃতে বেদনা উপস্থিত হইলে মৃদুরেচন যোগ, শঙ্খাদিচূর্ণ ব্যবস্থা করা যায়।

প্লীহা রোগের মুষ্টিযোগ

১। তালমূলী অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া উহার ক্ষার পুরাতন গুড় সহযোগে প্রত্যহ সেবন করিলে প্লীহার শান্তি হয়।

২। পলাশক্ষারের জলদ্বারা ভাবিত পিপুল আবশ্যক ও উপযুক্ত মাত্রায় রোগের বলাবল বুঝিয়া সেবন করিলে শুল ও প্লীহা বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নিদীপক ও বলপ্রদ।

৫। রোহিতক ও ধবক্ষীরকীর সাঁস শিপুলচূর্ণ ও গবকার প্রক্ষেপ দিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে প্লীহা বৃদ্ধি নষ্ট হয়।

৬। মাষ্টাকরঞ্জের মূলের ক্বাথ ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্রমশ ৭ বার বস্তিপুত করিয়া লইবে, পরে বিট্‌লবণ ও শিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতঃকালে পান করিবে। ইহা দ্বারা প্লীহা ও যকৃৎ রোগের শান্তি হয়।

৭। মাত্রা রোগ প্রশমনার্থে রোগের বলাবল বিবেচনা পূর্বক উপযুক্ত মাত্রায় কিয়ৎকাল দুগ্ধের সহিত পান করিবে, অথবা দুগ্ধের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় শিপুলচূর্ণ পান করিবে।

৮। রক্ত চিতার মূল জলে পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে, ৩ বটীকা পরস্পরার মধ্যে ভক্ষিয়া সেবন করিলে প্লীহা রোগ নষ্ট হয়।

৯। লঙ্ঘনাতিচূর্ণ ঘোড়ালেবুর রসে গুলিয়া পান করিলে শীঘ্র প্লীহারোগে উপশম হয়।

প্লীহা ও যকৃৎ রোগে ধুরন্তুর শিফলী, অড়হর লবণ এই দুইটি ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

ইহা ছাড়া অবস্থা বিশেষে—চিত্রকাদি লৌহ, ধ্বাংক্ষাদিগুটিকা, প্লীহারি বটীকা, প্লীহাবিহঙ্গ, যকৃদরি লৌহ, বসন্তকিসুমাকর রস, মহাশ্রাবক, লঘুশ্রাবক ইত্যাদি ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

এই প্রবন্ধ ১৩২৬ সালে, ১৩৩৬ সালের সভায় লেখক কর্তৃক পঠিত হয়। —প্রতিষ্ঠান-সম্পাদক

ঔষধ ও পথ্য *

অধ্যক্ষ শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য,
নবদ্বীপ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়

১ অযোধ্যা রাজবৈদ্যের বর্ণনা উপলক্ষে মহর্ষি বাল্মীকি লিখিতেছেন --

দীর্ঘায়ুষো নরাঃ সর্বে ধর্মজ্ঞা সত্যবাদিনঃ।
সহিতা পুত্র পৌত্রৈশ্চ বিহরন্তি মুদান্বিতাঃ॥
(আদি, ৬।১৮)

পুনরায় শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্ব সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিলেন

ন পুত্রমরণং কেচিদ্ দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ ক্বচিৎ।
নার্যশ্চাবিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ॥
(ঐ, ১৫১)

তাহার প্রতি কারণ নির্দেশে বলিলেন--

সর্বে নরাশ্চ নার্যশ্চ অরোগাশ্চ ভবন্তি হি (ঐ, ৬৫)

এবং

কামী বা ন কদর্যো বা নৃশংসঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ॥
(ঐ, ৬৮)

অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে, মহর্ষিমুখনিসৃত এই কথা কয়টীতে আয়ুর্বেদের মন্ত্রগুলি অতি উত্তমরূপে নিহিত রহিয়াছে। রাজলাবণ্যের সৌরব মহারাজ নরপাল দেবের অনুরক্ত মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত মহর্ষির বহু সহস্র বৎসর পরে ঠিক ঐরূপ ভাবেই উদ্বুদ্ধ হইয়া মানুষকে উপদেশ দিয়াছেন --

(ক) অস্মৈ মুহূর্তে উত্তিষ্ঠেৎ সুস্থো রক্ষার্থমায়ুষঃ
শরীর চিন্তা নির্বর্ত্য কৃতশৌচবিধিস্ততঃ।

(খ) দন্তধাবন পাদকর্ণাক্ষি ক্ষয়ে বায়ানলৌজসাং
বালে চিরং নিষেবেত জরাবিস্রংসনাদি পেশলম্

আয়ুষং সততং পশ্যেদপি কীটং পিপীলিকম্

আয়ুঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ

ইহা ভারতীয় সমস্ত চিন্তাকে কিরূপে শাসন করিতে হইবে তাহা বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। রামায়ণের যুগে যে এই সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করিয়া লোকে জীবন যাপন করিতেন, তাহা ঋষির বর্ণনায় সুপরিস্ফুট। আধুনিক এই মহামারীতে জীবনরক্ষার জন্যব্যস্ত মানুষকে এই আয়ুর্বিজ্ঞানসম্মত কথা শুনাইবার দিন আসিল।

আয়ুর্বেদের প্রকৃতি এই বস্তুর জন্য আয়ু-চিকিৎসার জন্য। রজোগুণ বহু নিম্নস্তরের ক্রোধে যখন মানুষের এই সুস্থ অবস্থা বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়, তখন লক্ষণাদি নিদান দ্বারা রোগ নির্ণয়পূর্বক চিকিৎসার বিধি বৈদিক যুগ হইতে ঋষি ও আচার্যেরা করিয়া আসিতেছেন। সুবিধার জন্য তাঁহারা যে অষ্টাঙ্গ কল্পনা করিয়াছেন, তাহাও আমাদের মধ্যে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। তবে হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, বেকিমি, বাইয়োকেমিক ইত্যাদি নানা চিকিৎসা-স্রোতে বিভ্রান্ত প্রবহমান আমাদের আয়ু-বিদ্যার আলোচনা আজ বিচারপূর্বক করিতে হইবে, সেইজন্য উপযুক্ত লোকের অসদ্ভাব নাই সেই ব্যবস্থায় অবশ্য সাধু ব্যাখ্যানের অসদ্ভাব আমার নাই। আমি শুধু আয়ুর্বেদস্থীয় ওষধিবিজ্ঞানের একটী ক্ষুদ্র অংশ 'আয়ুর্বেদে ওষধির স্থান' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিব।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঔষধ শব্দে যে ওষধি শব্দটী জনিত হইয়াছে, তাহাই আদৌ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসাশাস্ত্রের বর্গীকরণ ও অনুপ্রবৃত্তি ভারতবর্ষে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বহুপূর্বে হইয়াছিল, তাহা সর্ববাদিসম্মত-ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে ও যত দিন যাইতেছে, ততই হইতেছে। এমন কি, যুরোপ খণ্ডের চিকিৎসাশাস্ত্র হিপোক্রেটিস্ যে ভারতীয় ভাবে প্রভূত ভাবিতের তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। অথচ এই ভারতবর্ষে সুদীর্ঘকাল ভেষজের মধ্যে 'ওষধি' ঠিক আক্ষরিক "ওষধ্যঃ ফল পাকান্তাঃ" অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া বনস্পতি, বানস্পত্য বা বৃক্ষ, ওষধি বীরুৎ, গুল্ম এবং তৃণ অর্থে ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রমাণ বেদে এবং খৃঃ পূর্ব সপ্তম শতাব্দীর পূর্ববর্তী চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থে প্রমাণিত। চরক ও সুশ্রুতে ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে ভারতে ধাতব ভেষজের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। যুরোপ খণ্ডে আরও ৬৭ শত বৎসর পরেও পারদ লবণাদিসম্মত ভাবে ভেষজ বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

বস্তুতঃ ওষধির মুক্তিমুক্তি প্রশংসা আমাদের শাস্ত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। এই ওষধি আমাদের মধ্যমান্ হইল, "আকীর্ণা সন্তোষধীঃ" এই প্রতিজ্ঞাসূত্রটি মনুষ্যিদা গ্রন্থে আমরা শুনিয়াছি। ছান্দোগ্যের ঋষি বলিলেন—

এবাঃ খলুবানা পৃথিবী রসা পৃথিব্যা আপো রসঃ

অদ্ভ্যোষধয়ো রসঃ ওষধীনাং পুরুষো রসঃ।

সমস্ত রসসমষ্টির নিষ্কাশিতা পৃথিবী, পৃথিবীর সার জল, জলের সার ওষধি করিয়া ওষধি এবং এই ওষধিই মনুষ্যনির্মাণে সহায়তা করিল। বৈষ্ণবকবিরা শ্রীমদ্ভাগবত উচ্চারণ করিলেন—

অহন্যানি সহস্রাণামযুতানাং চতুষ্পদাম্।

অতন্যুনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্।

অর্থাৎ অযুতযুত সহস্রের এবং অযুতযুত চতুষ্পদের জন্য হইল, ছোটরা বড়দের জন্য হইল, একজনই জীবই জীবের জীবন। এখানে উদ্ভিজ্জের সহিত অন্যান্য জীবও যে মানুষের জীবন ধারণে সহায়তা করিতেছে, তাহার উল্লেখ পাইলাম। বর্তমান বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা জানিয়াছি যে সমস্ত

"আইবা নিজের দেহে কার্বলিক এসিড, জল ও খনিজের সাহায্যে ফেনলের ইত্যাদি জটিল বস্তু উৎপাদন করিতে পারে না, তা সে যতই সুযোগ্য ডাক্তার না কেন। তার ফলে তাকে এই সকল শক্তি-বস্তু ও শরীর গঠনের উপাদানগুলি উদ্ভিদ দেহেই সঞ্চয় করে রোগের পরিপাক ও শোষণক্রিয়ার দ্বারা শক্তি উৎপাদন, দেহের ক্ষয় পূরণ এবং দেহের বৃদ্ধির গঠনের কাজে লাগাতে হয়।" (রোগহরে ঔষধ, বিশ্বভারতী)

আর আশ্চর্যের বিষয় এই, অথর্ববেদে উল্লেখ আছে যে, ঔষধ পশুপক্ষী এই সকল ওষধি ব্যবহারে বিভিন্ন ব্যধির শুশ্রূষা করিত।

"In the Vedas the medical Knowledge is often said to be derived from the actions of animals. In the Atharvaveda we find certain animals acting as teachers of medicine. The boar, ichnenmons, serpents, eagles, falcons and birds, oxen, kine, goats, sheep and wild animals are mentioned as versed in the qualities of medicinal plants" (History fo Indian Medicine vol. I, P 72)

১৯১২ খৃষ্টাব্দে "ভাইটামিনের" প্রথমে ইংলণ্ডে স্যার ফ্রেডারিক হপকিন্স্ আবিষ্কার করার পর এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং "পেনিসিলিন" আবিষ্কার করার পর ঔষধ জগতে উদ্ভিদের দান বা প্রাণির মূল্য বিশাইয়া হপকিন্স্, মেথাইয়াসিলের যে প্রাণিদেহের অনুরূপ উক্তি হয়। আর স্যার্ আলেকজান্ডার ফ্লেমিং দৈবক্রমে তাঁহার ল্যাবরেটরীতে ব্যাকটেরীয়া পেনিসিলিন্ আবিষ্কার করিয়া তাহার রোগ জীবাণু সংহার ক্ষমতা দেখিতে পান। ক্রমশ 'পেনিসিলিন' ডাক্তারজগতে আতীয় ঔষধ এই জীবন্ত উদ্ভিদের কাহিনী প্রচার করিতেছে। জীবাণুভক্ষিত রোগের জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করিতে সমর্থ, শরীর কোষ নিষ্ক্রিয় শ্বেতকণিকাগুলি রক্ষা ও বিবৃদ্ধিতে সাহায্য করিবে, পেনিসিলিন ও ষ্টেপ্টোমাইসিন প্রভৃতি আইসিন শ্রেণীর ইহাই বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ ঔষধে শরীরের বিষক্রিয়া (toxic action) সম্ভব হইবে, আবিষ্কারকেরা তাহাই আশ্বাস দিতেছেন।

আর এই সকল ব্যাপার আমাদের পূর্বজ ঋষিগণ বহু যুগ পূর্বে বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছেন। অতএব শরীরের মধ্যে আমরা আর বলিতে পারি— যক্ষ্মা ব্যবহারের আধুনিক প্রচেষ্টার
মঙ্গলোদ্দেশ্যার্থে তা ব্যর্থ যাবে না।
প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা এই উদ্ভিজ্জগতের মধ্যে সোমলতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছিলেন ঔষধের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে, আজও এই উদ্ভিজ্জের অর্থাৎ ওষধির মহিমা ঘোষিতেছি।

ভগবান্ মনু এই উদ্ভিজ্জের প্রাণধারিকা ও প্রাণপোষিকা শক্তির মূল কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, এই সকল উদ্ভিজ্জ প্রাণীর জড়পদার্থ নহে পরন্তু প্রাণরসে ভরপুর, ইহারা তমোগুণের প্রভাবে বাহ্য অনুভূতি চৈতন্য, কিন্তু সুখ ও দুঃখ ভোগ করিবার শক্তি ইহাদের নাই নহে।

ওষধয় বনস্পত্যো বেষ্টিতা অন্তরেমুখা।
অন্তঃ সংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ দুঃখ সমন্বিতাঃ।

(মনু—১।৪৯)

এই প্রাণরসের অংশভাগী হইয়া আমরাও ওষধি ও পথ্যের মধ্যবর্তিতায় আত্মরক্ষা ও আত্মপোষণ করিতে পারি। নূতন ভাইটামিন ফুল বৃক্ষ লতার এই অমূল্য বাক্য মনে রাখিলে আমাদের আধুনিক আবিষ্কারের বিষয়ে হতভম্ব হইবার কোন কারণ ঘটিবে না। আধুনিক "Adenoliae" প্রভৃতি যত

'ভাইটামিন' বলিয়া কথিত ঔষধ ব্যবহারে অনেক বল অনুপানভেদে ব্যবহার করিবার উপদেশ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাহার কারণ উদ্ভিজ্জের প্রাণশক্তি সেই জন্যই আমরা পরবর্ত্তী চিত্রে কবি কুঞ্জের নিকট —'কিবা তব সঞ্জীবনী ছন্দ' এই মন্ত্র সহকারে, তুলসী চয়ন করিয়া বলি 'তুলসীতরুং নমামি', অথবা বৃক্ষকে 'ওঁকুশশ্চ কুশস্তম্ব ওষ ওষধয়স্পরি'

.. অথর্ব শময়াতয়ে।'

ঘটের প্রথা বিবাহ মুখচিত্রণ ও পুনরবনে ব্যবহার করি, বিষশমনে শক্তি পূজায় কাকে লাগাই, মনসা-সিজের (সিজবৃক্ষ) বৃক্ষকে প্রাঙ্গণে মনসাদেবীর প্রতিকৃতি বলিয়া পূজা করি, বিল্বিল্বীকে তন্ত্রশাস্ত্রের অঙ্গ মনে করি। মনে করি, অপরাজিতা মায়ের চরণ। অপরাজিতাকে আমাদের সমস্ত প্রাণিজগতের ইষ্টদেব-ফুল জগজ্জননীর যোনিস্বরূপ মনে করিয়া প্রণাম করি, চন্দন ললাটে লেপন করি, নিম বৃক্ষকে শ্রীবিগ্রহের বিষ্ণুচক্রস্বরূপে কল্পনা করি। পঞ্চপল্লবে তন্ত্রতন্ত্র কল্পনা করি। অশ্বিনী, আর্দ্র হৈমন্তাগারে পাশ্চাত্যদেশে আমাদের আয়ুর্বেদ-পরীক্ষিত চালমুগরা (কুষ্ঠে), কেসুর (পিত্তদোষে), পুনর্নবা (মূত্রবিকারে), কুড়চি (আমাশয়ে), নিসুল (ঐ), বৃহতী ও বন তামাকু (শ্বাসে), সর্পগন্ধা (রক্তচাপে), ছাতিম (ম্যালেরিয়ায়), বেড়েলা (স্নায়ুরোগ ও পক্ষাঘাতে), বাসক (কফিরোগে), অশোক (অসৃক্ রোগে), অর্জুন (হৃদ্রোগে), গুলঞ্চ (বাতে), পলাশ (বাতে), বেল (আমাশয় ও অজীর্ণে), ব্রাহ্মী (মৃগীরোগে) প্রভৃতি বিধান দিয়াছেন।

বৃহতী, কণ্টকফল, ভাঙ্গ ইত্যাদি হোমিওপ্যাথগণও ব্যবহার করেন।

এখনো সমস্ত সমস্ত উদ্ভিজ্জ রহিয়াছে, যাহা হইতে প্রচুর ঔষধ তৈয়ারী হইতে পারে।

এই বর্ষায় আসো আসাইটা আপনাদের বিভক্তি উপাদানের ইচ্ছা আমার নাই। শুধু সমগ্র 'ঔষধ' নামটির বিভক্তি নির্ণয় করিতে গিয়া ওষধির স্থান কত উচ্চে ছিল, তাহাই আপনাদের নিকট নিবেদন করিবার ক্ষুদ্র প্রয়াস করিলাম। তাহিলে অথর্ব হইতে যত চরক ও সুশ্রুত উদ্ভিজ্জকে যেভাবে স্থান করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া। প্রত্যেকটি গাছের দুইটি নাম, একটি পরিচয় জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা, অপরটি প্রাণ-প্রতাষিকা, যেমন গাছের নাম—বকফুল পরিচয় সংজ্ঞা—বকপুষ্প, ফলসংজ্ঞা—ত্রপুষি। অন্যদিকে আবার, ঔদ্ভিদ, বিরেচনাদি এবং ক্ষার পানাদি বিভক্তি বিধান আছে।

বিরেচনাদি এবং অন্নপানাদি বিভাগ আমাদের ঔষধপাত্রে এবং পথ্যপাত্রে বিশেষ প্রয়োজন।

চরক বলেন বিরেচন ৬০০ গ্রাম, এবং কষায় ৩০০ গ্রাম। কষায় আবার প্রথমে ৫০ ভাগে এবং পরে দশ ভাগে বিভক্ত।

সুশ্রুত সমগ্র উদ্ভিজ্জকে ৩৭ ভাগে ভাগ করিয়াছেন।

আর অন্নপানাদি বিভাগে চরক নিম্নলিখিত ভাগে উদ্ভিজ্জকে ভাগ করেন।—

(১) মূলবর্গ,	(২) শাকবর্গ,
(৩) শাকবর্গ,	(৪) ফলবর্গ,
(৫) হরিতবর্গ	(৬) ইক্ষুবর্গ

(ক্রমশঃ)

---

* ১৩৬০ বঙ্গাব্দে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ত্রিংশতম বার্ষিক অধিবেশনের বেদের বিজ্ঞান শাখায় পঠিত।

—গ্রন্থিকার: সম্পাদক

'ম্যালেরিয়া' ইত্যাখ্যস্য জ্বরস্যায়ুর্বেদীয়চিকিৎসা

কবিরাজ শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এম. এ. আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতিঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

"হেহেঞ্জির মনক্কাশী সর্ব্বরোগাপ্রকো বলা।
অতঃ প্রধানঃ রোগানামুক্তো জ্বরবরা পুরা' ইতি
আয়ুর্বেদবিদঃ।

ম্যালেরিয়ঃ ইত্যাখ্যস্যাঙ্গলভাষায়াঃ উৎপন্নস্য শব্দস্য নিরুক্তিঃ—ম্যালেরিয়ঃ ইতি বিখ্যাতঃ শব্দঃ (Mal & Air) মালফেয়ারফেত্যাখ্যয়োঃ সংযোগাদেব সমুদ্ভবতি। অয়ং খলু ইত্যাঙ্গলদেশেন ভূয়ঃ সন্নিহিতপ্রদেশিতি বোদ্ধব্যম্। তথাচ "হেহে" ইত্যাখ্যাঙ্গলদেশেন বায়ুরেবাত্রবোধ্য ইতি। ম্যালেরিয়া ইত্যাখ্যোঽয়ং শব্দেন, দুষ্টবায়োঃসংপর্কো রোগবিশেষো বোধ্য ইত্যাঙ্গলদেশীয়া বৈদ্যবরা মন্যন্তে। কথমাগচ্ছেৎ? ন কিমপি বৈদ্যৈর্বৈদ্যবরৈর্মুনিভিশ্চ তদ্বেদমপি কৃতম্? যদি সত্যৈব বায়ুরেবাত্রদূষকঃ তদা কথমপি বায়োঃ স্বরূপপরিবর্ত্তনমুদ্ভবতি। আঙ্গলদেশীয়বৈদ্যবরাস্তু অনুমানেন বিপরীত কারণমেবাত্র মন্যন্তে কিন্তু তৎ কারণম্? 'প্লেসমোডিয়াম' ইত্যাখ্যস্য কস্যচিৎ মশকস্য সংমিশ্রণেণ। কারণমিত্যাদুনি-বৈরাঙ্গলদৈস্তু মুক্তকণ্ঠৈরুক্তানি।

আঙ্গলদেশবাস্তব্যানাং বৈদ্যানাং মতানুসারেণ "ম্যালেরিয়া" ইত্যাখ্যস্য রোগস্য স্বরূপং সঙ্কলিতং। অস্মিন্নেব অহে রোগিণো আক্রান্তপ্রদেশে শীতং, বেপথুঃ, সর্ব্বাঙ্গবেদনাঃ প্রাদুর্ভবন্তি, তথাচ আক্রান্তপক্ষস্বরূপেণ রোগিণঃ দীর্ঘকম্পোদ্ভবতি ঔষধি ইতস্ততশ্চ ভ্রাম্যতে। অয়ং ত্যাগকালে রোগিণঃ ঘর্ম্মঃ সর্ব্বাঙ্গস্বরূপেণ ভবন্তি। এবম্ বহুদিবসান্ যাবৎ পুনঃপুনঃ রোগাক্রান্তা ভবন্তি। 'প্লেসমোডিয়াম' ইত্যাখ্যো মশকো ম্যালেরিয়া ইত্যাখ্যজ্বরোৎপাদনায় প্রধানতমো হেতুরিতি সর্ব্বৈরেব বৈদ্যবরৈঃ সংমন্যতে। অস্যাঃ মশকীয়ায়াঃ স্ত্রীজাতীয়া এবাত্র মুখ্যতমহেতবঃ। পুরুষমশকেষ্বিমোঽপি অবাক্রান্তা ভবন্তি। এতাদৃশানাং আক্রান্তমশকীনাং দংশাৎ রোগিণো রক্তস্থিতা পার্শ্বস্থাবৈদ্যাঃ স্বয়ঞ্চমুখীক্ষণযন্ত্রসহায়তয়া পরীক্ষ্য ম্যালেরিয়াজন্যং প্রোটোজোয়া পারোসাইটস্ নাম কিমপ্যেকোদ্ভিদাম্ ইত্যাখ্যং অবলীক্ষ্য প্রাদুর্ভবন্তি। যেষু যেষু অহেষু রোগিণঃ রক্তং পরীক্ষা নৈপুণ্যেনাদৃশ্যং তীক্ষ্ণতরং সন্ধায়ে তাস্মান্ তদানীং ম্যালেরিয়া ইত্যাখ্যো রোগো ন কথ্যতে। রোগিণঃ লোহিতরক্তকণাসু সমধীক্ষ্য "ম্যালেরিয়া" ইত্যাখ্যস্য অস্য কারণমিতি পাশ্চাত্যবিদ্বদ্বরৈঃ মতম্।

"ম্যালেরিয়া" ইত্যাখ্যস্য জন্তুতত্ত্বিকাঃ

"ম্যালেরিয়া" ইতি প্রকারঃ দীর্ঘজ্বরবিশেষো ভবতি। অস্মাকং প্রাগ্রপ্রদেশে ভারতবর্ষে বৈষৈ ব্যাধিভিরাক্রান্তাঃ সন্তো জনাঃ সংখ্যাধিক্যেন ম্রিয়ন্তে তেষু ম্যালেরিয়াজ্বরঃ প্রধানতমো ভবতি। ম্যালেরিয়া রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্, ইত্যাখ্যায়াঃ সংস্থায়াঃ প্রকাশিতা বিজ্ঞপ্তিস্ত্বেতাঃ জায়তে যৎ প্রতিবর্ষং ভারতবর্ষে সার্দ্ধসপ্তকোটিজনা ম্যালেরিয়া ইত্যাখ্যজ্বরাক্রান্তা ভবন্তি। তেষু ন্যূনাধিক্যেন সার্দ্ধপঞ্চলক্ষাণি ম্রিয়ন্তে। তদ্ভবত্যেবাপি ম্যালেরিয়া ইত্যাখ্যস্যঃ ষ্টি. বি. কলেরা, ক্যানসার ইত্যাখ্যেভ্যো রোগেভ্যো ন্যূনতরো নহি। অস্মদ্যোঽতীতকালেষু বহুসাম্রাজ্যপতনকরোঽভবৎ। সর্ব্বত্র সর্ব্বস্য এবাস্মাকং দয়া-

পরাক্রান্তানাং বহূনাং কৃপণীনাং বহুদুঃখেপ্সিতানাং পরমাত্মাত্মজনানাং প্রেষিতানাং সৈন্যবাহিনীং সম্পূর্ণ-রূপেণান্। অনুমানমস্তেপি সর্বদেশানাং ব্যধিজাধিজানাং শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনায় বহুবিধা রাজকীয়পরিকল্পনা আলোচনা প্রভাবাং সমূলমে-বোপলাইয়া। সমুদ্রেবলং ভারতবর্ষে, পরন্তু পৃথিব্যাং সর্বমানবা অকৈশনেনাক্রান্তা ভবন্তি চিকিৎসিতা অপ্যাধিকেন ক্লিষ্যন্তে চ। ভারতবর্ষেপি বোমলাদ্য প্রভাবাং বহুল অর্থব্যয়িতপ্রভাবে ব্যাধিপ্রপীড়িতজনানাং নিরন্নতাঃপি নিরন্নতাকোপবাং।

এতদ্ব্যাধিবিজ্ঞানেন বহুভিঃ জ্ঞানবৃদ্ধৈঃ বৈজ্ঞা-নিকবৈর্বহুঃ বহুপ্রকারা গবেষণা কৃতা। পরন্তু অদ্যাবধ্যেপি ন কোপ্যাধিজের বিষয়ে সফলতা প্রাপ্তা।

খ্রীষ্টপূর্বস্য প্রথমঃ বর্ষশতকস্যেতঃ প্রাগেব গ্রেলোপাধিক-চিকিৎসায়াঃ আবিষ্কর্তা হিপোক্রেটিস্ মহোদয়োপি নাম্নাক্তকপেণ রোমরাজ্ঞ্যাঃ মহামন্ত্রিণ-মান্। পরন্তু তৎকালেষু এব ব্যাধিঃ নাম্না ম্যালেরিয়া ইতিখ্যাতো নাসীৎ। ইতঃপরং ইটালী দেশ বাসবঃ চিকিৎসকঃ অমুনেঃ ম্যালেরিয়া ইতি বিখ্যাতঃ নাম প্রদত্তবান্। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে পেরু নাম দেশস্যাধিকর্তুঃ কাউন্টিস্ সিনকোন ইত্যাখ্যায়া জনপত্ন্যাঃ জ্বরঃ তত্রত্যেন ভারতেকস্ত কৃষ্ণস্য বিনাশিতঃ। অতঃপরং আন্ধ-ক্যনায়া তস্যাঃ সৌভাগ্যবর্দ্ধনায়ঃ স এব বৃক্ষঃ সিনোনা ইতি নাম্না ভিন্নি মহত্বেষু বিখ্যাতোঽভবৎ।

১৬৪০ খৃষ্টাব্দে সিন কোনা ইতি খ্যাতো বৃক্ষঃ ইউরোপ-খণ্ডেষিকাসমাহারেণাঃ ইউরোপ মহাদেশবা-সীজ্ঞঃ। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে পেলেটীয়ঃ ইতি খ্যাত জ্ঞাত্ব ভাষেভন্টৌ ইতিখ্যাতৌ যৌ চিকিৎসকৌ "সিন-কোনা" বৃক্ষস্যঃ 'কুইনাইন' ইতি বিখ্যাত-ঔষধি নির্মাপিতবন্তৌ। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মটন তথাচ ইউ নামানৌ যৌ চিকিৎসকৌ অনেকধা সুবিধাঃ অনেকেভ্যঃ ম্যালেরিয়া জ্বরেভ্যঃ মানবেভ্যঃ বিশেষতঃ মনুষ্যকল্প-র্দশয়ামাসতুঃ। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ডেক্সটার ইত্যাখ্যঃ কিস্কিত্ত্বিজনকঃ প্রীতঃ ফ্লাস্ বৃদ্ধিক পৃষ্ঠ। ম্যালেরিয়া জ্বরস্য প্রকৃতিং নিরূপয়ামাস। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রিডেল মহোদয়েন ম্যালেরিয়া জ্বরেণ মৃত্যুনাং জ্ঞাত্বা। বক্তেষু কৃষ্ণবর্ণময়ালোকিতবান্। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বাভালা আভা-দিশেল-ভারতবর্ষেষু "লবকোনা ইতি খ্যাতো-ঘধঃ কৃষ্ণা আবোপিতাঃ। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ডিডিটি ইত্যাখ্যা ঔষধিবিশেষঃ "জিক্লোরা" মহোদয়েন আবিষ্কৃতঃ, ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্তানাং রোগিনাং বক্তেষু "ম্যালিগ্নান্ট ম্যালেরিয়া" ইতি বিখ্যাতস্য সাঙ্ঘা-তিকজ্বরস্য জন্তুং বীজাণবঃ দৃষ্টাঃ কৃতা।

ম্যালেরিয়া জ্বরস্য মশকসম্বন্ধেকোরণবিষয়ে কি: মহোদয়েন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কথিতম্। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ষ্টেইন মহোদয়েপি ম্যালেরিয়া বীজাণবো দৃষ্টাঃ। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রস মহোদয়েন পক্ষিণাং বক্তেষু ম্যালেরিয়া জ্বরস্য বীজাণবো দৃষ্টাঃ। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইটালিদেশবাসিভ্যঃ প্রাণীবিজ্ঞানী মাক্সিয়াকাডা, ব্যাসটিয়েনি ইত্যাখ্যাভ্যাং বিজ্ঞা-নিভ্যাং সম্পূর্ণরূপেণ প্রমাণিতবন্তঃ যৎ জ্বরকারণবাহিতবীজা-ণব এব ম্যালেরিয়াজ্বরোদ্ভবস্য কারণমিতি। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া জ্বরস্য কারণস্য মশকসম্বন্ধ-বাহিত-বীজাণুনাং প্রাধান্যঃ "ইটালী" রাজ্যস্যো লো, জাম্বেসি, টমাসি মহোদয়ৈ স্তথাচ লঙ-রাজ্যস্য মানসন মহোদয়েন স্পষ্টরূপেণ স্বীকৃতম্। পরন্তু রোগোপশমনি কথিতঃ যৎ জ্বরকারণাধিত দুষ্টজন পানদেবাস্ত জ্বরস্য কারণং ভবতি।

ম্যালেরিয়া জ্বরস্য বিস্তৃতিঃ

পৃথিব্যাং সর্বদেশেষু ম্যালেরিয়া জ্বরস্য প্রাদুর্ভা-বো বিদ্যতে। পরন্তু শীতপ্রধানদেশেষু মন্দ তাদৃশঃ প্রভাবো ন বিদ্যতে। সমুদ্রোপকূলপ্রদেশাৎ ষট্সহস্রফুটাধঃপার্শ্বিমনোন্নতাধিষ্ঠিতদেশেষু প্রায়শঃ

ম্যালেরিয়াজনক প্রাদুর্ভাবের ন্যূনতা হয়। অতএব আমেরিকা, ইউরোপ-ভূখণ্ডে যেসকল স্থানে ম্যালেরিয়া অধিকাংশ হয়, তথায় কখনও ম্যালেরিয়া অধিকাংশ হইবে না। আসাম-বঙ্গ মধ্যপ্রদেশে অধিকাংশ ম্যালেরিয়া-জনক প্রকোপ দৃষ্ট হয়। বিহার-উড়িষ্যা পশ্চিমোত্তর-সংযুক্ত প্রদেশ-পাঞ্জাব-রাজপুতানা-গুজরাট-বোম্বাই প্রদেশে অল্পাধিক পরিমাণে ম্যালেরিয়া জনক প্রকোপ সচরাচর বিদ্যমান। পরন্তু জনসংখ্যাধিক্য-কারিণ অন্যান্য প্রকোপের ন্যায় ইহার কখনও পূর্ণ পূর্ণ অধিকার হয় না। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সিংহলদেশে বাহুল্যের সহিত মহামারী-রূপে ম্যালেরিয়া জ্বর প্রাদুর্ভাবের ন্যূনতর। অনেক বয়সে জন্মে পরন্তু প্রাণহর। আসামপ্রদেশস্থ নাতিশুষ্কাবস্থিতেও ব্রহ্মদেশ, প্রায়ই ম্যালেরিয়া-আবিমুক্ত হয়। টাইগ্রিস, ন্যাম্বেজ, কিলি, রাইন্ই ইত্যাদির বীপান্ বিহার সর্বে প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপান্ ম্যালেরিয়া আ পরিপূর্ণ হয়। এশিয়াভূখণ্ডে কেবল চীন মহাদেশেরই অধিকাংশ ম্যালেরিয়া অবিমুক্ত হয়। নাতাপি আধুনিক সর্ববিধ জ্ঞানবিজ্ঞানোপায় অন্বেষণ পরিপূর্ণ ইউরোপ মহাদেশেরও ম্যালেরিয়া অবিমুক্ত হয়। অত্যন্তকালাৎ পূর্বদেশ প্রেইরিটেরাম্বাভূখণ্ডেও ম্যালেরিয়াজনক প্রাদুর্ভাবের ন্যূনতর। পরন্তু অনুনৈ-দেশ বিরল এম। চলাতঃস্থানেসমূহ বহু-দেশবৎ। অধিকাংশ ম্যালেরিয়া অন্তর্দেশপতিতঃ হয়। তত্র স্পেন-পর্টুগাল-ইটালী ইত্যাদিদেশাঃ ম্যালে-রিয়া অল্পকালাৎ মুক্তা হয়। পরন্তু আফ্রিকা-মহাদেশস্থ পূর্ব-মধ্য-ভাগেসমূহ ম্যালেরিয়া অল্প প্রকোপো আসাম-বঙ্গদেশবৎ বর্ত্তত এম। আধুনিক বহু মহাদাঃ লীলাভূমৌ আমেরিকাভূখণ্ডেপি ন্যূনাধিক মধ্য কল্প ম্যালেরিয়া অল্পাবির্ভাবো হয়। কেবলমধ্যেসিসিপিদেশেসমূহ যেসেসু ম্যালেরিয়া অল্পো ন কদাপি বিস্তৃত এম, যথা রাকিমাম্বহাদেশস্তোত্তর ভাগঃ মাইবেরিয়া-কানাডা—আমেরিকাম্বাদেশ-স্তোত্তরভাগেসমূহ অবস্থিতা যেসা, অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-আমেরিকা মহাদেশস্থ দক্ষিণ মিস ভাগেসমূহ অবস্থিতঃ প্যাটাগোনিয়া ইত্যাদ্যো দেশসন্তি।

(ক্রমশঃ)

বাতব্যাধি (আক্ষেপ)

বৈদ্যাচার্য কবিরাজ শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র সেন, ভিষগ্রত্নাকর, কবিরত্ন

আজ আমীর সরকারের সাহায্য ও অস্ত্রপ্রপুষ্ট পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান সমগ্র দেশব্যাপী যে কোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে সেই মহাকোলাহলে কেন করিয়াও অমরেন্দ্রিত ও বিশিষ্টচিত্ত আয়ুর্বেদের ক্ষীণ ভক্ত যে সময় সময় কর্ণে প্রবেশ করে নিম্ন বর্ণিত একটী রোগীর চিকিৎসা বিবরণ হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

রোগিণীর বয়স ২২ বৎসর, উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে। রোগারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী ডিগ্রীধারী ডাক্তারদের সমাবেশ হয়। তাঁহারা সকল রোগিণীকে কলিকাতার একটী শ্রেষ্ঠ এ্যালোপ্যাথিক হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। সেখানে বিলাতী চিকিৎসকগণ বীতিমত আলোচনা করিয়া নানাবিধ যন্ত্রাদির সাহায্যে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। একদেশ

দিনব্যাপী মহামূল্য ঔষধ ও মহাপ্রাণ চিকিৎসকগণের নিরলস আপ্রাণ সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। চিকিৎসকগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন ও আত্মীয় স্বজনেরা হতাশ হইলেন। অবশেষে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাধীনে রোগী আরোগ্য করিয়া ৬।১।৪৯ তারিখে বেলা দশ ঘটিকায় হাসপাতালে বৈজয়ন্তীপুষ্পটি আরোগ্যনিকেতনে লইয়া আসেন। রোগিণীর প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতমাত্র একটী আশঙ্কার শ্লোক আমার মনে উদিত হইয়া গেল।

হস্ত ও বদনী সর্বাঙ্গ কুঞ্চিতরক্তোত্তিমাকৃতি ভয়াভিপরাণা মুহুর্মুহুর্হেঃ রোগিণীর আত্মীয় স্বজন কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আমরা বলিয়াছিলাম ইহা দুরারোগ্য ব্যাধি নহে, আপনারা চিন্তিত হইবেন না। আজই উপকার দেখিতে পাইবেন। ইহার আক্ষেপ (Convulsion) যাহাতে বন্ধ হয় তাহা আমরা করিব। ইহা শুনিয়া আমার আত্মীয় স্বজনগণ তখন আশ্বাসিত হইলেন বটে কিন্তু আমাদের চিকিৎসার সেইদিন রাত্রিতেই সেই ভয়ঙ্কর মুহুর্মুহু আক্ষেপ বন্ধ হইয়াছিল। এইবার আমরা রোগিণীর অবস্থা ও চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছি।

রোগিণী স্বভাবতঃ কৃশাঙ্গী স্বল্পভাষিণী চিন্তাশীলা ও অন্তর্মুখপ্রিয়া। মানিক অল্প মোলযোগ ছিল না এবং ব্যাধি আক্রমণের পূর্বে যে মানিক অল্প হইয়াছিল তাহাতে অত্যধিক স্রাব হইয়াছিল।

রোগারম্ভের পূর্বে রোগিণী রাত্রি জাগরণ করিয়া অত্যধিক অধ্যয়ন ও চিন্তা করিয়াছিলেন, একদিন রাত্রে আহার করেন নাই। এইজন্য শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয় এবং বাত্যা বোধ করেন।

দুই দিন এইভাবে চলার পর বাত্যা হয় এবং একটী পুরুষ বোধ করেন, তখন যা চোখে অন্ধকার দেখেন। এইভাবে একদিন পড়িয়া থাকেন, তারপর দিন বেশী হইতে থাকে এবং সময় সময় বাত্যা হস্ত পদ স্তম্ভিত হইতে থাকে। এতদবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, সেখানে একদিন দিন অতিবাহিত হইবার পর নিম্নতন অবস্থা লইয়া এই হাসপাতালে ভর্তি হন।

রোগিণীর সমস্ত শরীরে বাতে আক্রান্ত, প্রায় অবশভাব—মুহুর্মুহু ঘণ্টায় ২০ বার আক্ষেপ হয়। মুখ হইতে লালা নিঃসরণ, বাম নেত্র একটু উন্মীলিত, মাথায় তীব্র বেদনা ও ধমনীসমূহে প্রবল পীড়া অনুভূত হয়। রোগিণী কথা বলিবার চেষ্টা করিলে আক্ষেপ হয়, সর্বাঙ্গ অলঙ্কার কৃষ্ণ ও রুক্ষ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, নিদ্রার অবকাশ নাই।

সর্ববাতবিকারেষু রসরাজ প্রশস্যতে, সুতরাং প্রথমেই আমরা রসরাজ 'মৃগাঙ্ক মিশ্রির গুঁড়া সহ দিলাম। পরবর্তী কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলাম, তৈল ও দুগ্ধ প্রয়োগ ছাড়া এই বায়ুর প্রাবল্য কিছুতেই হ্রাস করা সম্ভব হইবে না। সেজন্য তৈল দুগ্ধ প্রয়োগ করা স্থির করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ মহাবাত্য মহানারায়ণ তৈল সমস্ত গায় অঙ্গে মালিশ করিয়া মাথায়লাই ও তৈলের লবণের সেকের ব্যবস্থা করা হইল। দেড় ঘণ্টা পরে দেখা গেল আক্ষেপ ঘণ্টায় ২০ বারের স্থলে ১৪ বার হইল ও বেদনা কিছু কম হইলে যেখানে ঐ মালিশ চলিল সেখানে বেদনা আরও কম হইল কিন্তু আক্ষেপ পূর্ববৎ বর্তিত হইল। রোগিণীর শিরোধূনি আরম্ভ হইল তখন রোগিণীর মস্তকে ও মাথায় বায়ুহরমহাতৈলের তৈল মালিশ করিতে দেওয়া হইল এবং পরে পুনরায় একটী রসরাজ রস দুগ্ধসহযোগে খাইতে দেওয়া হইল। এবার আশ্চর্যজনক ফল দেখা গেল। বায়ুহরমহাতৈলের তৈলের ফলশ্রুতি—সর্ববাতবিকারেষু বিশেষ "বায়ু আক্ষেপ সম্বন্ধে" বাহাকে বিশেষঃ। রোগিণী রাত্রি ১০টায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন এবং ভোর

৪ টায় ভাঁসিলেন। ডোজ ৬টা পর্যন্ত মাত্র ২ বার বহুকালীন আক্ষেপ হইয়াছিল। এখন অন্নের প্রাতে ছাগদুগ্ধ কুই গরম মুক্তদস্ত, অন্নবস্ত্র ও বৈকালে রসগ্রাস রস দুগ্ধ ও চিনিসহ এবং বায়ুজ্বরান্তকরস রৌদ্র সর্বাঙ্গে মালিসের ব্যবস্থা করিলাম। এই ব্যবস্থায় প্রথম দিন অর্থাৎ আমাদের চিকিৎসার দ্বিতীয় দিন ২৪ ঘণ্টায় ১১ বার আক্ষেপ, দ্বিতীয় দিবসে ৪ বার, তৃতীয় দিবসে সকাল সন্ধ্যায় মাত্রমাত্র ২ বার আক্ষেপ হইয়াছে, চতুর্থ দিবস হইতে আক্ষেপ সম্পূর্ণ বন্ধ হইল। রোগিণী উঠিয়া বসিলেন, অন্নে অন্নে হাঁটিতে লাগিলেন। পঞ্চম দিবসে রোগিণী হাঁটিতে লাগিলেন। এই ব্যবস্থায় তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং এখন একটি পুত্র আছেন।

জন্মরোগ

রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীবলাই কুমার মজুমদার, এম-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

রোগিণী শ্রীহারুবালা রায় চৌধুরী ত্রিপুরা-বাসিনী, অধুনা আসামপাড়োবাসিনী, বয়স ৩০, সুসাজী—বহুবর্ষ যাবৎ পেটে বায়ু, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্লোদ্গার, পেটে ব্যথা ও জ্বালা এবং শিরে, সর্বশরীরে জ্বালা, তদুপরি জন্মরে ঠাস্-ঠাস্ শব্দকরত ব্যথা ও অস্বস্তি বোধ, নিদ্রানাশ, চক্ষু লাল ইত্যাদি উপসর্গে আক্রান্ত।

"আমমাত্রে মারুতজে জন্মরং কুচ্ছতে তথা।
নির্যাতে চ জন্মরং ক্ষোট্যতে পাট্যতেঽন্তি চ।
কুক্ষোরাধ্মানচোষৌ স্যাৎ সৈন্ধিকে জন্মরক্রমঃ…
মাধব নিদানম্

উপসর্গগুলি উপলব্ধি করা যায় রোগিণী বহু বর্ষ পর্যন্ত অনুযোগে ভুগিতেছেন, তিনি তাহা স্বীকারও করিলেন। তাহার ফলে ক্রমান্বয়ে বায়ু ও পিত্ত প্রকুপিত হইয়া জন্মর ও শিরোরোগ, এমন কি, সর্বশরীরে বায়ুপিত্তজন্য উপসর্গ সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম অম্লিমন্দ্য, জন্মরে প্রকুপিতকে অগ্রাহ্য করিয়া দুইটী বর্ষাকাল জন্মর ও শির উভয়ই বিপন্নত হইয়াছিল এবং উপসর্গগুলি ক্রমঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

ডাক্তারী চিকিৎসা প্রথম হইতেই চলিয়াছে—সেই চিকিৎসায় মূল রোগ নির্মূল হয় নাই, বীজাণুবাদের সমর্থনকারীদের বীজাণুর অভাবে চিকিৎসাবিভ্রাট ঘটে। কেন না, সামগ্রিক চিকিৎসার মর্মন তাহাদের কাছে অবগতিই থাকে। বস্তুতঃ কোন রোগে ঔষধি বা ঔষধের একাদেশবর্ধিতা ও একনিষ্ঠ ফল হইতে পারে না। কোনও ঔষধের ফল যথানির্দিষ্ট স্থানে প্রতিফলিত হইলেও উহার সামগ্রিক একটা ফল আছে, তাহা সব সময়ে অবান্তর নয়। সেইজন্য ঔষধ প্রয়োগে রোগ চাপা দিয়া অন্য রোগ সৃষ্টি না করে অথবা অথবা প্রয়োগে কি অপপ্রয়োগে অন্য উপসর্গ সৃষ্টি করিয়া অন্য রোগে পরিণত না হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ দরকার।

ব্যবস্থা—১ম সপ্তাহে

১। মহিষাক্ষ ৪ রতি মাত্রা প্রাতে গরম জলসহ সেব্য।

২। ভাতবস্তু (প্রতি মাত্রা ভাত ৪ ছটি, মহুরার ২ ছটি) দুপুরে আহারান্তে অল্প মৌরি ভিজান জলসহ সেব্য।

৩। বাত্রীলৌহ

দুপুরে আহারের ৩০ মিঃ পূর্বে ও বৈকালে আদাকী ভিজান জল ও মধুসহ সেব্য।

৪। যোগেন্দ্ররস ৪ বটী ও অমৃতাদ্যবস ৪ বটী একত্রে ৭ মাত্রা, চিনির ১ মাত্রা সহ রাত্রে অমৃতারিষ্টসহ ৪ ছটি ও মধু ৮ ফোঁটাসহ সেব্য।

৫। মহাসুধাবটী

রাত্রে আহারান্তে দুধের অনুপান সেব্য।

এই ব্যবস্থায় দেখা গেল পেটের বায়ু ও বাথা কিছু হ্রাস পাইল সত্য, মাথার আলা ও জ্বরের ছুঁচারাঘাতসদৃশ শব্দ কমিল না, সর্বশরীরে জ্বালা রহিল, কোষ্ঠকাঠিন্য কিছুটা হ্রাস পাইল।

ব্যবস্থা—২য় সপ্তাহে

১। দ্রঃ ব্যাতচিন্তামণি ৪ বটী ও প্রবালপঞ্চামৃত ৪টী একত্রে ৭ মাত্রা।

প্রাতে ১ মাত্রা শতমূলীর রস ও মধুসহ সেব্য।

২। বিষ্ণুতৈলযোগ (বিষ্ণুতৈল ৩ ছটি, তাম্বুলপত্র ৩ ছটি, জল ২ ছটি যোগে) ১ মাত্রা দুপুরে অন্ন ও মৌরি ভিজান জলসহ সেব্য।

৩। বাত্রীলৌহ

দুপুরে আহারের ৩০ মিঃ পূর্বে ও বৈকালে আদাকী ভিজান জল ও মধুসহ সেব্য।

৪। দ্রঃ চন্দ্রমূর্তি

সন্ধ্যাকালে ত্রিফলার জল ও মধুসহ সেব্য।

৫। মহাসুধাবটী

রাত্রে আহারান্তে দুধের অনুপান সেব্য।

৬। দ্রঃ বিষ্ণুতৈল প্রাতে মস্তকে ও পেটে মর্দন ও পরে স্নান করিতে হইবে

ইহাতে অম্ল, কোষ্ঠকাঠিন্য, দুর্বের শর্ত, জ্বালা ও বিরোদ্ভূমি কমিল।

তৃতীয় সপ্তাহ পূর্বের ব্যবস্থামতই চলিল। শুধু ক্ষীরপাকবিধি অনুসারে গোরুরদুধে, আর মুখে পুরাতন ঘৃত মালিশ করিতে দেওয়া হইল।

এইরূপে আরও ৩ সপ্তাহ চলিল, ডায়াবেটোসের আক্রিমণ্য ও উপসর্গগুলি কমিয়া গেল। ১, ২, ৩, ৪ নং ঔষধ সেবন ও তৈল মাখার বর্জনের জন্য বলা হইল। মিষ্টি ও অম্ল, কষায় ও কটু দ্রব্য যতদূর সম্ভব এড়ান হইয়াছে।

পথ্য—যবাযবই প্রাতে রুটি ও চিনি বা মুড়ি নারিকেল কোরা ও গুড়সহ চিনি।

দুপুরে—চিনি ও পুরাতন চাল, মাছ—ঘি, কই, ছোট কই-কাতল, মাগুর, তরকারী—কাঁচা কলা, ঝিঙ্গা, ঝিঙ্গে, কাঁচা পটলপাতা, থানকুনি পাতা মসলা—জিরা ও গোলমরিচ, একটু চরিত্রা, কাঁচা লঙ্কা। নামমাত্র ১টি কি ২টি থাকিবে। দুধ খাওয়া অভ্যাস ছিল, তাই এখনি দুধ বা ক্ষীরপাকবিধি অনুসারে /০ দুধ দেওয়া হইত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : যে যে দেশের লোক তাহাকে সেই দেশের খাদ্যই দিতে হইবে—উহা তাহার অভ্যাসমত ও দেশকালপাত্রানুসারে সহজ হয়। আর অন্য দেশের খাদ্যও বহুদিন গ্রহণ করায় সাত্ম্য (প্রকৃতিগত) হইতে পারে ব্যক্তির জীবনে যদি তাহা দেশ ও কাল অনুযায়ী হয়। অন্য দেশের কথা যে যুক্তিসঙ্গত, এখন কি, এক ভারতবর্ষেরই বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্য ও আহার ব্যবস্থার জন্য পার্থক্য বিভিন্ন জলবায়ুর জন্য—তদনুযায়ী মানসিক ও দৈহিক বৃদ্ধি, আহার ও আচার, ধর্মিতে কি, বাঙ্গলা কোথায় সংস্কৃতির বিভিন্নতা

পরিলক্ষিত হয়। জলবায়ু, আহার আচার ও পরিবেশের সঙ্গে বিদ্যা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং রোগীর জন্য পথ্যাদির কিছু পরিবর্তন করিলেও স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের যাহা ভাল লাগে তাহার জন্য নয়, তাহার মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ও বটে, মোটের উপর ধাতুপুষ্টি, রোগের ও রিপুগণের সমতা মন ও আত্মার উন্নতিসাধনের জন্যও।

স্বাস্থ্য আয়ুর্বেদের ইতিহাস

আয়ুর্বেদ প্রশক্তি বা প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা বিদ্যা

পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাস শর্মা, বৈদ্যশাস্ত্রী

সুদূর অতীতকাল হইতেই "ভারতবর্ষ" চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সুদূরস্থ মানব সমাজ-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্যক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে মানব দেহকে সুস্থ ও নিরাময় রাখিয়া পারমার্থিক ও ব্যবহারিক জগতে মানব দীর্ঘায়ু হইয়া সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে পারে, প্রাচীন "ঋষিগণ" ভারতীয়-আর্য-সমাজে তাহার সুষ্ঠু বিধান করিয়াছিলেন। একদিন মহারাজ ভগীরথ যেমন তপস্যা করিয়া দেব লোক হইতে পতিত পাবনী সুরধুনী গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করিয়া আর্য ভারতকে পুণ্যপূত করিয়াছিলেন এবং জনপদ সমূহকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া আত্মিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভারতের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি মহামনা ঋষিগণ মর্ত্যবাসী জীবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া স্বর্গ লোক হইতেও অমৃত সঞ্জীবিনী আয়ুর্বেদ বিদ্যার অমৃত ঘট বহন করিয়া এই মর্ত্যলোকের জীবনপ্রদ আয়ুর্বেদ বিদ্যা পরিবেশনকল্পে ঋষি জীবনের তপস্যাকে সফল করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অন্য দিকে, তেপস্যাপরায়ণ ঋষিগণ ঋষিত্বের মহত্ত্ব সমাজকে সম্বল সরবরাহ ও ব্যাধিতের ব্যাধিমুক্তির নিরন্তর ও তেপস্যাপূতমন্ত্রিত জীর্ণ বাক্যের সরবরাহ অর্থাৎ ঔষধ ও বাক্যৌষধ ব্যবহারবিধি প্রভৃতি যথাযোগ্য বিধান প্রয়োগ করিয়া আত্মাবান জনপদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

যে রাষ্ট্রের জনপদ আত্মাবান সেই রাষ্ট্রই সমৃদ্ধ রাষ্ট্র। সেখানে অকাল মৃত্যু, শিশু মৃত্যু, সংক্রামক ব্যাধিসমূহের (জনপদ ধ্বংসী রোগ সমূহের) হার অত্যন্ত কম, সেই জনপদই "সুখী জনপদ" তাহাকেই রামরাজ্য বলিয়া অভিহিত করা যায়। তাই রামায়ণে দেখি অকাল মৃত্যুর জন্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে প্রজাসাধারণের নিকট জবাবদিহি করিতে হইয়াছিল।

জনহিতকর বিবিধ বিধানে রাষ্ট্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষার আদর্শ, বহুবিধানে চিকিৎসার ব্যবস্থা -রোগরক্ষার সূচিকা চিকিৎসা, গর্ভব্যাধিনাশন, আতুরঘর পরীক্ষা, সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের বন্দোবস্ত, বাক্য অন্ন জনপদের স্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে বিবিধ প্রয়াস, বিষ-পরীক্ষা, সর্পবিষ প্রতিকার প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিলে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় প্রাচীন বিশাল ভারতে কি প্রকার সুষ্ঠু বিধিবিধানে চিকিৎসা বিধান সমূহ প্রবর্তিত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে সমুন্নত, (আদিশ্রেষ্ঠ) এক স্বাস্থ্যবান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

বর্তমান ভারতবর্ষের জনীয়াশক্তি জাগ্রত। রাষ্ট্রীয় চেতনাই জনসাধারণকে সর্ববিষয়ে সচেতন করে। রাষ্ট্রীয় চেতনা যখন বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তখনই "স্বরাজনীতি" বিচিত্র হইয়া পড়ে, যাহার ফলে জাতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, পূর্বপুরুষাচরিতগণের প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানরাশি যাহা জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল, যাহা সুসংস্কৃত হইলে জাতির অভ্যুদয় হয় তাহা অর্থাৎ ভারতীয় সত্তা বর্তমান রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে আত্মাশ্রিত শক্তির (অর্থাৎ জড় বিজ্ঞানের) বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুকূল শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রাচীন ভারতের মৃত ও মুমূর্ষ শক্তিকে জাগ্রত করিয়া আমার নব জাগ্রত ভারতকে নূতন ভাবে গঠন করিতে হইবে। আজ প্রাচীন ভারতের বাহ্যাভ্যন্তরিক পুঙ্খানুপুঙ্খ সাংস্কৃতিক ভাবধারা সারা বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে যারা ভারতের, বিশেষ করিয়া সমগ্র বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানের জননী স্বরূপা ছিল, সেই ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান, কিভাবে সমগ্র জগৎকে পরিবেশন করিয়াছিল এবং তাহার চিকিৎসা বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হইয়া বর্তমান রাষ্ট্রগঠন করিয়াছিল, অতি সংক্ষেপে তাহার একটি পর্যালোচনা করা অত্যন্ত সময়োপযোগী বলিয়া বোধকরি। তাই দেশবাসীর সম্মুখে সাধারণ ভাবে "আয়ুর্বেদ প্রসঙ্গ" উপস্থিত করিলাম। মূল বক্তব্যের মূল কথা সংক্ষেপে বলাই বাহুল্য।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস "পাশ্চাত্য জগতের" চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদি জন্মভূমি গ্রীসদেশ। কিন্তু কোনও কোনও পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া বিশ্বয় বিমুগ্ধ হইয়াছেন। গ্রীসের পুরাতত্ত্ব আলোচনায় এই প্রতিপন্ন হয়, চিকিৎসা-শাস্ত্রে গ্রীসের অভিজ্ঞতার মূল—এই ভারতবর্ষ। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—শিক্ষিত গ্রীকগণ শিক্ষালাভের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণগণ অমানুষিক ধৈর্যসহকারে শিক্ষা দান করিয়া দিতেন। গ্রীসদেশীয় প্রসিদ্ধ চৈতন্যবিৎ "হিপোক্রাটিস্" খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের মৌলিকত্ব বর্ণনে বিস্মিত হইয়াছিলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানবিশারদ ডাক্তার "হেলে" ও "ওয়াইজ" এবং প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ "ওয়েবার", "এইচ উইলসন" "সার উইলিয়ম হাণ্টার" প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হিন্দু জাতির চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রাচীন ভারতের মৌলিকত্ব বিষয়ে সকল সন্দেহ বিদূরীত হয়। প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন রোম সকলেই চিকিৎসা বিষয়ে প্রাচীন ভারতের নিকট ঋণী, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বাগদাদের খলিফা "হারুণ অল-রসিদ" হিন্দু চিকিৎসকগণের বিশেষ সম্মান করিতেন। আরবী ভাষায় লিখিত সরকারী কাগজপত্রে দেখা যায়—হারুণ-অল-রসিদের রাজধানীতে বহুসংখ্যক হিন্দু চিকিৎসক প্রধান চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, তাহাদের নাম—মানাক ও সালে। তাঁহারা খলিফার পীড়া শান্তি করিয়া বিশেষ সম্মানী হন এবং খলিফা তাঁহাদিগকে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত করেন। খলিফার উৎসাহে ও উদ্যোগে চরক, সুশ্রুত, অষ্টাঙ্গ হৃদয় এবং নিদান প্রভৃতি গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুদিত হয়। আরবকে কেন্দ্র করিয়াই পরবর্তীকালে গ্রীস ও রোম প্রভৃতি সমস্ত ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের দীক্ষা গ্রহণ করে। ইউনানি চিকিৎসার মূলও এই ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান।

বর্তমান সময়ের চরক, সুশ্রুত ও অষ্টাঙ্গ হৃদয় রোগ বিনিশ্চয় গ্রন্থ-নিদান প্রভৃতি চিকিৎসাগ্রন্থ সমূহ সমগ্র জগতে চিকিৎসা বিষয়ে প্রাচীন ভারতের হিন্দুজাতির গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

হিন্দু শাস্ত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান

চিকিৎসা বিজ্ঞান যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, শাস্ত্র গ্রন্থাদি আলোচনায় তাহা সপ্রমাণ হয়।

বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সংহিতা, পুরাণ, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি সর্বত্রই চিকিৎসাবিজ্ঞানে ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বিদ্যমান। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন হইলে লৌহ কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা তাহাস্থান পূরণ করা হইত, বেদে তাহার উল্লেখ আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে কীদৃশ পারদর্শিতা লাভ হইলে এইরূপ শুশ্রূষাবিষয়ক অস্ত্রচিকিৎসার সম্ভাবনা করা যাইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয় হয়।

বেদের প্রথম মণ্ডলে ষোড়শাধিক শতসংখ্যক সূক্তের পঞ্চদশ ঋকে এই ব্যবচ্ছেদ প্রণালীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা সেই ঋক উদ্ধৃত হইল,—

পরিক্ষি হি বেরিষাজেদি পর্ষন্ আরা
ষেসশ্চ পরিতক্ম্যায়াম্।
সদ্যো জংঘায়াবতরী বিশপলায়ৈ ধনে হিতে
সমরে প্রধনেষু॥"

উপরিউক্ত সায়ণভাষ্য প্রমাণে হয়ত গ্রন্থ বিশেষ কথা বহুবৈয়াকরণিক প্রক্রোশনিবন্ধনাদি অর্থাৎ শিল্পনাবকৃত উক্ত উপনিষদে জীবের বিজয়ের জন্য হয় এবং গর্ভস্থ শিশু ও ভ্রূণের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও পুষ্টির হওয়ার এবং জীব দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বর্ণনা অতি চমৎকার ভাবে বর্ণিত আছে। মহাভারতের আদিপর্বে ৪২ অধ্যায়ে পরীক্ষিতের সর্পদংশনের বিষয় উল্লিখিত আছে। সর্পদংশন নিবারণের জন্য সেখানে বিষচিকিৎসাবিদ্যাবিশারদ বিষবৈদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমার তীর্থপথে দেখিতে পাই - তীর্থ এক সময় যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। অস্ত্রচিকিৎসাবিশারদ চিকিৎসকের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার বিশেষ সুব্যবস্থা হইয়াছিল। যখন আরোগ্য তীর্থ পদব্রজগামী হইলেন, তখন পর অধ্যায়ী তীর্থের চিকিৎসাব্যবস্থাবিষয়ে মহাভারতের তীর্থপথের ১২১ম অধ্যায় বর্ণনা আছে

মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে অস্ত্রচিকিৎসার বিষয় উল্লিখিত আছে। যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতেও হিন্দুগণের চিকিৎসাবিজ্ঞানবিষয়ে পারদর্শিতার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। সুশ্রুতসংহিতায়ও ক্ষেত্রাদির উল্লেখ আছে। সুশ্রুতের প্রতিপন্ন হয়, প্রাচীনকালে হিন্দুগণ চিকিৎসাবিজ্ঞানে ও শৈল্যতন্ত্রে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক প্রাচীনকালের বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধযুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে "ভারতবর্ষ যবনীকৃতকালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।" বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে তাৎকালিক দুইটী বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে একটী তক্ষশীলায়, অপরটী বারাণসীধামে অবস্থিত ছিল। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচনা বিশেষভাবে চলিয়াছিল

"অবিশ্ব" নামক বৌদ্ধগ্রন্থে প্রকাশ—বুদ্ধদেবের সমকক্ষ "জীবক" চিকিৎসাবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি অস্ত্রচিকিৎসা-শল্য-শালাক্য-অঙ্গ

চিকিৎসায় প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। বুদ্ধদেবের সময় সম্বন্ধে বা তাঁহার কিছু পূর্বে "নাগার্জুন" তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন। কথিত হয়, "জীবক তাঁহার নিকট চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং খ্রীঃপূর্বেও ভারতবর্ষ চিকিৎসাবিদ্যায় অতি শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সুশ্রুত-সংহিতায় চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রধান অঙ্গ অস্ত্রচিকিৎসা। কথিত হয়, কাশীর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাশীরাজ বিদ্যার্থীদিগকে "সুশ্রুত" শিক্ষা দিতেন।

বৌদ্ধদিগের বিনয় পিটকাদি গ্রন্থেও ভিক্ষুজাতির চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিষয়ক শ্রেষ্ঠ বিধানসমূহ রহিয়াছে।

বাহ্যিক বিশেষ ব্যবস্থা সমূহের মধ্যে চিকিৎসা-জ্ঞান-লাভ রাষ্ট্রের একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিভাগ। সে বিভাগ সমুন্নত না হইলে রাষ্ট্রের জনগণ সুস্থ ও নীরোগ থাকিতে পারে না। তাই রাষ্ট্রনিয়ামক রাজা বা রাষ্ট্র পরিচালক বিশেষ প্রতিধানসহকারে চিকিৎসা বিজ্ঞান সংস্থার সম্পূর্ণরূপে বিধিব্যবস্থায় তার প্রকৃতরূপ চিকিৎসা বিজ্ঞানের কার্যসমূহ পরিচালনা করিতেন। ক্রমান্বয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিধিব্যবস্থাসমূহ ভারতবর্ষে কি রকম উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আলোচনার বিষয় আছে। শ্রীশ্রীভগবানের কৃপায়, আশা করি, পরবর্তী সংখ্যায় অবশ্যিষ্টাংশ প্রকাশ করিতে পারিব। আমরা ঐতিহাসিক নহি, তাই বিশেষ চেষ্টা করিয়া আমাদের তথ্যাবলী সংগ্রহ করিতে হয়, বিশেষতঃ যেহেতুই এই গুরু বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে হইল বলিয়া অনেক বিষয় সংযোজন করিয়া একটা বিষয়সমূহ প্রদান করিবেন।

(ক্রমশঃ)

চরকের মনোবীক্ষণের রূপ-রেখা

কবিরাজ শ্রীযুক্ত ভৈরব চন্দ্র শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ

'আয়ুর্বেদ ভারতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মহাশয়কে কি ভাষায় শ্রদ্ধা জানালে যথার্থ হবে জানা নাই। বর্তমান বাংলার তরুণ প্রবীণদের মনের পরিবেশ এমনি হ'য়েছে যে এই পত্রিকার মূল্যবান প্রবন্ধগুলি তাঁদের পড়বার ধৈর্য কিংবা কিছু চিন্তা করার আয়োজন আছে এমন আশা করার আকাঙ্ক্ষাও যেন আকাশ কুসুম। তবুও পরম বিজ্ঞ কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ মহাশয়ের এই-এ, আয়ুর্বেদাচার্য মহাশয় বিশেষ ধন্যবাদ স্বীকার করে, অবিলম্বে আয়ুর্বেদের জন্য, আয়ুর্বেদের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সহজ মুষ্টিযোগমাত্র এই পত্রিকায় প্রকাশ করে কিছু পরলা আমাদের কবি কিনির ঘাটতি নাই। অজস্র ধন্যবাদ তাঁকে। এই পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নাই যেখানের কোন একটী সংস্কৃতি স্থাপনের জন্য এই আয়ুর্বেদের যত গভীর হত নাই পর্যন্ত প্রত্যেকে অবশ্যই আছে, কারণ আয়ুর্বেদ কেবল মানবের চিকিৎসা শাস্ত্রের অতিরিক্ত নয়, সমাজবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, মনস্তত্ত্বের জীবন প্রণালী, ভৈষজ, মানবের ইহলোক পরলোক জ্ঞান,

বৈরাগ্য, বিবেক আত্মদর্শন, পরমাণুতত্ত্ব, তর্কবিদ্যা, শারীর পরিচয়, আনুমিজ্ঞান, ঘাবিজ্ঞান, বিষ-অগ্নি জ্ঞান, বিশ্বের গতি প্রকৃতির অঙ্ক-স্থিতি, পরিবাম, স্থানভেদে মানবের প্রকৃতি, রীতি প্রভৃতি ইত্যাদি কত যে তত্ত্ব এবং তথ্যের সন্ধান আয়ুর্বেদ বিশ্লেষণে দুচারটি প্রবন্ধ লিখে তার বর্ণনা করা যাবে না।

আয়ুর্বেদের যানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়প্রসঙ্গে সংহিতা আর সুশ্রুত সংহিতা। বলা চলে, এ দুটী সংহিতা আয়ুর্বেদের সূচীপত্র। সে দুটির সূচনাগুলি পড়ার সৌভাগ্যই এযুগের বিশে সবার হয় না, তাতে আবার মুস্কোধ্যতাই বিদ্যা! কবিরাজী পুস্তকে মনঃস্তত্ত্বের বিদ্যা আছে না কি? এ গ্রন্থ পড়লে 'আমার মানসিক' রোগের চিকিৎসা করা যায় না কি? কবিরাজী বইয়ে কি ফ্রয়েড বিশ্লেষণ করার পথ নির্দেশ করা আছে? এমনি কত রকমের উপহাস কথা যে শোনা যায়, তা কিন্তু কবিরাজের বেশ শোনা আছে। তাই বলছিলাম অন্যের কবিরাজ মহাশয়দের মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ। তিনি আয়ুর্বেদের গৌরব প্রকাশের জন্য এই পত্রিকায় আয়ুর্বেদের মনঃসমীক্ষা বিষয়টির আলোচনার অবসর দিয়েছেন। আমরাও সংক্ষেপে যথাযথিকক্রমে "চরকের মনোবীক্ষণের ছন্দরেখা" শিরোনামে আর একটি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করছি। গত বৈশাখের সংখ্যায় "মনের গতির আসক্তি" সম্বন্ধে বলেছি—এবার বলি তার আর একটু খোলার কথা। চিকিৎসক যখন ব্যাধির প্রতিকার প্রয়াসী হন, তিনি জ্ঞানের শরীরের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, প্রাণসত্ত্ব, বৃত্তি পুষ্টি, উৎসাহ আর বিকার জানাই তো তাঁর সকল নয়, সবার ওপরে আছে "মনোবীক্ষণ," কারণ "ব্যক্তি ব্যধিপি মনসৌপলাধিকম্"—মন দিয়েই দৈহিক রোগের পরিচয় জানা যায়। মনই তো শরীর আর রোগের সেতুবন্ধন। "অরীরোগিলম্বাতি " মনই তো দেহের কষ্ট বলে দেবে, মনই তো প্রাণের সুখ দুঃখ বলে দেবে, মনই তো ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি বিকৃতির কথাগুলি জানিয়ে দেবে—মন যে দেহ আর আত্মার যোজক। মন থাকলেই বাঁচা, আর মন না থাকলেই মরার সামিল।

"মনাধীনঃ প্রমোদস্তু মনসিস্তিরলাম্বতি"
প্রহর্ষঃ মন ইত্যভিধীয়তে।"

অতএব জানও একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য। সে অণু এবং বিভু। অণুত্ব আর একত্ব তার দুটি গুণ। জ্ঞান আর জ্ঞানের অভাব এই দুই দিয়ে মনের অস্তিত্ব জানা যায়। চিন্তা, বিচার, তর্ক, সন্দেহ, ভেদ, পরিচয় এই নিয়েই মন দিবারাত্রি কাটায়। বুদ্ধির অস্তিত্ব মন থাকিয়েই হয়। নয়তো তাও নাই।

লক্ষণং মনসোজ্ঞানস্তাভাবো তার এব বা।
সতি জ্ঞেন্দ্রিয়ার্থানাং সন্নিকর্ষেন বর্ত্ততে।
বৈদূর্য্যস্যেনসো জ্ঞানং সান্নিধ্যাৎ তস্য বর্ত্ততে।
অনুত্বমস্য বৈকল্যং যৌ গুণৌ মনসঃ স্মৃতৌ।
চিন্তা বিচারো সুহৃত যোঃ সংকল্পস্যেব চ।
যদ্বিকিঞ্চিৎ মনসো জ্ঞেয়ং তৎসর্ব্বং তুর্যসংজ্ঞকম্।

ইত্যাদি (চরক-শারীর)

অতএব মানুষের সমস্ত পরিচয়টা এবং রোগের বিজ্ঞানের মন দিয়েই হয় বলি মনের সুস্থতা আগে। আর মনও যদি ব্যাধিগ্রস্ত হয় তবে তারও পরিচয় জানা চাই, ব্যাধির গতি প্রকৃতিও জানা চাই। মনের গুণ তিনটি গুণে - সত্ত্ব, রজ, তম। ব্যাধি তার এগারটি।

দেহের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, আর মনের ক্রিয়া প্রক্রিয়া আলাদা অথচ পরস্পর জড়াজড়ি। আধি বিপুল অস্তিত্ব বিকাশ মনের মাঝে। কিন্তু বিকার দেখা দিলে দেহের উপর ঝোঁক যাবেই, ব্যাধুত্বের কম্পন হবেই। রোগের বিকার হলেই দেখি,

চক্ষুদ্বারাদির, দেহের উপাদান দেখা দেবেই। আবার দুঃখে ভালবাসায় ঘৃণায় অনুরাগে মনের পরিচয় পাওয়া যায়, ব্যক্তির ব্যবহারে তার দেহের স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াদিও। এ জন্যেই মন তাই সর্বথাই প্রতিক্রিয়াশীল—

"প্রভূতিভাস্ত প্রকোপন বিশেষাৎ প্রত্যাবিশেষাৎ চ
বিকল্পিবিশেষাৎ প্রকৃতিবিবৃদ্ধিশ্চ মনসিদৃশ্যতে।
বিকারা পংস্পরমনুবর্তমানা ভাবান্তরে অবাবতন্ত।
একাবিষ্টমনানাং প্রতিপাদঃ সংসর্গো বা সমানগুণযোগো হি মূর্তীনাং সমানাঃ। (চরক—বিমান)

তাই বিজ্ঞানী কবিরাজ মনে করেন একজন পরিপূর্ণ আয়ুর্বেদজ্ঞ হতে হলে তাঁকে মনোবিজ্ঞানেও আয়ত্ত করতে হয়। আয়ুর্বেদ সে পথ দেখিয়েছে। চরক তার নির্দেশও করেছেন। মনের ধর্ম, মনের বিকার, মনের পরিণতি, এ তিনটি একজন কবিরাজের পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য। এ তিনটি জানা মনোবিজ্ঞানবিদ্যালাভ, অর্থাৎ ব্যক্তি-মানসের জ্ঞানের বিভিন্ন বিধি, ক্রিয়া, অনুভূতি, আবেগ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, নানাবিধ রূপ এবং তার সঙ্গে শরীরের ক্রিয়াযোগাদির। মহামুনি চরক এই মনোবিজ্ঞান বিশ্লেষণের প্রকাশ করেছেন তাঁর সংহিতা গ্রন্থের সূত্রস্থানে, বিমান স্থানে আর শারীর-স্থানে। প্রথম সাধারণ মনোবিজ্ঞান (জেনারেল সাইকোলজি) অর্থাৎ সুস্থ ও পরিণত বয়স মানুষের মনের সাধারণ অবস্থা ও প্রক্রিয়া। মনোবিজ্ঞানে আছে—(১) বিকৃত মনের বিজ্ঞান (এ্যাবনর্মাল সাইকোলজি) অর্থাৎ অসুস্থ মনের আলোচনা করে মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক মন সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান, মনের বিকৃতির নানা ধরণ প্রকৃতি, (২) শারীর মনোবিজ্ঞান (ফিজিওলাজি সাইকোলজি) অর্থাৎ শরীরের যে অংশ খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে মনের নানা প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত, যেমন মস্তিষ্ক, স্নায়ুমণ্ডলী, শরীরের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম, ক্রিয়া এবং প্রকৃতি, (৩) শিশু মনোবিজ্ঞান, অর্থাৎ শিশুমনের বিকাশ ও পরিণতি, (৪) স্বপ্নবিজ্ঞান, (৫) আত্মদর্শন, (৬) স্মরবিজ্ঞান, (৭) আকৃতি বিজ্ঞান।

আর বিজ্ঞান স্থানে আছে—(১) পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজি) অর্থাৎ বাহ্যিক কিংবা দেহগত ক্রিয়া ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মনের কিরূপ পরিবর্তন হয়, পরিবেশ বা সংসর্গ প্রভাবে মনের প্রতিবিধি কতদূর পরিবর্তিত হয়, কি কি শুনলে, দেখলে, শুঁকলে, ছুলে, খেলে, করলে, গেলে, পড়লে, ভাবলে, উপভোগ করলে মনের কেমন অবস্থা হয়;

(২) তুলনামূলক মনোবিজ্ঞান (কম্পারেটিভ সাইকোলজি) অর্থাৎ মানুষের কোন প্রাণীর সঙ্গে এক একটি মনের লক্ষণ সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য, অথবা মানুষের জীবনের সঙ্গে কোন স্তরে পশু মানুষের মনের তুলনা করা যায়;

(৩) সামাজিক মনোবিজ্ঞান (সোসিয়াল মনোবিজ্ঞান) অর্থাৎ সমাজের নানা পরিবেশে ব্যক্তি মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া কি ভাবে সৃষ্ট হয়, সংসার গড়ে ওঠে কিভাবে, নূতন সমস্যা এলে মানুষের মন কিভাবে ছুটি পায়, কেন হয়, কি তার প্রতিক্রিয়া, কিসে তার পরিণতি, পরিবেশের চিন্তায় মানুষের মন কেন ডুবে যায়, কি করে তার থেকে মুক্ত হয়, একভাবে দাস করে কেমন করে অন্যভাবে পরিবর্তিত হয় (প্রতিপাদ কম্-সেন্সুস্) ইত্যাদি;

(৪) মনঃসমীক্ষা মনোবিজ্ঞান (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি) অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মন অপরের মন জানার উপযোগী, একটি ব্যক্তি মন কতখানি সুস্থ

আয়ুর্বেদ অপর একটি সুস্থ কিংবা অসুস্থ মনের পরিচয়, ব্যবহার, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া জানার অধিকারী ;

(৫) এছাড়া আছে মনোবীক্ষার দুটি পথ—এক বহির্দর্শন আর অন্তর্দর্শন—বহির্দর্শন অর্থাৎ ক্রোধ, লোভ ঈর্ষা প্রভৃতিতে মনের বিকার যেমন বাইরে পরিস্ফুট হয়, তেমনি সুখ আনন্দ বাসনা, বৈরাগ্য, নিরাসক্তি, নির্লোভ, ত্যাগ, দয়া, সরলতা, ঋজুতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে মনের অন্তর অবস্থিতির কি হয়, তারও পরিচয় জানতে হয়।

চক্ষুর মনোবীক্ষণ বিদ্যা সুশ্রুত অপেক্ষা বিষদ। এই মনোবীক্ষণ বিদ্যাই পরবর্তী যুগে যোগবিদ্যা, নাড়ীবিজ্ঞান, হঠযোগ, স্বরোদয় ইত্যাদি বিভিন্ন নামে আমাদের কাছে পরিচিত। সাহিত্যের ধর্ম, অলংকার, ধ্বনি ইত্যাদিও মনোবীক্ষণ বিদ্যার এক একটি দিক। সেই হিসাবে, কেন না বলবো, চরক ও সুশ্রুতের কালাতীত বিদ্যার প্রভাবেই বিশ্বের মানবকুল আজ মুখরা হয়েছে।

মানবীয় লেখকের চরকের অবস্থানিক বিশ্লেষণ বিশেষ তথ্যপূর্ণ ও তথ্যবাহী হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচনার অবসর রহিয়াছে। পূর্ণাঙ্গ সমস্ত তথ্য সংকলন করিয়া প্রকাশ করিলে আয়ুর্বেদের গৌরব ও লোকশিক্ষা বৃদ্ধি পাইবে। এই দিকে তাঁহাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—প্রতিষ্ঠান-সম্পাদক

আয়ুর্বেদের সূক্তি

(পুনরাবৃত্তি)

প্রাণাচার্য

২২। উভাবেতাবনিপুণাবসমর্থৌ পরাপরি।
অন্ধৌ বধিরাবেতাবেকপক্ষাবিবক্ষিতৌ।
সু—৪র্থ অঃ+১৮ শ্লোঃ

যারা নিজ নিজ কর্মে উভয় ক্ষেত্রে (শাস্ত্র ও ব্যবহারিক জ্ঞান) অনিপুণ ও অসমর্থ বা অর্ধজ্ঞানবিশিষ্ট ও অর্ধকর্মঠ তারা এক পঙ্গুবিশিষ্ট বিহঙ্গের মত।

২৩। ওষধোপকরণজ্ঞস্তু শস্ত্রাগ্নিবিষযোগবিৎ।
ভবত্যাতৈকপক্ষস্তু ভারুণ্ডো বিহগৌ যথা।
সু—৩য় অঃ+১৯ শ্লোঃ

ওষধি (গাছগাছড়া) অস্ত্রকর্ম ভিন্ন অন্য চিকিৎসকের দ্বারা ব্যবহৃত হইলে শস্ত্র অগ্নি ও বিষের মত হয় ; সুতরাং উভয়কেই বর্জন করিবে (জ্ঞানযুক্ত ও কর্মঠ)।

২৪। স্নেহাদিষ্বভিষিক্তো যঃ স্নেহাদিষু চ কর্মসু।
স নিষ্ঠিতে জয়ং লোকাৎ ভূষৈস্যোরুপসেবয়া।
সু—৩য় অঃ+২০ শ্লোঃ

যে স্নেহাদি ও স্নেহাভিষেকে অভিজ্ঞ সেই ভূষৈষ্য রাজার সেবে লোকহেতু লোকের প্রাণ রক্ষা করে।

২৫। যস্তু জ্ঞানবান্ ভিষগ্বান স সমর্থোঽর্থসাধনে।
আয়ুষে কর্ম নির্বোঢ়ুং ছিদ্রঘ্নঃ সাধনো যথা।
সু—৩য় অঃ+২১ শ্লোঃ

যে উভয়জ্ঞ (শাস্ত্রজ্ঞ ও কর্মজ্ঞ) ও বুদ্ধিমান সে আরোগ্যকরণে সমর্থ যেমন সমরে ছিদ্রঘ্ন রথ কর্মপ্রবর্তনে সমর্থ হয়।

২৬। শুচিশুক্লপরো দক্ষস্তত্ত্বাভিনিবেশবিৎ।
পঠেদেতেন বিধিনা শিষ্যঃ শাস্ত্রমুপায়তঃ।
সু—৩য় অঃ+২১ শ্লোঃ

যে কিছু যুক্তিসঙ্গত, শুদ্ধতত্ত্বিপরায়ণ, নিপুণ ও অভ্রান্তবিজ্ঞানবিষয়ক হইয়া যথাবিধি পাঠাভ্যাস করে সে সমগ্র শাস্ত্রপারঙ্গম হয় (অতিরিক্ত বিস্তার কথাই এখানে বলা হইয়াছে)।

২৭। যথা বরুক্তবনবাসী ভারদ্বাজো বহু চক্রমস্য। এবং হি শাস্ত্রাণি বহুকরীত্য তর্কেণ যুক্তঃ পরমর্ষয়স্তি।

মু—৪র্থ অঃ+৩ শ্লোঃ

যেমন চক্রনবাসী গর্গচ যোগের বিষয় জানে তেমন বহু শাস্ত্র পাঠ করে কিন্তু তাহার অর্থবোধ নাই এমন লোক গর্গের মতই শাস্ত্র বহন করে।

২৮। সর্বজ্ঞ সর্বতাবাদ্যা সামান্যা বুদ্ধিকারণম্।
হ্রাসহেতুবিশেষস্ত প্রকৃতিস্বরূপম্।

চরক—১ম অঃ+১৮ শ্লোঃ

ব্রহ্মাদিদের সমানত্বই তাহাদের বুদ্ধির কারণ, আর তাহাদিগের অসমানতা হ্রাসের কারণ। ইহা শারীরিক, মানসিক ও বাহ্য বিবিধ অবস্থার প্রতি প্রযুক্ত, যথা স্নিগ্ধ দ্রব্যে স্নেহবৃদ্ধি, শোক লাঘবে চিত্তবৃদ্ধি, শীতলগুণবিশিষ্ট বায়ুর শীতকালে বৃদ্ধি হয়। অন্যপক্ষে স্নিগ্ধ গুণবিশিষ্ট স্নেহ রুক্ষ দ্রব্যাদেবনে হ্রাস পায়। (ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর সংস্কার

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান সংসারকে কোথাকার করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের যাহা ভাল লাগে, আমাদের নিকট যাহা গ্রহণীয়, তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। যাহা কিছু করি, তাহার একটা বৈজ্ঞানিক কৈফিয়ৎ চাই। ইহা না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের নিজেদের কাছেই নিজেরা আচরণ ও ব্যবহার পর আমরা সঙ্কুচিত করিয়া রাখি—যুক্তিসঙ্গত কারণ দিতেই হইবে, ঋষির সংস্কার বা পূর্বাচার্যগণের দোহাই দিয়া আমরা উহার পাইতে পারি না। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণবিরচিত বিজ্ঞানের উপর, আজ বাক্যের উপর বিনা প্রকাশ অমার্জনীয় অপরাধ, বিজ্ঞানের যুগে ইহা বলাই বাহুল্য, কারণ পূর্বাচার্যগণ যাহা জানিতেন বা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদিগের নিকট যাহা অজ্ঞাত ছিল তাহা জানবার জন্যই বিজ্ঞান ব্যাকুল। যাহা ছিল, যাহা আছে তাহার আর পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, এ যুগে এরূপ বলা সম্ভব নয়। তবে যাহা সত্য তাহা চিরদিনই একই থাকে। শুধু ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতাবশতঃ তাহার বহুরূপ দেখা যেতে পারে। মূল সত্যের ব্যত্যয় হয় না। ঋষিবাক্য বা আপ্ত বাক্য এই মূল সত্যেরই সন্ধান দেয়।

মূল্য, চলতি, ঔষধ, কাপড় ভারতের দাম। কিন্তু ইহা নিয়া আর লোক সমাজে সন্তুষ্ট নয়। ভারতের কাপড় তৈরীর জ্ঞানকে ঘরাঘরি করে দেখা দিয়েছে কাপড়ের কল—বহু শত চরকা, বহু শত তাঁত চলেছে একটিমাত্র ইঞ্জিনে। ক্রত ভাবের কর্মপরিচালনায় ভারতবর্ষও নিজের চরকা ও তাঁতের বাহায়ার প্রায় পাঁচশত কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করেছে। ভারতের প্রতিভা যে চরকা ও তাঁত তৈরী করেছে, এই মিলগুলিতে সেই সত্যটিকে অবলম্বন করেই চলেছে ভারতের কাপড় তৈরীর ব্যবসায়। এখন যাহারা গান্ধীজী যদি বলেন যে, সব মিল বন্ধ কর, চরকায় তাঁত সার কর—কেহ রাজে সায় দেবে এমন যো মনে হয় না। হাসপাতালেও চলেছে এই ক্রত উদ্যম। কাপড়ের

ফল এবং রোটারী প্রেস আমরা সবাই দেখেছি। বিশ্বের ভারতে হয় এদের ক্রত কর্ম পরিচালনা দেখে। ইহা সম্ভব হ'ত না—দুটা চলবার ফেলে ছেপে ছাপা নিয়েই ক্রত পৃথিবী জুড়ে যদি নিল যানবাহন বাষ্পশক্তিতে বিদ্যুৎচালিত জলতরঙ্গ বিস্ময়কর উন্নতি না হ'ত। এখন আমাদের আর চেষ্টা ও তাকে ফিরে যাবার উপায় নাই।

ঔষধের সম্পর্কেও ঠিক এই ধারাই চলেছে। আয়ুর্বেদের যারা আরব ও গ্রীস দেশের মারফৎ ইউরোপে প্রচলিত হ'ল। আয়ুর্বেদ ও এলোপাথী দুইটী চিকিৎসার ধারা সমান্তরাল ভাবেই চলিল। কিন্তু নব্য বিজ্ঞানের সাহায্যে এলোপাথীর চিকিৎসা-বিদ্যা উন্নতি লাভ করে এবং নব্য রসায়ন খুবই উন্নতি করতে লাগল, এলোপাথী তত্ত্বই নূতন ঔষধ-সম্ভারে পূর্ণ হ'য়ে থাকল। বিজ্ঞানের সাহায্যে পূর্বসূরে মানব সমাজের রোগ চির স্বাস্থ্য, অমরত্ব পাওয়ার প্রয়াস ও রোগ-নিবারক ঔষধ পাওয়ার যত সবই দেখা দিয়েছে, এর পরে ঐশ্বর্য আহরণের পরশপাথরের চলেছে খোঁজ। পরশপাথরের খোঁজেই আবিষ্কৃত হয়েছে নব্য রসায়ন। তারা আমাদিগকে গন্ধপালা দিয়েই রোগ সারাবার উপায় নির্দেশ করে দিয়েছেন। কিন্তু তার পরবর্তী বিজ্ঞান উহাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নাই। এমন নানারূপ ধাতব ভিটামিন আবিষ্কার করিল বিজ্ঞান শুধু ঔষধ নহে একটা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা তিনি করে গেলেন। কিন্তু তার পরেই ভারতীয় মনীষার দীপ্তি কোথাও আর দেখা গেল না। সেই সময়ে পাশ্চাত্যেরা যে ক্রত-গতিতে বিজ্ঞানের সাধনায় চলেছিলেন, তারও কোন তুলনা মিলে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বয়স কোন ক্রমেই দুশ বৎসরের বেশী হবে না। আর পাশ্চাত্যের প্রণালী তারা পেয়েছে তখন—গ্রীষ্টিনাব আবিষ্কৃত হয়েছে। এই দুইটী আবিষ্কারের উপর নির্ভর করে অতি দ্রুতগতিতে বিজ্ঞান নানা নূতন তথ্য আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে। রাসায়নিক ব্যবসায়ের যা তখন আবিষ্কৃত হয়েছে, তা এলোপাথী কর্তৃক গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়েছে এবং নানারূপ ঔষধের সমাবেশে উহা পুষ্ট হয়েছে। এই সময়ে আয়ুর্বেদ এক দিকে প্রাচীন কবিরাজের হাতে নিজের অস্তিত্ব ও গৌরব রক্ষা করেছে, অন্যদিকে অতি অল্প সংখ্যক অভিজ্ঞ প্রতিভাবান্ আয়ুর্বেদজ্ঞ এখানে সেখানে আয়ুর্বেদের বিষয়ে প্রোজ্জ্বল রেখেছিলেন—তাঁরা আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র—কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁরা স্মরণীয়।

ইউরোপ শুধু রসায়ন বিজ্ঞানের উন্নতি করেই ক্ষান্ত হয় নাই, পদার্থ বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও অভূতপূর্ব উন্নতি করে। অথচ আমরা দেখতে পাই ড্যালটন ১৮০৮ খৃঃ যে পরমাণুতত্ত্ব আবিষ্কার করলেন, তার বহুশতাব্দী পূর্বে ভারতীয় ঋষি কণাদ এই পরমাণুতত্ত্বই প্রচার করে গিয়েছেন। এই পরমাণুতত্ত্বের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রসায়ন বিজ্ঞান। ড্যালটনের পরমাণু খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে পড়ল পদার্থবিদ্‌দের ভেদকির রশ্মির আঘাতে। তাঁরা দেখালেন পরমাণু অবিভাজ্য নয়—তাও প্রোটোন ও ইলেকট্রোন—এই দুই জাতীয় পদার্থে গঠিত। ড্যালটনের সংজ্ঞাকে সংশোধিত করতে হ'ল। ইহার অবিভাজ্য বিশেষণটির লোপ করা হল। ইহাই (পরমাণু) জড় পদার্থের ক্রিয়াশীল অংশের সূক্ষ্মতম কণিকা—এই সত্যটুকু অবিকৃতই রইল। নূতন আবিষ্কারের ফলে মূলসত্যকে ভিন্ন দৃষ্টি কোণ হ'তে দেখতে হ'ল।

বিজ্ঞানের ক্রত গতিশীল যুগে, শুধু জড়

বিজ্ঞানের নয়, আয়ুর্বিজ্ঞানের (চিকিৎসাবিজ্ঞানের) পথ পরিবর্তন হয়।

রোগ লক্ষণ শুধু নয়, রোগের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বীজাণুর সন্ধান এ সময়ে পাওয়া যায়।

এই বীজাণুর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিশেষ অনুসন্ধানকারে কৃতী বা প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ অনুসন্ধান করছেন। তাঁদের গবেষণার ফলস্বরূপ এলোপ্যাথী ডাক্তারগণ দ্বারা স্বীকৃত হয়। উহা এলোপ্যাথীর অঙ্গীভূত হয়ে যায়। আয়ুর্বেদে বীজাণু বা ক্রিমির কথা আছে কিন্তু শুধু বীজাণু নাশক চিকিৎসা প্রণালীকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করে নাই—সমষ্টিগত চিকিৎসাকে প্রাধান্য দিয়েছে, কারণ উহা রোগ চাপা দেয়, অন্য রোগ সৃষ্টি করে—অনেক সময় অনর্থও ঘটায়।

বাস্তবিক পক্ষে, আয়ুর্বেদ ও এলোপ্যাথী একই প্রণালীতে চিকিৎসা করলেও এই সকল নূতন যোজনার ফলে এলোপ্যাথী সম্পূর্ণ নূতন এক পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে।

প্রথমে হয়েছে জীবাণুপ্রতিরোধক ঔষধ আবিষ্কার প্রচেষ্টা, পরে ভিটামিন, হরমোন (গ্রন্থিরস) প্রভৃতি ক্রমের শেষে এসেছে antibiotics—বিশেষ বিশেষ জীবাণুনাশক বিশেষ বিশেষ ঔষধ। এখন আর এলোপ্যাথীতে antibiotics ছাড়া আর কোন কথা নাই। অন্য বিজ্ঞানের দুর্ভাগ্য ঘটেছে—তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আয়ুর্বেদের নিজস্ব অন্য বিজ্ঞান সম্পর্কে এখন কিছু বলা হয়ত সঙ্গত নয়, এইরূপ মনে হয়। অথচ যে সকল প্রাচীন শল্যোপচার আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের দেখা যায় বর্তমান যুগে প্রসবার্থে যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, ঐ সকল শল্যের সঙ্গে তাদের কোনই পার্থক্য নাই, শুধু কলকব্জা ও যে সকল ধাতু ঐ সকল নির্মাণকল্পে ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের জন্যে যা কিছু পার্থক্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ভারি ২ খণ্ডে প্রকাশিত আয়ুর্বেদ-প্রয়োগ-সম্বন্ধীয় পুস্তকে উহার অনতিবিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে। এ সকল বিবরণই উহাই শুধু মনে হয়, আয়ুর্বেদ যদি স্বাধীন রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করত এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি আয়ুর্বেদীয়করণ করে চলত, তা হ'লে একটী নূতন ধারা যে এখানে সৃষ্টি হ'ত, এ বিষয় কোন সন্দেহ নাই।

চরকের যুগের পরে নাগার্জুনের যুগ আয়ুর্বেদের এক গৌরবময় যুগ কিন্তু এই দুইটি যে বিভিন্ন বিষয় এতে সন্দেহ হয় না। যুগকে প্রাণ করবার ক্ষমতা যে আয়ুর্বেদের যথেষ্ট পরিমাণে আছে চরক ও নাগার্জুনের যুগের সমন্বয় তার বিশিষ্ট প্রমাণ। কেহ কেহ মনে করেন, গ্রন্থিরস (Hormon) ভাইটামিন (vitamin) প্রভৃতি তত্ত্ব আয়ুর্বেদের প্রতীচ্য রূপ—অন্যের নিকট হ'তে গ্রহণের নয়। যদি রাষ্ট্রের সমর্থন থাকত এবং জীবাণু-সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হ'ত তবে দ্বারা শৈল্যচিকিৎসা চিকিৎসা করেন, তাদের প্রণালী—বিশ্লেষণ করে গ্রন্থিরসাদি তারাও ব্যবহার করত, উহার আবিষ্কারের আভাস এই সকল প্রণালীর মধ্যে কিছু কিছু পাওয়া যেত। নীতি ও সুযোগ সুবিধা হত ইহাই বৈজ্ঞানিক সত্যের আবহমান সত্যরক্ষণীয় আদর্শীয় হ'ত। ধাত্রীর চিকিৎসা সম্পর্কে আয়ুর্বেদে একটী প্রণালীর উল্লেখ আছে। বিষয়টী এই, শেত কুকুট তার পুচ্ছ দ্বারা কিয়দ্দূর লেপিয়ে দিলে প্রিয়ঙ্গুবর্ণ ক্ষেত্র হয়। উহার অনুরূপে বর্তমান কালের বিষতত্ত্বে (Enzyme theory) স্পষ্টই অনুভব করা যায়। Enzyme কে পৃথক করে না দেখলেও তার

ক্রিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান যে আয়ুর্বেদকারদের ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন কারণ নাই। ব্রাহ্মণিরা তৈরী করতে আমরা প্রিয়ঙ্গু ব্যবহার করি। অম্বল সিমুল গাছের কাঁচা ফল (শুষ্ক নহে) ব্যবহার করি। এইরূপ ব্যবহার দেখে বুঝতে পারা যায় যে, প্রিয়ঙ্গুর শুষ্কফলের মধ্যে যে বিষ (Enzyme), গাঁজনকারী (Fermenting) ক্রিয়া আছে তা ব্যবহারের উপযোগী থাকে। শুষ্ক নিম্বকের বিষ Enzyme নষ্ট হইয়া যায়, উহার ক্রিয়াশীলতা থাকে না এজন্যই শুষ্কফল নহে এই নির্দেশ সেখানে থাকে। ক্রমোন্নতির যুগে আয়ুর্বেদ নিজেই যে এই সকল তথ্য আবিষ্কার করে প্রচার করেন নাই, ইহাও আমার বলা হয় না। আয়ুর্বেদ একটী বিশিষ্ট বিজ্ঞান —বিজ্ঞানের ধর্ম—আপন প্রয়োজনে যে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করে। আয়ুর্বেদ যদি বিলুপ্তকাল পৃথিবীর না থাকতো সেও নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কার করত এবং যা তার প্রকৃত তা সে বর্জন করত না, বরং প্রয়োজন বোধ করলে একটী ভিন্ন নাম যোজনার ব্যবস্থা করত।

বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যকে ব্যবহার করব কি, না করব, তা সুযোগ ও অবকাশের উপর নির্ভর করে। কিন্তু তাকে অস্বীকার করবার উপায় তো নাই। সুশ্রুত সূত্র "শক্তিতে অপ—" পঞ্চভূত "ই" মৌলিক উপাদান। আমরা ৫০ বৎসর পূর্বে তো ইহাই জানতাম। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত মূল উপাদান এখন ৯২টী—এদের অবাধ সমাবেশ আয়ুর্বেদে আছে। তা বলে ইথারের অস্তিত্ব নাই, ইহার ব্যবহার অচল, ইহা বলা যায় না। আয়ুর্বেদে যা আছে শুধু তা নিয়েই চলতে হবে এরূপ যদি কেহ বলেন, তবে তাকে ইহাও বলতে হবে, আয়ুর্বেদের কোন অধ্যায় পর্যন্ত আয়ুর্বেদ। ক্রমোন্নত যে মূহুর্তের যারা বিশেষ ভেদে আয়ুর্বেদে তা' থেকে বিচ্যুত করতে হবে যদি বলা হয় তবে আয়ুর্বেদের ভাবধারা যা কিছু তাই মাত্র প্রতীয়। ইহা বলাও ভুল। আয়ুর্বেদ ভাবধারার ভূমিতে জন্মে না, কাল তা জন্মিতে পারে। লোপে, আয়লোন তো আয়ুর্বেদের অধিকৃত অঙ্গ হয়ে পড়েছে। ইউক্যালিপটাস্ ও তারপিন তৈল তো ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে। নীলগিরির ইউক্যালিপটাস্ তৈল উৎকৃষ্ট। ইহা নানা ঔষধের একটী সহকার উপাদান হতে পারে। কেবল ছেড়ে দিয়ে বাতুল পরাণে যদি যাই তা' হলে দেখব এমন কোন বাতু নাই যা তাতে প্রযুক্ত না। ম্যাগনিজ, ম্যাগনেশিয়ার প্রভৃতির যথেষ্ট সুযোগ দেখা যায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে। কেন তারা অনাদৃত থাকবে? তাদেরই তাদের যথেষ্ট পরিমান দিলে। শুধু তাই নয়, আজানিক তাই অন্যান্য এক সময়ে অন্যান্য সকল থেকে তারতে ব'লে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োগি হ'ত। আজকালের ঔষধেই Potassium Permanganate এ উপযোগিতা করা হয়। এই প্রয়োগটা তারতবাসীর জিনিষটির প্রকৃত প্রণালী আয়ুর্বেদের পৃষ্ঠায় কেন লিখিত থাকবে না, আমি বুঝতে পারি না।

আয়ুর্বেদ কোনটা অঙ্গীভূত করবে, কোনটা করবে না তার জন্য বিশেষ বিচার বিবেচনা আবশ্যক। এজন্য আয়ুর্বেদ, রসায়ন, এলোপ্যাথী, ও অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিগণের সহযোগিতায় ইহা সাধিত হতে পারে। এখন হতেই প্রয়াস আবশ্যক। আয়ুর্বেদে অঙ্গীভূত হতে পারে এরূপ বিষয়গুলি প্রথমে আয়ুর্বেদের মৌলিক নীতি ও তত্ত্ব অনুসারে পরীক্ষিত ও পরিবর্তিত করে গ্রহণ করবার পর তত্ত্ব বিষয় যোজনার জন্য পন্থা নির্দেশ করতে

হবে। শুধু ইহাই নহে, আয়ুর্বেদের প্রচারের পরিপন্থীসমূহ দূর করতে হবে, যাতে ইহা সকলের সহজ প্রাপ্য হয় তাও দেখতে হবে। বর্তমানে সকল কবিরাজই সাধারণ ঔষধগুলি নিজেই তৈরী করেন; অল্প লাভের এইরূপ আরো ২।১টি আয়ুর্বেদীয় ঔষধের কারখানা যা আছে তাহাও ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ঔষধগুলি আদর্শ-সম্মত কিনা বুঝবার উপায় নাই।

ইহা পরীক্ষা করবারও কোন প্রণালী নাই এবং প্রস্তুতপদ্ধতি প্রস্তুত করবার জন্য চাপ দেওয়া বা বাধ্যতামূলক পরিবর্তনের কোন ব্যবস্থা নাই। এগুলি দূর করতে হবে। এইজন্যই ঔষধ পরীক্ষা ও প্রস্তুত প্রণালী পরিবর্তনের ভার রাষ্ট্রের উপরই ন্যস্ত করতে হবে। এজন্য একটি সুবিবেচিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। বিচ্ছিন্নভাবে কবিরাজগণ ঔষধসমূহ তৈরী না করে ১০।১৫ কবিরাজ একত্র হয়ে একটি কারখানার ঔষধ তৈরীর ব্যবস্থা করতে পারেন। প্রচলিত ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীতে কি কি উন্নতি করা হবে তাও বিজ্ঞাপিত করা হবে। নূতন প্রণালীতে তৈরী অথবা বিশিষ্ট ঔষধাদিতে মূলত উপাদান সংযোগে তৈরী ঔষধ সমূহের ক্রিয়াশীলতা পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের সম্মুখে একটি মস্ত সমস্যা রয়েছে—অবশ্য ইহাকে আমরা সমস্যা বলে মনে রাখতে চেষ্টা করি—সেটি হ'ল আমার প্রস্তাব, আমের প্রতিষ্ঠায়—তাহাই লক্ষ্য হয়ে থাকবে, না আয়ুর্বেদের মর্যাদায় উন্নয়ন করবার জন্য আমার সব কিছু বিনিময় হবে। আমার ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী আমাদের পরিবেশোপযোগী আছে, ইহা কি স্বীকার করা যায়—এইরূপ ক্ষুদ্রস্বার্থ, ক্ষুদ্রমন আমাদিগকে আয়ুর্বেদের ইতিহাসের পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলতে পারে।

আয়ুর্বেদের নীতি, বৈশিষ্ট্য বিসর্জনের কথা কখনই না করে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। প্রগতির যে স্রোতোধারা অবরুদ্ধ হয়ে আছে তাকে বাধামুক্ত করে স্বাভাবিক ভাবে প্রবাহিত করতে হবে।

গ্রন্থ-পরিচয়

বন্ধ্যা চিকিৎসা ১ম ও ২য় খণ্ড

মূল্য যথাক্রমে ২৷০ ও ৪৲ টাকা মাত্র

প্রণেতা—কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর ভট্টাচার্য্য এম, এ,

আয়ুর্বেদ-ভূষণ

১৭২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্ধ্যারোগের বিস্তৃত বিবরণ ও চিকিৎসাপ্রণালী এই পুস্তক দুইখানিতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ছাত্র ও চিকিৎসক উভয়ের পক্ষে ইহার প্রয়োজনিতা আছে। শাস্ত্রীয় তথ্য ছাড়া নিজ অভিজ্ঞতা হতে জ্ঞান রাশিও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের অন্যগ্রন্থ প্রণয়নে নিরলস প্রচেষ্টা ও অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি প্রশংসনীয়।

—প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

দেশবিদেশের ঔষধি

মূল্য ৫৷০ টাকা মাত্র

বঙ্গভাষা অনু, মূল্য ৩৷০ আনা মাত্র

প্রণেতা—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন,

আয়ুর্বেদ-বিশারদ

৭১বি, বর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

পুস্তক দুইখানি সংগ্রহগ্রন্থ হইলেও ইহাতে গ্রন্থকারের মৌলিক চিন্তাধারা ও গবেষণাপূর্ণতা অনুধাবনযোগ্য। প্রথম পুস্তকখানিতে বিদেশের ঔষধি পরিচয় ও তথাকথিত বিদেশজ দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে বাঙ্গলাদেশের সংগ্রহ, আহরণ, সংরক্ষণ ও প্রয়োগ-বিধি নিজস্বী ও চিকিৎসকদের ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিবে আশা করি। উভয় ভাষার জ্ঞানানুশীলনের স্পৃহা অনুকরণীয়।

—প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

আয়ুর্বেদ-ভারতীর নিয়মাবলী

১। "আয়ুর্বেদ-ভারতী" মূলতঃ ও প্রধানতঃ আয়ুর্বিজ্ঞানের তথ্য-সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা হইলেও ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়ও যথাসম্ভব ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে।

২। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক চার টাকা ও প্রতি সংখ্যা এক টাকা।

৩। বাংলা বৎসর অনুসারে ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে কোন সময়ে ইহার গ্রাহক হওয়া যায়।

৪। মানিঅর্ডারে চিঠিপত্রাদিতে গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ থাকা দরকার।

৫। বিজ্ঞাপন দিতে হইলে সম্পাদক মহাশয়ের সহিত পূর্বাহ্নে যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। টাকাকড়ি সম্পাদকের নামে ও নামাঙ্কে পাঠান দেওয়া হইবে।

৬। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি সম্পাদক, "আয়ুর্বেদ-ভারতী" ৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭। "আয়ুর্বেদ-ভারতীতে" প্রকাশের জন্য রচনাদি প্রবন্ধাদি দুইটি হইয়া থাকে।

পাইওনিয়ারের মেড়ি বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে তৈরী।
সুতরাং প্রথম শ্রেণীর বলিয়া বিশ্বাসে পাইওনিয়ারের
মেড়ি ব্যবহার করা উচিত।

পাইওনিয়ার লিটিং মিলস্ লিঃ
"পাইওনিয়ার বিল্ডিং"
বি, টি, রোড, কলিকাতা-২

'আয়ুর্বেদ-ভারতী'র বিজ্ঞাপনের হার

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ত্রৈমাসিক পত্রিকা, বিশেষভাবে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের। ইহার আকার ডবল ক্রাউন, ইহাতে এককালীন বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার—

প্রথম আবরণ পৃষ্ঠা - ৫২৲ | সাধারণ পৃষ্ঠা— ১০০৲
দ্বিতীয় পৃষ্ঠা - ৭০০৲ | সম্পাদকীয় অনুমতি অনুযায়ী প্রবন্ধাদির মধ্যে বিশেষ বিশেষ স্থানের হার—
তৃতীয় পৃষ্ঠা—৬০০৲ | ১৫০৲ বা ততোর্ধ্ব
চতুর্থ পৃষ্ঠা— ৮০০৲

বিজ্ঞাপন বা অন্যান্য বিষয়বস্তু অবশ্যই ৩ সংখ্যার পূর্বেরই 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের নিকট পৌঁছিয়া যাইবে। বিজ্ঞাপনের টাকা চুক্তি হইবার পর অগ্রিম দেয় এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাহির হইবার ১৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ দিতে হইবে। ইহা অবশ্যই বিজ্ঞপ্তি হিসাবে প্রকাশিত হইল।

"আয়ুর্বেদ ভারতী" কার্যালয়
৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৯

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক,
আয়ুর্বেদ-ভারতী

THE AYURVEDA-BHARATI

A multilingual Quarterly Magazine is unique in its scientific character and exquisite in its treatment of cultural matters being chiefly the exponent of the Science of Ayurveda—the Indian system of Medicine transcending other systems in theory and practice—in its matchless exposition of man and his maker, mind and body and above all the soul. The Ayurveda is a mine of knowledge of eternal values and the quintessence of the scientific and cultural achievements of India with a new approach to the science of medicine and treatment unknown to the whole world.

This magazine rediscovers Ayurveda in all its branches and revitalises the spirit and truths that lie dormant in its vast lore of treatises to a greater consummation for succour of humanity and opens up the door of further achievements in the realm of science and culture. It is an eye-opener to the blind modernists—a path-finder to the unwary and a testament to the seekers of truth.

Let the East and the West unite to foster the common mould of culture both spiritual and material leaving each one to pursue his own heritage and inner trends for expansion of mind and soul. Meanwhile this magazine will march forward to fulfil the great task of revival of Ayurveda and the culture of India. We invite all thinkers and writers to bend their energy to the task of delving the silted sea of knowledge to shape the future of the world to peace and amity and to melt the ice of difference to common endeavour.

All correspondences and transactions of money are to be made with the Founder-Editor, Ayurveda-Bharati, 52, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9.

Annual Subscription	Rs. 4·00 nP.
Single Copy	Rs. 0·75 nP.

Kaviraj Bagala Kumar Majumdar,
Founder-Editor,
Ayurveda-Bharati.

প্রাপ্তি স্বীকার, অন্য পত্রিকাদির সহ বিনিময়ের নিয়মাবলি, বিজ্ঞাপনের হার ইত্যাদি কার্যালয় সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য ৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন।

আয়ুর্বেদ-ভারতী

বার্ষিক সংখ্যা

স্বামী বিবেকানন্দ

(জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে)

কী দেখলে ঈশান তব কন্যা-মিত্রেরে !
বাহিরিলে দিবস শেষে যাহি আপন পথ
মুক্তির সন্ধানে সুখ, দুর্ব অন্তরিক্ষেরে,
ছিন্নিতে বন্ধন, ভাঙিতে প্রাচীর অন্তরাল—
দেখা বিহঙ্গিনীর সমুদ্রা লয়ে সন্তান
হিমানী গিরি নয়ন অন্তরে বিলীন
দেখা তোমার আশীষ তোমার বিবেকবাণী
হোক প্রতীত বিবেকানন্দ তোমারে প্রণতি।

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়
৪২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রতি সংখ্যা ৭৫ নঃ পঃ. কার্তিক, ১৩৬৯ বার্ষিক— সডাক ৪৲

আয়ুর্বেদ-'ভারতী' সূচীপত্র—২য় বর্ষ, কার্তিক, ১৩৬৯

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। স্বামী বিবেকানন্দ (কবিতা)	ডক্টর শ্রীযুক্তা কুমার মজুমদার	৩
২। অভ্যর্থনা		৪
৩। সম্পাদকীয়		৫
৪। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী—	কবিরাজ শ্রীরাধাবল্লভ দেব	৭
৫। ঔষধের ও আহার বিধিনিষেধ—চক্রপাণি		১১
৬। বেদের যা ঔপনিষদ-তত্ত্বে আয়ুর্বেদের স্থান—	কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ লাহা বর্মা	১২
৭। আয়ুর্বেদ—কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার		১৩
৮। 'আয়ুর্বেদিয়া' ইত্যাদির অর্থ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য		১৪
৯। ধন্বন্তরি—কবিরাজ শ্রীহরিচরণ ঠাকুর		১৬
১০। চিকিৎসা ব্যাপারে আয়ুর্বেদের অবদান	—শ্রীঅমরীকান্ত মৈত্র	১৮
১১। বিদায় (কবিতা)	শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার	২১
১২। 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত		২২

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

রুগ্ন মানবের সেবায় নিয়োজিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ে নবীন পদ্ধতিতে

রাতঞ্জক ও শবল শ্বেতা আরোগ্য

ইহা ছাড়া যাবে চাকা দাগ, অসাড়তা, আঙুলের বক্রতা, একজিমা, সোরাইসিস্, ফুলিয়া ঘা ও অন্যান্য জটিল রোগসমূহ আরোগ্য করা হয়। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লইলে এবং বিনামূল্যে বিস্তারিত পুস্তক পাঠ করুন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা

১ নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া (ফোন : ৬৬-১৪৬৯)।

শাখা :— ৩৬৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পুরবী সিনেমার পাশে)

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"

আয়ুর্বেদ-ভারতী

(বার্ষিক সংখ্যা)

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার এম. এ, আয়ুর্বেদাচার্য

ত্রৈমাসিক ১৫ বর্ষ	কার্তিক—১৩৬৯	দ্বিতীয় সংখ্যা নভেম্বর, ১৯৬২

শুভেচ্ছাবাণী

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ এস. রাধাকৃষ্ণান আয়ুর্বেদ বিদ্যার পরিষদের ৩১তম বার্ষিক অধিবেশনের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কেরলরাজ্যের রাজ্যপাল শ্রীভি, ভি, গিরি লিখিয়াছেন—

Raj Bhavan
Trivendrum
9th January, 1963.

Dear Sri Majumdar,

Thank you very much for your kind communication dated 4th. I am glad you are having the week-long celebrations of the 31th Annual Session of the Ayurveda Bijnan Parishad and the Ayurvedic Exhibition from January 26. I wish the function and the exhibition success.

Yours Sincearly,
V. V. Giri.

• • • •

উড়িষ্যার রাজ্যপাল শ্রীএ. এন. খোসলা লিখিয়াছেন—

I send my best wishes for the successful deliberations at the 31st Annual Session of the Ayurveda Bijnan Parishad which is proposed to be held at Calcutta from the 26th January, 1963. Ayurveda is one of the established indigenous systems of Medicine in our Country. The development and culture of Ayurveda would help advancing the health of our Nation.

A. N. Khosla
Governor of Orissa

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকীয়

জীবনের অভিযান প্রতিমুহূর্তে চলিতেছে ফুলের অঙ্কুরিত হইবার আয়োজনের মত। প্রতি চিন্তায়, প্রতি কর্মে তার প্রতিষ্ঠায় পরিচয় হয়। গোলাপ গাছে ফুল আছে, কাঁটাও আছে। মানুষের চিত্ত-ক্ষেত্রে শুধু নিষ্কণ্টক গোলাপ প্রস্ফুটিত হইতে পারে, এখানেই তাহার মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য—আমার কণ্টকিত প্রকাশে সমাজকে অস্থির করিয়া তুলিতে পারে। এই স্বাধীনতায় চিরবরণে মানুষ আজ আড়ষ্ট। সামাজিক জীবনের অন্যায়ে অন্যায়ে যে বিকারের সৃষ্টি এতের পর এত পুলিয়া যাইতেছে তাহার অভিসারকেই লোকচক্ষুর সম্মুখে লীলায়িত হয়।

এর আদিমের দিকে আমরা যাই তত সরলতা ও স্বাধীনতার মূল প্রকাশ। সভ্যতার দিগ্‌বিজয়ী যে নিষ্ঠুর কদর্যতার পরিবেশন করিতেছে—আধুনিক যে অসার ও প্রকাশের ভার উদ্বোধন করিতেছে—রাজনীতিক যে অরাজকের খেলাকুচিতে খেলা করিতেছে—ব্যবসায়ী যে কুবসিৎ পথে ঐশ্বর্যের আলেয়ার পিছনে ছুটিতেছে তাহারই প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্বেষণকারীর আত্মা ও মনের সুষ্ঠুতের গোপন ষড়যন্ত্র—এই সকলই সমাজব্যবসের বিকৃত অভিব্যক্তি। প্রকৃতির কোলে পরিবর্ধিত ও পরিপালিত মানব-শিশুর চিত্তে কৃত্রিম ভার সঞ্চারের সুযোগ অতি কম।

আধুনিকের জীবনযাপন সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সর্বোপরি রাজনৈতিক জটিল মতামতের মিশ্রণে যেন চিত্র ও কর্ম যারা সুন্দর ও কল্যাণের মূলোপ পরিয়া চলিয়াছে সমস্ত-চরম সঙ্কটে, জীবনধর্মের পরিণতির অন্তরেলেই বিদ্যমান। যে বিশ্বাসের ক্রিয়ানকিসাবে তাহাদের সমুদ্রের তরঙ্গে উদ্বেলিত ফেনার মত নানা দিকে ধাবিত হইতেছে তাহাতে নিশ্চয় আমাদের অন্তরাত্মার কল্যাণের প্রতিষ্ঠা নেই ও লাভের সাধনায় নিরাশা হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

মন হইল জলের মত—যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। দেহের সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে আত্মার বেশের ক্রিয়াগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, মানুষের পরিবেশনও তাহাই। বস্তুর সঙ্গে মন ও প্রবৃত্তির নিবিড় সম্বন্ধ। সুন্দর ফুলের গন্ধে মন উৎফুল্ল হয়, আবার দুর্গন্ধে মন অস্থির হইয়া উঠে। ইহা জানিয়াও বিকারীজনায় বিকৃতির ফলে, পরিবেশের অপরিচ্ছন্ন ব্যবহারে ও অসারীর জীবনের আদর্শের মর্মে লুপ্ত তন্ত্রের মত নিশ্চিহ্নিত আত্মার নির্মল প্রকাশই খোঁজা পাইতেছে। জীবন একটা প্রবৃত্তি। মন অন্ধকার ঘেঁটিয়াও পথ চলা মনে করিলে চলিবে না। এই অন্ধকারের মধ্যেও অন্তরের আলো জ্বালিতে হইবে সহজ জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের আশায়। মানব আত্মার অভিযান চলিতেছে ত্রিকালের প্রতি উত্তীর্ণ হইয়া। অনন্তীর্ণ করিবার জন্য পূর্ণ মানবতা—তাহাতে সৃজনধর্মী প্রেম ও প্রেম চলচ্চিত্রের বিচিত্র প্রকাশে পরিসমাপ্তির রেখা টানিবে।

অধ্যাত্ম শারীর

আয়ুর্বেদে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কবিরাজ শ্রীরামলাল সিংহ সেন কাব্যতীর্থ

শরীরের দুইটি অবস্থা—এক অবস্থায় আত্মা শরীরে অধিষ্ঠিত থাকে, অপর অবস্থায় আত্মা শরীরকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে আত্মাকর্তৃক অধিষ্ঠিত শরীরকেই 'অধ্যাত্ম শারীর' বলে। সে-সম্বন্ধে কিছু পরিচয় এই স্থলে দিতেছি—

আত্মা একটি জ্ঞান ও চৈতন্যময় নিত্য পদার্থ। আত্মা মনের সহিত যুক্ত হইয়া জীবরূপে শরীরে বাস করে—এজন্য শরীর হয় জীবিত, জ্ঞান ও চৈতন্যময়। এবং আত্মা যখন শরীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তখন শরীরে জ্ঞান ও চৈতন্য থাকে না। আত্মা যখন শরীরে বাস করে তখনই শরীরে সুখ দুঃখ অনুভূত হয়, নতুবা আত্মাকর্তৃক মৃত শরীরে সুখ দুঃখের কোন অনুভূতিই থাকে না। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ পণ্ডিতগণ বলেন যে, নাড়ী প্রভৃতি (Nerve) জ্ঞান বা অনুভূতির কারণ। মৃতদেহে সে-নাড়ী বা Nerve বিদ্যমান থাকে, অথচ তাহাতে জ্ঞান বা অনুভূতির লক্ষণ দেখা যায় না। সেজন্য আত্মাকর্তৃক অধিষ্ঠিত জীবিত শরীরে দুঃখ বা ব্যাধির প্রতিকার করিতে হয়, মৃত শরীরে চিকিৎসা নিষ্প্রয়োজন।

সুতরাং যে-আত্মার জন্য শরীর ও মনের চিকিৎসা প্রয়োজন সেই আত্মা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানের প্রয়োজন অনাবশ্যক নহে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের আত্মা নাই, সে-জন্য তাঁহারা অনাবৃত হইয়া চিকিৎসা করেন। বর্তমানে অধিকাংশ কবিরাজই সেই মত ও পথের অনুবর্তী পথিক, যেহেতু "স্বং মতং ত্যজতি কো ন তটস্থবর্তী"। সেই জন্য ডাক্তারগণ হইতে উত্তমরূপ কবিরাজগণও আর নাড়ী পরীক্ষা করেন না—পালস্ (Pulse) ধরেন। প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ কিন্তু জানিতেন—"নাড়ী জীবসাক্ষিণী"—জীব আত্মা শারীর ও মানস সুখ দুঃখের সাক্ষী। তাহার সাক্ষ্য নাড়ী পরীক্ষায় জানা যায়। নাড়ী এই শরীর ও মনের সুখ দুঃখের অনুভূতিবিশিষ্ট জ্ঞানের বিষয়, যেমন বর্তমানে পদার্থবিজ্ঞানী সায়েন্সেনন্দন অঙ্কের দ্বারা অপরাধী নির্দেশ করিয়া থাকে, কিন্তু কবিরাজগণ আর জীবসাক্ষিণীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন না, তাঁরা নাড়ী দেখিয়া রোগ নির্ণয় করা অবৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্যানুযায়ীরা বলেন।

বর্তমানে প্রজ্ঞা ও প্রবীণা বিজ্ঞান সম্মত করিয়া আয়ুর্বেদ অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহার ফলও দেখা যাইতেছে—কবিরাজী ঔষধের সহিত ডাক্তারী ঔষধের সংমিশ্রণ। পূর্বে যে দ্রব্যের সহিত যে দ্রব্যের সংমিশ্রণ করা হইত তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধিতা আছে কি না তাহা মিশ্র দ্রব্যের রস, বীর্য, বিপাক প্রভৃতির বিচার করিয়া দেখা হইত, যেমন প্রাচীনকালের ডাক্তারগণ প্রেসক্রিপশন করিবার সময় রোগ ও রোগীর প্রকৃতি প্রভৃতি বিচার করিয়া সংযোগ ক্রমের সকলের মাত্রা প্রভৃতি নির্দেশ

করিতেন। শুনিয়াছি এই জন্যই তাহারা 'ফুইনিনের' সহিত কখনও 'কোলোমেল' মিশ্রিত করিতেন না। এখন অবশ্য সে ব্যবস্থা নাই। এখন যেমন হায়োসিয়ামের চারি ফোঁটা 'বেলো' করিলে কতখানি বাহির হয় সেই মত সেটেই মেডিসিনের বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে-ঔষধ প্রয়োজন কি না নির্দ্ধারণ করা যায়।

আর এক কথা। সংস্কৃত-ভাষা একদিন ভারতের সার্ব্বজনীন ভাষা ছিল। তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল ইংরাজী। যেদিন এখন ইংরাজ শাসন বিনির্মুক্ত, সেদিন আমরা ভারতের নিজস্ব ভাষা সংস্কৃত শিক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। সেজন্য অনেক মনীষী মৃত সংস্কৃত ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার নানা পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু আমরা মনীষী নহি বলিয়া মনে হয়। পূর্বে সংস্কৃত শিক্ষায় যে পন্থা ছিল তাহা এখন দেখিতেছি না বলিয়া মনে হয়—'সেটেই' ঔষধের মত সংস্কৃত শিক্ষার প্রবর্ত্তনে প্রয়াস করা হইতেছে।

আমার যখন কোনদিন প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান—আয়ুর্বেদ সমাজের বস্তু হইবে তখন যাহাতে আয়ুর্বেদের কথা ও তত্ত্ব সকল জানিবার ও এই বিষয়ে লিখিত বিষয়ের সমাধান হইতে পারে সেজন্য ইহার প্রয়োজন আছে। অথবা এখনও হয়ত কেহ কোথাও আছেন যিনি বাঙ্গালায় আয়ুর্বেদের অন্যান্য সংবাদ জানিতে উৎসুক।

মহাকবি ভবভূতি বলিয়াছেন -

"যে নাম কেচিদিহ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাম্
জানন্তু,—তান্ প্রতি নৈষো যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী।"

অধ্যাত্ম শারীর

(প্রাগুক্ত)

আত্মা ও আয়ুষ

মানুষ তিনটী প্রধানভাবে অবস্থান করে, যথাক্রম —মন, আত্মা ও শরীর।

আত্মা শরীরের অধিষ্ঠাতা, শরীর আত্মার অধিষ্ঠান। আর মন অধিষ্ঠাতা আত্মার সহিত অধিষ্ঠান শরীরের সংযোজক।

মনের অপর নাম মন। মনের সহিত আত্মার সংযোগ অপেক্ষাকৃত নিত্য এবং মনই আত্মা ও শরীরের সংযোজক, এজন্য আত্মা মন বা মনের সহিত যুক্ত হইয়া শরীর ধারণ, শরীরের মধ্যে অবস্থান ও শরীর ত্যাগ করে।

মন বা মনের সহিত যুক্ত আত্মার অপর নাম জীবাত্মা বা জীব। এজন্য আত্মা যখন মন বা মনের সহিত যুক্ত হইয়া জীবরূপে শরীরের মধ্যে বাস করে, তখন সেই জীবযুক্ত শরীর হয় জীবিত এবং সেই জীব যখন শরীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখন জীব-বিযুক্ত শরীর হয় মৃত। মৃত শব্দের অর্থ শব।

আত্মা চেতন, মন বা মন অচেতন, কিন্তু আত্মা-মন যোগে চৈতন্যময় হয়, এজন্য জীব একটী চেতন পদার্থ। জীবের শরীর অচেতন, কিন্তু জীব সংযোগে চৈতন্যময় হয়। এই জন্য জীবিত শরীর চেতন এবং মৃত শরীর অচেতন।

আত্মার মূর্ত্তি নাই, মন বা মনের ও মূর্ত্তি নাই, জীবেরও কোন মূর্ত্তি নাই, কিন্তু উহার শরীরের মূর্ত্তি আছে এবং শরীর সংযোগে অবস্থান কালে শরীরের

মূর্তিই তাহার মূর্তিতে পরিণত হয়। এজন্য অমূর্ত আত্মা যখন সত্ত্ব বা মনের সহিত যুক্ত হইয়া জীবরূপে মনুষ্য শরীরে বাস করে, তখন সে মনুষ্য নামে অভিহিত হয়, অতএব আত্মা ও মানুষ অভিন্ন—বিশেষের আত্মার মূর্তি নাই, মানুষের মূর্তি আছে, কিন্তু সে মূর্তি তাহার শরীরের।

সাধারণ লোকে আত্মা দেখে তাহা স্বীকার করে, আত্মা দেখে না তাহা স্বীকার করে না—সেজন্য তাহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া মানুষকে স্বীকার করে এবং আত্মার জ্ঞান ও ধর্ম প্রভৃতি সব কিছু মানুষের বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে।

জীব শরীর সংযোগ জন্ম—বিয়োগ মৃত্যু। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী শরীর সংযোগে অবস্থিতি-কালের নাম জীবন—জীবনের অপর নাম আয়ু। আয়ু সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য যাহাতে আছে তাহার নাম আয়ুর্বেদ।

আত্মার বিনাশ নাই, এজন্য আত্মা নিত্য। কিন্তু আত্মার শরীর ও মনের বিনাশ আছে। তাহার মধ্যে শরীরের বিনাশ যেমন কালক্রমে অবশ্য ঘটিয়া থাকে, মনের বিনাশ সেরূপ নহে। সেজন্য মনের সহিত যুক্ত জীবাত্মা বা জীব অনিত্য হইলেও নিত্য। অপর শরীরের সহিত যুক্ত জীবাত্মা বা জীব সম্পূর্ণ অনিত্য হইয়া মনুষ্যরূপে অবস্থিত। যেহেতু মন হইতে বিযুক্ত হইলে আত্মার জীবভাবের এবং শরীর হইতে বিযুক্ত হইলে মনুষ্যভাবের বিনাশ হইতে পারে।

আত্মা শরীর ও মনের সহিত যুক্ত হইয়া মনুষ্য-রূপে যেখানে বাস করে তাহার নাম ইহলোক এবং শরীর ত্যাগ করিলে মনের সহিত যুক্ত হইয়া জীবাত্মা-রূপে যেখানে বাস করে তাহার নাম পরলোক। আর মনের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরলোক ত্যাগ করিয়া পরমাত্মারূপে যেখানে যায় তাহার নাম ব্রহ্মলোক।

শরীর ও মন হইতে পৃথক্ যে আত্মা তাহার অপর নাম পরমাত্মা। পরমাত্মা সুখ দুঃখের অতীত সচ্চিদানন্দময় পুরুষ। কিন্তু তিনি যে শরীর ও মনের সহিত যুক্ত হইয়া মনুষ্যরূপে বাস করে, সেই শরীর ও মন সুখদুঃখের আধার বা আশ্রয়, সেজন্য সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা ইহলোকে মনুষ্যরূপে শরীর ও মানস সুখদুঃখ সকল ভোগ করে এবং শরীর ত্যাগ করিয়া পরলোকে কেবল মানস সুখ দুঃখ সকল ভোগ করে, আর মনের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে সচ্চিদানন্দময় পুরুষ পরমাত্মারূপে বিরাজ করিতে থাকে। ইহাই জীবের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি।

আয়ুর্বেদের উদ্দেশ্য—ইহলোকে পরমাত্মার শরীর এবং মানস সুখের প্রতিষ্ঠা এবং পরলোকেও মানস সুখের নিষ্পত্তি—সে জন্য ঋষি চরক বলিয়াছেন—

"শরীরেন্দ্রিয়সত্ত্বাত্মসংযোগো ধারি জীবিতম্।"

অতএব আয়ুর্বেদ অবলম্বে চিকিৎসা শাস্ত্রের মত শারীর ও মানস রোগের প্রতিকার পন্থা নির্দেশ করিয়াই কর্তব্যের শেষ করে নাই। ইহলোক ও পরলোকের সর্বপ্রকার হিতও আয়ুর্বেদ বেদের উপাঙ্গ বা অঙ্গ বিশেষ—অথর্ববেদ। কিন্তু পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানে আত্মার স্থান নাই, সেজন্য তাহাদের চিকিৎসাশাস্ত্র আত্মাবিবর্জিত বিজ্ঞান।

শরীর ও সত্ত্ব বা মন

আত্মা যে সত্ত্ব বা মন ও শরীরের সহিত যুক্ত হইয়া মনুষ্যরূপে অবস্থান করে সেই সত্ত্ব বা মন ও শরীর আত্মার দুইটি অধিষ্ঠান বা দেহ—একটি সূক্ষ্ম, অপরটি স্থূল। সূক্ষ্ম উপাদান

সকল আত্মার উপাদানের বীজভূত পরমসূক্ষ্ম। এ জন্য উহারা পঞ্চ তন্মাত্র নামে পরিচিত, আর শরীরের উপাদান সকল পঞ্চ মহাভূত নামে পরিচিত। তন্মাত্র সকল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধময়, এজন্য তাহার উপাদানে গঠিত সত্ত্ব বা সূক্ষ্মদেহে যুক্ত হইয়া আত্মা শরীর সংযোগে অবস্থান করে এবং জগতের যাবতীয় ভোগ্য পদার্থের শুদ্ধ শব্দ, স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধকে সত্ত্বের দ্বারা গ্রহণ করে।

আত্মার সত্ত্ব নামক সূক্ষ্মদেহের উপাদান সকল ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, এজন্য তাহার উপাদানে গঠিত সত্ত্বের মধ্যে তিনটি প্রাকৃতিক গুণ অবস্থান করে। গুণত্রয়ের নাম— সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। উহাদের মধ্যে সত্ত্ব প্রধান। যেহেতু সত্ত্ব আত্মা-সংযোগে চৈতন্যময় হইয়া জগৎ রজঃ ও তমোগুণকে চৈতন্যময় করিয়া থাকে, তাহার ফলে পঞ্চবিধ অচেতন উপাদানে গঠিত আত্মার অচেতন সূক্ষ্মদেহ চৈতন্যময় হইয়া থাকে। সর্বশেষে আত্মাশ্রয়কারী ত্রিগুণময় পাঞ্চভৌতিক সূক্ষ্মদেহের অপর নাম সত্ত্ব।

আত্মার সত্ত্ব নামক সূক্ষ্মদেহের মধ্যে বুদ্ধি অহংকার মন এবং জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়সকল অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। আত্মা তাহাদের মধ্যে বুদ্ধিস্থানে অবস্থান করিয়া অহংকার বা মহৎ জ্ঞান মহৎ কর্তা এই অভিমানের বশে মনের দ্বারা জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়সকল পরিচালিত করে। এই জন্য সত্ত্বের সহিত যুক্ত আত্মার জ্ঞান ও কর্মের প্রধান সাধক এই মন এবং অনেকে প্রকৃতিবশে আত্মা শরীর ধারণ করে, নতুবা আত্মার শরীর ধারণের যোগ্যতা থাকে না, সেজন্য সত্ত্বকে মন নামে অভিহিত করা হয়—যাহার অন্য সত্ত্বের অপর নাম মন এবং উহা শরীরের সহিত আত্মার সংযোজক।

আত্মা মন বা সত্ত্বের সহিত যুক্ত হইয়া যে মনুষ্য শরীর ধারণ করে, তাহার মূল উপাদান পঞ্চমহাভূত। উহারা সত্ত্বের পঞ্চতন্মাত্র নামক সূক্ষ্ম উপাদান সকলের সূক্ষ্মাংশ সংযোগে স্থূলত্বপ্রাপ্ত। সেজন্য আত্মা যখন সত্ত্বের সহিত যুক্ত হইয়া শরীরের জন্য বাস করে তখন শরীরের উপাদানের সাবভূত সত্ত্বের উপাদান সকল শরীর উপাদান সকলের মধ্যে দুগ্ধের মধ্যে ঘৃতের বা নবনীতের মত ওতপ্রোতভাবে মিলিত থাকে, তাহার জন্য আত্মাসংযোগে চৈতন্যময় সত্ত্বসংযোগে অচেতন পাঞ্চভৌতিক উপাদানে গঠিত অচেতন শরীর চৈতন্যময় হয় এবং বিয়োগে সমাজীন অচেতন জগৎ পরিণত হয়।

আত্মার শরীরের পাঞ্চভৌতিক উপাদান সকল প্রথমে ভূমি ও জলের মধ্যে অবস্থান করে। পরে উহারা উদ্ভিজ্জ দেহে পরিবর্তিত হইয়া মধুরাদি রসে পরিণত হয়। তারপর সেই রস মনুষ্যকর্তৃক ভুক্ত ও পীত হইয়া মনুষ্যশরীরে রস ও রক্ত প্রভৃতিতে পরিণত হয়। পাঞ্চভৌতিক উপাদান সকলের এতাদৃশ পরিবর্তন বা পরিণতির নাম বিকৃতি বা বিকার। সেজন্য শরীরকে বলা হয় পঞ্চমহাভূত-বিকারসমুদায়াত্মক।

শরীর পাঞ্চভৌতিক উপাদান সকল পরিবর্তিত হইয়া মধুরাদি রস এবং রস ও রক্ত প্রভৃতিতে পরিণত হইলেও উহারা প্রকৃতিগত পাঞ্চভৌতিকত্ব ত্যাগ করে না। অধিকন্তু বিকৃতিজন্য অবস্থান্তর-পরিবর্তির গুণাধিক্য ঘটে, যাহার জন্য ভৌম ও জলীয় উপাদান সকল উদ্ভিজ্জ দেহে পরিবর্তিত হইয়া মনুষ্য শরীরে রস ও রক্ত প্রভৃতিতে পরিণত হইবার যোগ্যতা লাভ করে; নতুবা উদ্ভিজ্জরূপের ভূমি ও জলের দ্বারাই মনুষ্য শরীর পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হইত। সেজন্য শরীরের রস ও রক্ত প্রভৃতিতে পাঞ্চভৌতিক

উপাদানের গুণ এবং বল ও রক্ত প্রভৃতির বিশিষ্ট নিজস্ব গুণ একই সঙ্গে অবস্থান করে। এই জন্য জীবিত শরীরে বল ও রক্ত প্রভৃতি চৈতন্যময় এবং মৃত শরীরে উহারা অচেতন পাঞ্চভৌতিক উপাদানমাত্র। এই জন্যই আত্মা সত্ত্বের সহিত যুক্ত হইয়া শরীর ত্যাগ করিলে শরীর চৈতন্যহীন হয়। উহাকেই মরা শরীরের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি বা মৃত্যু।

আত্মার শরীর পাঞ্চভৌতিক উপাদান সকলের মধ্যে খ বা আকাশ, বায়ু, তেজ বা অগ্নি, অপ্ বা জল এবং ক্ষিতি বা ভূমি. উহাদের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। অতএব আত্মার সত্ত্ব নামক সূক্ষ্ম ভেদের উপাদানে শব্দের প্রাধান্য, আর শরীরের উপাদানে গন্ধের প্রাধান্য। এই দ্রব্যের প্রাধান্যহেতু শরীর পাঞ্চভৌতিক উপাদান সকল যখন শরীরের মধ্যে পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট, অনুগৃহীত ও উপকৃতভাবে মিলিত হইয়া অবস্থান করে, তখন আকাশের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট বায়ু একটী গতিশীল পদার্থে পরিণত হয় এবং সেই বায়ুর দ্বারা অনুগৃহীত, সমুদ্ভিত তেজ বা অগ্নি একটী সন্তাপময় পদার্থে পরিণত হয়। আর অপ্ বা জল ক্ষিতি বা ভূমিদ্বারা উপকৃত ও মিলিত হইয়া একটী স্নিগ্ধশীতল পদার্থে পরিণত হয় যাহা বায়ুর গতির নিয়ন্তৃক বা নিরোধক এবং তেজ বা অগ্নিপ্রশমক। শরীরের মধ্যে এই পদার্থত্রয়ের নাম বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্ম, ইহাই পাঞ্চভৌতিক শরীরকে ধারণ করিয়া থাকে। সেজন্য উহাদের নাম ধাতু। উহারা স্বাভাবিক প্রকৃতির বায়ু, সূর্য ও চন্দ্রের সমান বর্ণ বা গুণবিশিষ্ট।

আত্মার পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর সত্ত্ব নামক সূক্ষ্ম শরীরের আধার, এজন্য আত্মার সত্ত্বের মধ্যে অব্যক্ত ভাবে অবস্থিত বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়গণ এই শরীরের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া স্থূলভাবে অবস্থান করে। সেই জন্য শরীরের মধ্যে যে সকল স্থানে বুদ্ধি প্রভৃতি অভিব্যক্ত হইয়া অবস্থান করে, সেই সকল স্থানকে বুদ্ধি প্রভৃতির নিবাস বা অধিষ্ঠান বলা হয়। এই সকল অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত সত্ত্বময় বুদ্ধি প্রভৃতি উহাদের প্রতিরূপে অবস্থান করে, সেজন্য আত্মা সত্ত্ব বা মনের সহিত যুক্ত হইয়া শরীর ত্যাগ করিলে ঐ সকল স্থান বা আশ্রিত স্থূল শরীর পড়িয়া থাকে।

আত্মার পাঞ্চভৌতিক শরীরের ঐ সকল স্থানের নাম শ্রোত্র বা কর্ণ, ত্বক, চক্ষু রসনা ও নাসিকা। এই পাঁচটী স্থানে আত্মার সত্ত্বের অব্যক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক অভিব্যক্ত হইয়া উহাদের প্রতিরূপে অবস্থান করে, যথা কর্ণে শ্রবণেন্দ্রিয়, ত্বকে স্পর্শেন্দ্রিয়, চক্ষুতে রূপেন্দ্রিয়, রসনায় রসেন্দ্রিয় এবং নাসিকায় গন্ধেন্দ্রিয়। উহারা সবই পাঞ্চভৌতিক হইলেও এক একটী স্থানে এক একটী ভৌতিক উপাদান প্রধানভাবে অবস্থান করে, যাহার জন্য যেস্থানে যে ভৌতিক উপাদানগুলির প্রাধান্য, সেস্থানে তাদৃশ ভৌতিক উপাদানেরই গুণ গৃহীত হয়, যেমন কর্ণে আকাশের প্রাধান্য, সেজন্য কর্ণ শব্দকে গ্রহণ করে। ঐ রূপ ত্বকে বায়ুর, চক্ষুতে তেজ বা অগ্নির, রসনায় অপ্ বা জলের এবং নাসিকায় ক্ষিতি বা ভূমির প্রাধান্য। সেজন্য ত্বক স্পর্শকে, চক্ষু রূপকে, রসনা রসকে এবং নাসিকা গন্ধকে গ্রহণ করে। এই শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা গৃহীত হয় বলিয়া ইহাদিগকে ইন্দ্রিয়ার্থ বলা হয়। ইন্দ্রিয়ার্থ সকল ইন্দ্রিয় সংযোগে সত্ত্ব বা মনের মধ্যে উপনীত হইয়া স্ব স্ব স্বরূপ প্রকাশ করে, যেমন কর্ণের দ্বারা গৃহীত শব্দ বুদ্ধিস্থানে শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ার্থ সকল বুদ্ধিস্থানে উপস্থিত হইলে বুদ্ধি স্থানে অবস্থিত আত্মা

তাহাদিগকে গ্রহণ বা ভোগ করিয়া ভোক্তা, দ্রষ্টা, শ্রষ্টা, স্রষ্টা ও জ্ঞাতা নামে অভিহিত হয়।

জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ যে-ভাবে বা যে-উপায়ে ইন্দ্রিয়ার্থ সকল গ্রহণ করে, তাহার নামে অভিহিত হয়,যেমন শব্দেন্দ্রিয় শ্রবণের দ্বারা শব্দকে গ্রহণ করে, সেজন্য শব্দেন্দ্রিয়ের অপর নাম শ্রবণেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় ত্বকের দ্বারা স্পর্শ গ্রহণ করে, এজন্য স্পর্শেন্দ্রিয়ের অপর নাম ত্বগিন্দ্রিয়। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল। এই সকল ইন্দ্রিয় যে সকল স্থানে অবস্থান করিয়া যথাযথভাবে ইন্দ্রিয়ার্থ সকল গ্রহণ করে, সেই স্থান তাহাদের নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান কর্ণ, নেত্র প্রভৃতির উপযোগী করিয়া নির্দিষ্ট। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান সকল নির্দিষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট হইয়া শরীরে অবস্থান করে। এই সকল স্থানের বিকৃতির জন্য ইন্দ্রিয়ার্থ সকল ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা গৃহীত হয় না অথবা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয় সেই অধিষ্ঠান ত্যাগ করিলেও ইন্দ্রিয়ার্থ গৃহীত হয় না।

আত্মা যখন মন বা মনের সহিত যুক্ত হইয়া পাঞ্চভৌতিক শরীরে বাস করে, তখন সত্ত্বের তারতম্য বা বায়ুরূপ মনঃ ও তমঃ আত্মাসংযোগে বৈগুণ্যযুক্ত হইয়া শারীর বায়ুরূপ বায়ু পিত্ত ও কফ বৈগুণ্যযুক্ত করিলে একটী অপূর্ব শক্তিতে পরিণত হয়—উহার নাম প্রাণ। এই প্রাণ বায়ুপ্রকৃতির বায়ু, সূর্য ও চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া শরীরকে প্রাণযুক্ত করিয়া রাখে। সেজন্য আত্মা যখন মন বা মনের সহিত যুক্ত হইয়া শরীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখন শরীর প্রাণহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় —সেজন্য মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—"যস্মিন্ অপায়তে প্রাণাঃ তদ্ভাতি"—শারীরম্।

আত্মার শারীর বায়ু—বায়ু, পিত্ত ও কফ এবং মানস বায়ু—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ইহাদের দুইটী অবস্থা, সম ও বিষম। সম অবস্থায় ইহাদের দ্বারা শরীর ও মন স্বাভাবিক ভাবে থাকে, সেজন্য তখন শরীর ও মন নীরোগ ও সুখময় হয় এবং বিষম অবস্থায় তাহা শরীর ও মনকে বিকৃত বা দূষিত করিয়া থাকে, সেজন্য শরীর ও মন তখন দুঃখময় হয়। এই শারীর ও মানস সুখ ও দুঃখ আত্মা ভোগ করিয়া থাকে। ইহাই আত্মার শারীর ও মানস সুখ দুঃখের হেতু এবং ইহার দ্বারায় বা আশ্রয় শরীর ও মন। অতএব সুখময় আত্মার শারীর ও মানস সুখের হেতু বায়ু সকলের সমতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং বিষম হইলে সমতাবিধান করিয়া দুঃখের নিবৃত্তি করিতে পারা যায়—ইহাই শারীর ও মানস চিকিৎসার মূল সূত্র। সেজন্য ঋষি চরক বলিয়াছেন

"বায়ুসাম্যক্রিয়া তেষাং তন্ত্রস্যাস্য প্রয়োজনম্।"

আত্মার শারীর ও মানস সুখ দুঃখের হেতু বায়ু সকলের সমতা ও বৈষম্যের কারণ তিনটী—কাল, অর্থ ও ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, যথা কাল—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত প্রভৃতি ঋতু সকল। ইহাদের সহিত আত্মার শরীর ও মনের নিত্যসম্বন্ধ, যেহেতু এই কালই শরীর ও মনকে পরিবর্তিত করিয়া থাকে। সেজন্য কাল বা ঋতু সকল যখন স্বাভাবিকভাবে আবির্ভূত, অবস্থিত ও তিরোহিত হয়, তখন শরীর ও মনের কোনপ্রকার বিকৃতি ঘটে না। সেজন্য শরীর ও মন তখন বিকৃত বা ব্যাধিগ্রস্ত হয় না, সুখময় থাকে এবং কাল যখন বিকৃত বা বিপর্যস্ত হয় অর্থাৎ অস্বাভাবিকভাবে আবির্ভূত, অবস্থিত ও তিরোহিত হয়, তখন শরীর ও মন বিকৃত বা ব্যাধিগ্রস্ত হয় যেহেতু কালের স্বাভাবিকত্বায় শরীর

ও মনের ধাতু সকল সমভাবে থাকে। আর কালের অস্বাভাবিকতায় শরীর ও মনের ধাতু সকল বিষম হইয়া থাকে।

কাল বা ঋতু সকলের বৈষম্য বিবিধ, যথা অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ। কালের অযোগ—ঋতু সকলের অভাব বা অল্প মাত্রায় আবির্ভাব, অতিযোগ—অতিরিক্ত মাত্রায় আবির্ভাব, মিথ্যাযোগ—অথবা ভাবে আবির্ভাব ও তিরোভাব অথবা একের মধ্যে অপরের আবির্ভাব, যেমন শীতকালে বর্ষা প্রভৃতি।

কর্ম্ম ত্রিবিধ—শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক। ইহারা বিবিধ—চিত্ত ও অচিত্ত। চিত্ত ধাতুস্থ দোষের ফলে শরীর ও মনের ধাতু সকল সম বা স্বাভাবিকভাবে থাকে—শরীর ও মনের কোনপ্রকার বিকৃতি ঘটে না, তাহাই চিত্ত, আর অচিত্ত—ইহার বিপরীত অর্থাৎ ধাতুস্থ দোষের ফলে শরীর ও মনের ধাতু সকল বিষম হয়।

অচিত্ত কর্ম্মের কালের মত ত্রিবিধ, যথা—একেবারে কর্ম্ম না করা বা অসম্পূর্ণভাবে কর্ম্ম করা, কর্ম্মের অযোগ। অতিযোগ—সামর্থ্যের অতিরিক্ত কর্ম্ম করা এবং মিথ্যা যোগ—কর্ম্মের বিষম সকল না জানিয়া অন্যভাবে কর্ম্ম করা।

ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ ইন্দ্রিয়ার্থ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস ও গন্ধ, ইহাদিগকে ইন্দ্রিয়গণ গ্রহণ করে বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ বলে। ইন্দ্রিয়ার্থ সকল ত্রিবিধ সাম্য ও অসাম্য। সাম্য যাহাদের দ্বারা আমার শরীর ও মনের ধাতু সকল সম বা স্বাভাবিকভাবে থাকে, যাহার ফলে আমার শরীর ও মনের হিত বা সুখ হয়, তাহার নাম সাম্য। আর অসাম্য—যাহাদের দ্বারা আমার শরীর ও মনের ধাতু সকল বিষম বা বিকৃত হয়, অর্থাৎ শরীর ও মনের অহিত হয় বা অসুখ হয়।

এই ইন্দ্রিয়ার্থ সকলের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে যাহারা ভাবে ইন্দ্রিয়গণের সহিত ইন্দ্রিয়ার্থের সংযোগ ঘটে, সেই সংযোগ ত্রিবিধ—সম্য ও বিষম। সম্য—স্বাভাবিক, বিষম—অস্বাভাবিক। স্বাভাবিক একই প্রকার, অস্বাভাবিক তিন প্রকার—অযোগ অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ। অযোগ একেবারে ইন্দ্রিয়ার্থের অভাব বা অল্পতা। অতিযোগ—অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, আর মিথ্যা যোগ অন্যরূপ ইন্দ্রিয়ার্থের সংযোগ।

অতএব ইন্দ্রিয়ার্থ সকল সাম্য বা অসাম্য অর্থাৎ আমার হিতকর বা অহিতকর—ইন্দ্রিয়ার্থ সকলের সহিত ইন্দ্রিয়গণের যে সংযোগ তাহার সাম্য বা স্বাভাবিকতা এবং বৈষম্য বা অস্বাভাবিকতা।

আমার শরীর ও মানস সুখ দুঃখের কারণ কাল, কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগের মধ্যে অন্যতম কারণ যে কর্ম্ম, তাহার মূল—প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি। যেহেতু বুদ্ধি ব্যতীত কোন কর্ম্মই সম্পাদিত হয় না সেই হেতু বুদ্ধি যদি নির্দোষ হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের ফল হিত হয়, যাহার ফলে আমার শরীর ও মন সুখময় হয়; আর যদি সেই বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা দোষযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে আমার শরীর ও মনের অহিত বা দুঃখ হয়। সেজন্য দোষযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা কৃতকর্ম্ম সকলকে প্রজ্ঞাপরাধ বলা হয়।

মানুষের যাবতীয় মানস সুখ দুঃখের হেতু সকলের শক্তিসমূহ এখানে দেওয়া হইল।

বিস্তারিত বিবরণ মূল সংহিতাগ্রন্থ হতে দেখিয়ে পাওয়া যাইবে।

অধিক লেখক নির্দেশিত পাঠের ও মানসরোগের কেহ সকল জানিয়া চলিলে সমস্ত বিশ্বের জনসমাজের কল্যাণ হইতে পারে, এরূপ বিশ্বজনীন চিকিৎসা উপদেশ আয়ুর্বেদভারতীর অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আয়ুর্বেদকে শুধু চিকিৎসা-শাস্ত্র বা কবিরাজী গ্রন্থ বলা অসঙ্গত। (ক্রমশঃ)

উদাবর্ত্ত ও তাহার চিকিৎসা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চক্রপাণি

আমায় রোগ—উদাবর্ত্ত রোগে যে সমস্ত ঔষধ ও রোগের অবস্থা আছে আমাশয় রোগেও তাহাই প্রযুজ্য—কোষ্ঠবদ্ধে বিরেচনার্থ নারচূর্ণ, ত্রিফলা-ঘৃত, ত্রিফলাবলি, নিম্নস্থবস্তি - অং, ত্রিফলা বিরেচনোপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রথমে কোষ্ঠশোধক ঔষধ, সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিবর্দ্ধক চূর্ণবটিকাদি, হিঙ্গাষ্টক-চূর্ণ, হাব ও বমন প্রভৃতির জন্য পরস্পরী, মদনফল প্রভৃতি দেয়। কিন্তু কোষ্ঠশোধক ঔষধ প্রয়োগে কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে বমন ও ক্রিয়া হ্রাস পাইবে না।

ভঙ্গি, পৃশ্নি, ভল্লাতক ও ত্রিফলা যোগে যেরূপ প্রকাশ পাইলে স্নেহক ও অনিষ্টবর্দ্ধক ঔষধসমূহ উহা দূরীভূত করা যায়।

বায়ু স্তম্ভিত হইয়া উর্দ্ধ ও অধোগতি রুদ্ধ হইলে পর পর প্রযোজ্যমূহের বমন ও বিরেচনযোগ প্রয়োগ।

পরে বাতঘ্নউষ্ণপ্রলেপ, উষ্ণজলের স্নেহ, জলবস্তি বা ত্রিফলাক্বাথবস্তি প্রভৃতি, উক্ত জলপানে পুনঃ পুনঃ রোগীকে বমাইতে হয়—প্রয়োজনবোধে ইন্দ্রযবাদি, বৈজয়ন্ত প্রভৃতি ঔষধ, নিরূহবস্তি প্রভৃতি অবস্থানুসারে। এইরূপে রোগীকে চিকিৎসার সহিত লঘু পথ্য বা লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য। সুধাবাট ঈষদুষ্ণ হইলে সাবু, বার্লি, খৈ ও দুগ্ধ প্রভৃতি। সঙ্গে সঙ্গে পরিপাকের জন্য অগ্নিমুখচূর্ণ, হিঙ্গুদোচূর্ণ, বৈশ্বানরচূর্ণ, তাম্বূলবল্লী, বাসকাদ্য প্রভৃতি দিতে হয়।

আমাশয় ও উদাবর্ত্তের অন্যান্য ঔষধ—দশমূলক্বাথ, ত্রিফলাক্বাথ, দশমূলক্বাথ প্রভৃতি ঔষধ ও বেদনার রাস্নাদিচূর্ণ, আমবাতারিবটী, যোগরাজগুগ্গুলু প্রভৃতি প্রযুজ্য।

পথ্য—সাবু বা খৈর সহ মুগ, মুসুর বৃদ্ধির সহিত পুরাতন শালিধান্যের অন্ন, চাঁইকা মাছের ঝোল, পটল, ডাঁটা বেগুন, সজিনাশাক, মুগ ও মসুরের যূষ প্রভৃতি দেয়। দধিমাংস ও কোষ্ঠবদ্ধির পথ্যাপথ্য বিবেচ্য। গুরুপাক দ্রব্য, তৈল, সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য, ক্ষীর, সোনাগু, মিষ্টান্ন, মিঠাই প্রভৃতি নিষিদ্ধ। শারীরিক পরিশ্রম, স্ত্রীসহবাস প্রভৃতি যতদূর সম্ভব বর্জ্জনীয়।

বেদান্ত বা উপনিষৎ-তত্ত্বে আয়ুর্বেদের স্থান

বাচস্পতি পণ্ডিত শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন শর্মা বৈদ্যশাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ,
এম্ এস্ এস্ সিদ্ধান্তকৌমুদী, আয়ুর্বেদাচার্য, ২৪ পরগণা

"আয়ন্তি বেদা কিল সীমকালি,
ব্রহ্মাণ্ড যে ভারত ভূমিভাগে,
বর্ণাশ্রমধর্মাশ্রিত মার্গভূতে,
তত্রাবতীর্ণাঃ পুরুষাঃ সুরম্যাঃ।
কর্ম্মণা সঞ্চিতং তৎ ফলানি,
সংভুজ্য বিদ্বৌ পরমাত্মরূপে,
অবাপ্যতাং কর্ম্ম মহীয়মন্তে,
তস্মিন লয়ঃ যে ত্বমলাঃ প্রয়ান্তি।
জানৌঘ এতত্ বয়ং বিলীনে,
স্বর্গপ্রদে তস্মিন দেহ বন্ধাৎ,
পাপপ্রায়ো ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যাঃ,
যে ভারতে দেহিন বিপ্রহীনাঃ।"
(ভগবান বেদব্যাসকৃত)

"দেবতা যাহিল যার সে সুরম্য বড় ভারতবর্ষ,
সেই ভারত নিবাসী মানব যতান সে সুখস্পর্শ,
স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের আধার মহান বর্ষে,
নিতান্ত হ'য়ে দেবার মানুষ ব্রতী হয় নিজ কর্ম্মে,
এইতো আসন কর্ম্মের ফল পরম সে পদে দিয়া,
মোক্ষের পদে লীন হয় নর বিভু কলনা লভিয়া,
তবে সেই ভাবে লীন হ'য়ে যাবে মোক্ষের স্বর্গ-পুণ্য,
তবে সে ভারতে লভিয়া জনম দেবতা হইবে ধন্য,
সব ইন্দ্রিয়, সকল ভাবনা লইয়া বিপুল ভব,
মানুষের রূপে পাইবে দেবতা লাভের ভারতবর্ষ।"
অনুবাদক শ্রীবিভু (জ্ঞান ভারত)

এই ছিল প্রাচীন ভারতের আর্যজনের বরণীয় প্রার্থনা। ভারতীয় জনগণের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে প্রতিধ্বনিত হইত এই মর্মস্পর্শী মানবকামনা। ইহাই ছিল আর্যজাতির জাতীয় সঙ্গীত।

বর্তমানে কালচক্রের নিষ্পেষণে ভারতের জাতীয় সত্তা বিমিশ্রপ্রায়। অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহের মধ্যে আজিও ভারতের শাশ্বত সনাতন সত্তাকে ভারতীয় সাধকবৃন্দ সাহিত্যের অগ্নি-মন্থনের মত প্রজ্বলিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই ভারতই বহুকাল দেবাসুর যক্ষ, রক্ষ মানব, দৈত্য ও ব্রাহ্মণগণের হেয় অত্যাচার সহ্য করিয়াছে এবং অদ্যযুগে ও বর্তমান যুগেও (ভারতেতর) বিদেশাগত বহু বর্বর জাতি – শক, হূণ যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতির বহু পীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করিয়াও এতদিন ভারতীয় হিন্দুজাতিই তাহার পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত নিজস্ব সনাতন সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য সমুন্নত জাতি-সমূহের প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং কৃষ্টিসমূহ কালস্রোতে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু বর্তমান জগতে যে দানবীয় সভ্যতা উগ্ররূপে প্রকট হইয়া নিখিল বিশ্বকে গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছে, দুর্দৈববশতঃ তাহার করালরূপ ভারতেও প্রকট হইয়া ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইলেও ভারতীয় সত্তাকে রক্ষা করিবার জন্য যুগে যুগে মহান শক্তি আবির্ভূত হইয়াই ভারতের শাশ্বত সনাতন বিধি ও জ্ঞানধারাকে রক্ষা করিয়াছে। এজন্যে চাই, শুধু তীব্র ব্যাকুলতা ও অন্তরস্থ বিভু প্রেমের তীব্র সাধনা।

আমার এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু—"বেদোক্ত বা উপনিষদ-তত্ত্বে" আয়ুর্বেদের স্থান। তাই সংক্ষেপে উপনিষদের ভাববারা প্রসঙ্গত কিছু আলোচনা সঙ্গত মনে করি।

উপনিষদ শাস্ত্র—ব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্র বা বেদোক্ত শাস্ত্র।

"সনাতন বেদ-শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ডকে বেদের শিরোভাগ উপনিষদ বা মোক্ষধর্মশাস্ত্র বলিয়া ধরিয়া হয়। ইহার দ্রষ্টা ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ। ঋষি শব্দের অর্থ—"দর্শনাৎ ঋষিঃ" যাঁহারা আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, জগৎ-তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছেন নিজ্ঞানচক্ষু-বলচক্ষু দ্বারা তাঁহারাই ঋষি।"

প্রাচীনকালে ভারতে ঋষি সমাজে যে জ্ঞানের প্রবাহ প্রচলিত ছিল, তাহার সাধারণ নাম বেদবিদ্যা হইত বিদ্যা।

"নানা হ বৈ বিদ্যা ও অবিদ্যা ও।" ছান্দোগ্য—১।১।১০

"বিদ্যা দুই প্রকার—বিদ্যা এবং অবিদ্যা। অবিদ্যা অজ্ঞান, অর্থ—বিদ্যা অক্ষর।"

"অক্ষরং হ বিদ্যা অমৃতত্বং তু বিদ্যা।"

শ্বেতাশ্বতর—৫।১

"বিদ্যার ফলে অমৃতত্ব লাভ হয়।"

"বিদ্যয়া বিন্দতে অমৃতম্"। কেন।১২

"বিদ্যাঽবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"।

ঈশা-১১

বিবেকবৈরাগ্যোদয়ে অধ্যবসায়সম্পন্ন যে মুমুক্ষু বেদবিদ্যা বিজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা এবং কর্মতত্ত্ব ও উপাসনা তত্ত্ব জানেন, তিনি বিদ্যাবলে, অর্থাৎ বেদোক্ত ঈশ্বরোপাসনাদ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার পর দেহ, কাল, তত্ত্ব, মৃত্যু অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা পরমানন্দ লাভ করেন।"

যে বিদ্যার ফলে অমরত্ব লাভ হয়, সে বিদ্যা সাধারণ জ্ঞান নহে, তাহা ব্রহ্মজ্ঞান। সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিজনিত কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বোধজনিত ইহা অক্ষর। সাধারণ জ্ঞানের চরম অবস্থা বিজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞানের বিকশিত অবস্থা প্রজ্ঞান।

"প্রজ্ঞানেনৈনম্ আপ্নুয়াৎ।" কঠ ২।২৪

প্রাচীনকালে এই বিদ্যা নানাভাগে বিভক্ত ছিল। বিষ্ণুপুরাণকার বিদ্যার অষ্টাদশ বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ চারিবেদ, ষড়বেদাঙ্গ, (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ) মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র—বিদ্যার এই অষ্টাদশত্বের।

বিদ্যা নানা বৈচিত্র্যে বিভিন্ন হইলেও ঋষিগণ ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরাচৈবাপরাচ"। অপরা বিদ্যা কি? উত্তরে—'ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং

ছন্দো জ্যোতিষমিতি।" মুণ্ডক ১।১।৫

"অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

মুণ্ডক—১।১।৫

এই অক্ষর ব্রহ্মকেই ঋষিগণ ব্রহ্মবিদ্যা বা পরা বিদ্যা বলিয়া অভিহিত করিতেন। "তম অক্ষরং ব্রহ্মেতি অভিবদন্তি।" বৃহদা—৩।৮।৮

এই ব্রহ্মবিদ্যার সাধারণ নামই উপনিষদ। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ এই বিদ্যাকেই সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদবিদ্যা অথর্ববেদান্তর্গত, তাই ইহা অপরা বিদ্যা—যাহা উপনিষদে অন্য বিদ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে। উপনিষৎ শাস্ত্র ব্রহ্মবিদ্যা (অক্ষর বিদ্যা) প্রতিপাদক শাস্ত্র। তবে ঋষি শিরোমণিগণ কর্মময় যজুর্বেদান্তর্গত

"গর্ভোপনিষদ্" খানি আয়ুর্বেদোক্ত মাত্র জীবের উৎপত্তিবিষয়ক সংজ্ঞা সম্বন্ধেই বর্ণনা আছে, তাহা কেন মোক্ষশাস্ত্র উপনিষদ্ বলিয়া ধর্ণিত হইয়াছে, ইহাই বিচার্য বিষয়।

মহর্ষি চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিগণও আয়ুর্বেদগ্রন্থকে চতুর্বর্গফলপ্রদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং মহর্ষি পিপ্পলাদ ঋষি প্রশ্ন করে এইরূপ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন—

"শৈপ্পলাদঃ মোক্ষশাস্ত্রঃ পরিসমাপ্তম্, শৈপ্পলাদঃ মোক্ষশাস্ত্রং পরিসমাপ্তং।

এক্ষণে এই বিষয়ের উত্তম আলোচনা করা প্রয়োজন। মোক্ষপথের পথিক হইতে হইলে প্রথমতঃ জীবকে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। জীব কে? কিভাবে সে জন্মগ্রহণ করে? জীবদেহে নানা ব্যাধি ও জন্মাগ্রহণ হইয়া কিভাবে প্রাণত্যাগ করে? ত্রিবিধ তাপে তাপিত মানবের মধ্যে এই সমস্ত আগ্রহ হইলেই তাহাকে জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য জানিতে হইবে। অর্থাৎ কিভাবে জন্ম হয়? গর্ভবাসে তাহার কি দারুণ কষ্টাদুভব হয়? ভূমিষ্ঠ হইবার পর এ দেহের পরিণতি কি? মৃত্যুর পর তাহার গতি কি হইবে? ইহার স্বরূপ অবগত হইতে পারিলেই নির্বেদযুক্ত হইয়া মোক্ষপথের অধিকারী হইতে সক্ষম হইতে পারিবে।

তাই আয়ুর্বেদ বিদ্যা শুধু জীবদেহের ব্যাধি নিরাময় করিয়া অবসর গ্রহণ করে নাই। ইহার মধ্যে জীবদেহের তাবৎ প্রয়োজন-সাধক (অন্নাদেমূলের তত্ত্ব নিহিত থাকায় উপনিষদেও ইহার স্থান হইয়াছে।

স্মৃতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে ঋষি পিপ্পলাদ গর্ভোপনিষদ্‌যোনি বর্ণনা করিয়াছেন। গর্ভোপনিষদের "গর্ভবাসের জীবের কি ভয়ঙ্কর যাতনার কথা বর্ণনা করিয়াছেন," তাহার একটী শ্লোক যথা "গর্ভবাসের সময়ে গর্ভস্থ শিশু দুঃখে আর্তনাদ করিয়া শ্রীশ্রীভগবানের নিকট গর্ভমুক্ত নিষ্ক্রমণজন্য কাতর প্রার্থনা করিতেছে" তাহা বর্ণনা করিতেছি।

"পূর্বযোনি সহস্রাণি দৃষ্টা চৈব ভবোময়া।
আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পিতা মাতোবিধাঃ স্তনাঃ।
জাতস্যৈব মৃতস্যৈব জন্মচৈব পুনঃ পুনঃ।
অন্যথা পরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম শুভাশুভম্।
একাকী তেন দহ্যেঽহং গতাস্তে ফলভোগিনঃ।
অতো দুঃখাদহো নান্যো ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্।
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং ন করিষ্যে পুনর্ভবম্।
অশুভক্ষয়কর্তারং বক্ষ্যে মুক্তি প্রদায়কম্।
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং যাস্যে যোগ মহাসনে।
অশুভক্ষয়কর্তারং বক্ষ্যে মুক্তি প্রদায়কম্।
যদি যোন্যাঃ প্রমুক্তাস্মি ব্যাপ্তে ব্রহ্মসনাতনম্।

গর্ভো—৬ষ্ঠ

"৬ষ্ঠ মাস যখন নবম মাসে পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন হইয়া জীবসংজ্ঞায় পরিণত হয়, তখন এই প্রকার চিন্তা করিতে থাকে যে, "আমি পূর্বে সহস্র সহস্র যোনি পরিভ্রমণ করিয়াছি। তৎপর যোনি হইতে নির্গত হইয়া বিবিধ ভোজ্যবস্তু আহার করিয়াছি ও নানা-প্রকার স্তন্যপান করিয়াছি। একবার জন্ম, আবার মৃত্যু, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু এই প্রকার পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু ভোগ করিয়াছি। আমি পরিজন পোষণের নিমিত্ত কতই না শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, কিন্তু যাহাদের নিমিত্ত করিয়াছি, তাহারা তাহার ভাগী হইতেছে না। একা আমিই সেই শুভাশুভ কর্মের দ্বারা বদ্ধ হইতেছি। কি পরিতাপের বিষয়। আমি এখন এই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। ইহা হইতে উদ্ধারের আর কোনই উপায়

দেখিয়েছি না। যদি এবারে এই যোনিদ্বার হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে অন্তত অন্তরাত্মা, মুক্তিফলদাতা ভগবানকে ভজনা করিব। আবার ভাবিতেছি, যদি এই যোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে অন্তত বিদ্যাধী, মোক্ষফলপ্রদ নারায়ণকে সেবা করিব। যদি এবারে যোনি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারি, তবে অন্তত বিদ্যাসক সাধুযোগ অভ্যাস করিব। আবার যদি যোনি হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, তবে সনাতন ব্রহ্মপদার্থের ধ্যান করিব।" ৬। গর্ভোপনিষৎ।

"অথ যোনিদ্বারি সংপ্রাপ্তো জন্তুঃ পীড়ামানো মহতা দুঃখেন জাতমাত্রস্তু বৈষ্ণবেন বায়ুনা সংস্পৃষ্ট স্তদা ন স্মরতি জন্মমরণানি ন চ কর্ম্ম শুভাশুভং বিন্দতি।" ৭। গর্ভোঃ

"এই প্রকার চিন্তা করিয়া গর্ভস্থ শিশু যোনিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন জন্তুর পীড়নে অতিশয় দুঃখ পাইয়া জন্ম লাভ করে। সেই সময়ে বৈষ্ণবী বায়ুদ্বারা বিমুগ্ধ হইয়া জন্মমরণাদি স্মরণ করে না এবং শুভাশুভ কর্ম্মও আর জানিতে পারে না।"

চরক সংহিতাতেও অবতারণা প্রসঙ্গে বর্ণনার তৃতীয় অধ্যায় ১০ শ্লোকে বর্ণিত আছে যে—

"তমুবাচেশ্বরঃ ক্রোধাদ্ যস্মাদ্ দোষৈরভিপ্লুতঃ।
জন্মাদৌ নিধনে চ ত্বমপি চাবাপ্স্যসে চ তৎ॥
সন্তাপঃ সাধ্বসং তৃষ্ণা চাস্য মর্ম্মোপঘাতিনঃ।
অস্য প্রভবতো জন্মাদৌ নিধনে চ জন্তুঃ॥"

তখন ঈশ্বর ক্রোধভরে কহিলেন যে তুমি জন্মতে জন্ম লইয়া যাহা কর।

তুমি জীবের জন্ম ও মৃত্যুকালে আবির্ভূত থাকিবে। সন্তাপ, ভয়, তৃষ্ণা, অন্তর্দাহ ও জ্বরে ব্যথা এইগুলি তোমার প্রভাব। তব প্রভাবেই জীবের জন্ম ও নিধন সময়ে ঘোর অজ্ঞান আবির্ভূত হয়। তখন প্রাণান্তে সেই অজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হওয়াতেই জীব পূর্ব্বজন্মের কথা সকল বিস্মৃত হয়। চরক - চিকিৎসিত।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বিদ্যা ত্রিবর্গসাধক না হইয়া কেন মোক্ষপ্রাপ্তিরও একটী অন্যতম কারণ হইল এবং আয়ুর্বেদ কেন "সুখায়ু চিকিৎসা বিজ্ঞান" ও চতুর্বর্গ ফলপ্রদ বর্ণিত হইয়াছে? ইহা বেদানুগত হইয়াও উহার মোক্ষ বিষয় প্রতিপাদক কেন? নিম্নে সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করা যাইতেছে।

জীবের কল্যাণ কামনায় ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ বর্ণিত হইয়া যান প্রভাবে তাঁহারা জীবনপ্রদ এই সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং হিমবৎ-পার্শ্বে সুখোপবিষ্ট হইয়া এইরূপ পৃচ্ছাজিজ্ঞাসা কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন। যথা—

"সুখোপবিষ্টাস্তে তত্র পৃচ্ছাভক্তু কথা বিদাম্।
ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণামারোগ্যং মূল মুত্তমম্।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ।
আদৌ সুখস্য দুঃখানামাহারো মহানয়ম্।
কঃ স্বাস্থ্যং স্মাতুমাতুরঃ কিমাতুরস্য প্রয়োজনম্।" চরক-সূত্র। ৩।

"আরোগ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রধান কারণ। রোগসমূহ সেই চতুর্বর্গপ্রাপক জীবনের অপহর্ত্তা। এই রোগ আদুর্ভাব মানবের আহার অন্তরায় স্বরূপ। ইহাদের প্রশমনোপায় কি? এই বলিয়া ধ্যানস্থ হইলেন।"

যে "আয়ুর্বেদ বিদ্যা" মনুষ্যদিগের ইহলোকে ও পরলোকে হিতকর, যাহা বেদবিদ্গণেরও পূজিত, সেই পবিত্রতম বিদ্যা সমাধ্যানে অবগত হইয়া ভূলোক হইতে স্বর্গলোকে আনিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

আয়ুই জীবনাধার ; শরীর, ইন্দ্রিয়বর্গ, মন ও আত্মার (চেতনাধাতু) সংযোগকেই আয়ু কহে এবং ইহারা পরস্পরকে ধারণ করিয়া অবস্থান করে।

তাই আয়ুর্বেদের "মূল সত্য" অপরিবর্ত্তনশীল নিত্যবস্তু। দেশ, কাল ও প্রভাব প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন কেহ যখন যে যে অবস্থায় প্রহণ করে, অথবা নৈসর্গিক বিপর্য্যয় কেহ আমাদিগের যাহা উপর চলুক সম্ভব, তাহার অথচ বীজও উহাতে নিহিতেবিত আছে।

"উর্দ্ধমূলঃ অবাক্‌শাখঃ এষ কৃত সনাতনঃ।"

আয়ুর্বেদ কল্পবৃক্ষের মূল উদ্ভেদে। তাই আয়ুর্বেদের মূল সূত্রসমূহ বেদান্ত প্রতিপাদ্য অনাদি সত্যবস্তু।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান যেমন প্রধান ভাবে পদার্থ বিজ্ঞান (Physics) ও রসায়ন বিজ্ঞানের (Chemistry) উপর প্রতিষ্ঠিত, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানও সম্পূর্ণরূপে দর্শন শাস্ত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। যদি কোন চিকিৎসা বিজ্ঞান এই অপরিহার্য তত্ত্বকে গৌণ বা উপেক্ষা করে তাহা কখনও "জীবন-বিজ্ঞান" নহে।

সৃষ্টি প্রবাহের মধ্যে দুইটী মূল ভাব বিদ্যমান আছে, উক্ত দুইটী ভাব যথাক্রমে বাষ্টি ও সমষ্টিভাব। এই বাষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্যকে অবলম্বন করিয়া জগতের সৃষ্টিতত্ত্বের জটিল রহস্য উদ্ঘাটন করাই দর্শন শাস্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য।

একটী ব্রহ্মাণ্ডের যে তত্ত্ব ও শৃঙ্খলা একটী পরমাণুতেও সেই তত্ত্ব ও শৃঙ্খলা সমভাবে বিদ্যমান আছে, ইহা সৃষ্টিতত্ত্বের মূল রহস্য। সুতরাং জীবদেহের সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞানদ্বারাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্বের পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয়, এবং ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি জ্ঞান হইতেই জীবদেহের সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞান হয়।

আমাদের দেশের পল্লী অঞ্চলে সাধারণ অজ্ঞ মানুষের মধ্যেও একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যে "যাহা আছে এই ভাণ্ডে, তাহা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। যাহা নাই এই ভাণ্ডে, তাহা নাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।"

এই জীব দেহের সৃষ্টিতত্ত্বের মূল রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া আয়ুর্বেদাচার্য্যগণ জগতের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও শৃঙ্খলার সন্ধান করিয়াছেন, এইরূপে বাহ্য জগতের তত্ত্ব ও শৃঙ্খলার মধ্যে বাষ্টি জীবদেহ তত্ত্ব ও শৃঙ্খলা সমন্বয় করিয়াছেন। বাষ্টিভাব ও সমষ্টিভাবের মধ্যে জীবদেহের ও জড় জগতের যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে তাহাকে ভিত্তি করিয়াই আয়ুর্বেদের পাঞ্চভৌতিক তত্ত্ব, ত্রিদোষতত্ত্ব ও রস, বীর্য, বিপাক, প্রভাব প্রভৃতি মূল তত্ত্বগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার করিয়া অপূর্ব "জীবন-বিজ্ঞানের" সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আয়ুর্বেদ বা "জীবন-বিজ্ঞান" আনুষঙ্গিক সম্পূর্ণরূপে দর্শন শাস্ত্র বা বেদান্ত শাস্ত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। জড় ও চেতনের বিচিত্র সমবায়ে যে জীব উৎপন্ন হয়, সেই জীবের স্বরূপ অবধারণ প্রসঙ্গে মহর্ষি চরক বলিয়াছেন যে -

"সত্ত্বমাত্মা শরীরঞ্চ ত্রয়মেতৎ ত্রিদণ্ডবৎ।
লোকস্তিষ্ঠতি সংযোগাত্তত্র সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
ন পুমান্ নেতরঃ তত্ত্ব তদ্ধাধিষ্ঠানতা স্মৃতম্।"

মহর্ষি সুশ্রুতও চিকিৎসিতস্থান পুরুষের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে—

"পঞ্চ মহাভূত শরীরি সমবায়ঃ পুরুষঃ।"

এতদ্বারা পুরুষকে বুঝিতে হইলে সত্ত্ব, আত্মা, শরীর অথবা পঞ্চ মহাভূত, চৈতন্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাম, আত্মা

এবং উহাদের বিচিত্র সমবায় প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বগুলি সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা পুস্তকের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উহাদের একটি জড় বা পাঞ্চভৌতিক উপাদান এবং অপরটী অতীন্দ্রিয় চেতন পদার্থ। এই জড় ও চেতনের বিচিত্র সমবায়ের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ের তাৎপর্য্যসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া উহাদিগের সাহায্যে ব্যাধিসমূহের প্রশমনী নির্দ্দেশ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র একটি মহাসম্পূর্ণ, প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ "জীবন-বিজ্ঞান"রূপে দর্শন শাস্ত্রের বিভিন্ন উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই আয়ুর্ব্বেদই আর্য্যচিকিৎসা বিজ্ঞানের "চরম লক্ষ্যস্থল"। আয়ুর্ব্বেদ থাকিলেই মানবজাতি জন্মব্যাধির হাত হইতে মুক্ত থাকিয়া অতুলন সৌন্দর্য্যবান ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া জীবিত থাকিতে পারে। তাই আর্য্য ঋষিকুল তপস্যাতে অন্যান্য ব্যাধির জন্য এবং বিশ্বকল্যাণের ব্যাধিপ্রমুক্ত আর্ত্তনাদে ব্যথিতহৃদয় হইয়াই জীবকল্যাণোদ্দেশে এই আয়ুর্ব্বেদবিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা কি গৃহস্থ কি বানপ্রস্থী, সন্ন্যাসী সকলেরই সমানভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় বলিয়াই "আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান" বেদের সহায়ক ও চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনে বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥" স্মৃতি।

তাই চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে যুক্তি ন্যায়শাস্ত্র প্রণেতৃবর গোতম-বৈশেষিক-সাংখ্য-পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন সমূহের প্রমাণোপযোগী অংশসমূহ গ্রহণ করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয়পূর্ব্বক "আয়ুর্ব্বেদ" শাস্ত্র প্রণয়নপূর্ব্বক বিশ্ববাসী মানবগণের অসাধারণ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

প্রবন্ধশেষে শ্রীশ্রীজগদম্বারূপ পূর্ব্বার্ধ-ঋষিগণের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিবিনম্রচিত্তে অঞ্জলি অর্পণ করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি এবং শ্রীশ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া যেমন মহাবিপ্লবের হাত হইতে বেদশাস্ত্র তথা সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, তেমনি বর্ত্তমান ভারতের ঘনায়মান মহাবিপ্লবের সন্ধিক্ষণে ও সেই মহাশক্তির প্রকাশচিহ্ন মোহাবিষ্ট ভ্রমসাচ্ছন্ন ভারতের আশাভরসা, সংস্কৃতি এক কথায় সনাতন ধর্ম্মকে তিনিই রক্ষা করিবেন। ভগবান শ্রীশ্রীবেদব্যাস ঋষি ভারতসম্বন্ধে যে প্রার্থনা গাহিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া আপনাদের নিকট হইতে বিদায় হই। নমস্কার! সুধীবৃন্দ।

"অনেন বিধানেন জগদেষ কামদম্।
সুনিশ্চিতং ধর্ম্ম ধিয়ং মহাত্মন্॥
বর্ণাশ্রম্য পুণ্যানি কিরন্তিরত্র বৈ।
বৈকল্য হীনং কলয় প্রতীহতে॥"

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তিঃ

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

একত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন, ১৩৬৯

আবেদন

কবিরাজ শ্রীযামিনী ভূষণ রায়চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ, নিম্নলিখিত আবেদন প্রচার করেছেন—

ঈশ্বরের অভিপ্রায় যেই ও মন সমুচিত যদিও এখন, ইহা নিঃসন্দেহ, অনতিবিলম্বে অরুণোদয় বসন্তের আগমনে প্রকৃতি রূপে ও রসে অচিরাৎ নবীকৃত হয়ে উঠবে। তখন এই শীর্ণ শুষ্ক নিষ্ফলতা প্রবেশ করে অনন্তবীর্যে বীর্যবান হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের মুক্তির সংঘ পরিষদের একত্রিশ বর্ষে পদার্পণ একটি অদ্ভুতপূর্ব ব্যাপার না হ'লেও শীর্ণকায়া তটিনীর সমুদ্রে মিলনের অভিযানের মত বিরাট ও বিরল চিত্তক্ষেত্রে আশা ও আনন্দের হিল্লোল বইয়ে দেবে। যে সাধনা ভারতচৈতন্যে নানা পথে মুকুলিত হয়ে অমিত ঐশ্বর্যে বিকসিত হয়েছিল তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি অধিক মোহে আজ অস্তমিত—তা হ'লেও সেই বিশ্বিষ্ট প্রকাশের প্রেরণা সত্যের সন্ধানে মূর্ত হয়ে উঠবে। পরিষদ সত্যের দীপশিখা জ্বেলে অজানা পথে যাত্রা করেছে—জ্ঞানের পুরাতনের তার এই অভিযাত্রা সফল করে তুলুক, এই প্রার্থনা।

পরিষদের কর্মধারা নানাভাবে আয়ুর্বেদের চিরন্তনের নৈবেদ্যের পথে প্রবাহিত করবার জন্য প্রতিবারের মত এবারও কায়চিকিৎসা, দ্রব্য-বিজ্ঞান, রোগবিজ্ঞান, রসবিজ্ঞান, ধাতু ও উপধাতু, জলবায়ু, মনোবিজ্ঞান, সংস্কৃতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে অবেষণা ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদের বিচিত্র প্রবন্ধাদির যথাসম্ভবের অনুশীলন ও ব্যবস্থাবিধির ফলাফল পরীক্ষা করা হয়। 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা তার আর একটি উজ্জ্বল প্রচেষ্টা।

প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই বৈশিষ্ট্য আছে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য আছে বলে সে বেঁচে আছে। চিকিৎসাক্ষেত্রে চরক চিকিৎসক কোন কোন সময় রোগীর বিশ্বাস ও বিস্ময় উৎপাদন করবার জন্য যাদুকরী ঔষধ প্রয়োগ করে থাকেন। বস্তুত এতে অর্থলাভ হ'তে পারে, বিজ্ঞানের কোন উৎকর্ষ হয় না। সুতরাং চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য হারালে চিকিৎসাবিজ্ঞান—তা যে কোন চিকিৎসাবিজ্ঞানই হোক না কেন—টিকতে পারে না, উন্নত হওয়া তো দূরস্থান।

সাধনা না থাকলে সিদ্ধি হতে পারে না। পূর্বাচার্যগণের সাধনা ও গবেষণার ফলে আয়ুর্বেদ এত সমৃদ্ধি লাভ করেছে। আয়ুর্বেদের অনেক গ্রন্থ অপগত বা অবলুপ্ত হয়েছে। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবিদ্‌গণ যাই বলুন, আয়ুর্বেদের উৎস বেদের পর যুগে যুগে, এমন কি, ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তও যে-অবেষণার পলিমাটি আয়ুর্বেদের চিত্তক্ষেত্র উর্বর ও ঐশ্বর্যশালী

করেছে—তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। বিদেশী আক্রমণে ও শাসনে, অনুবিধ্বংসে যা অবলুপ্ত হয়েছে তা বাদ দিলেও দ্রষ্টা ও গবেষক হিসেবে আয়ের ও আয়ের-দিবাদাস, ভাবি চরক, সুশ্রুত, জীবক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট্ট, নাগার্জুন, তান্ত্রিক চিকিৎসকগণ, মাধবকর, বিজয় রক্ষিত, শিবদাস সেন, চক্রপাণি, কৃষ্ণ, ঈশ্বর, পক্ষাধর, গঙ্গা প্রসাদ, মহামহোপাধ্যায় আহকানাথ বিদ্যারত্ন সেন, মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ, গোপাল-ভট্ট, ভরত, বিজয় সেন, ভাবমিশ্র, মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন, ভাগবতাচার্য, যামিনী রায়, জ্যোৎস্না নাথ রায় চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অর্থের অর্থ যদি বাড়াবার চেষ্টা না করা হয়, তা হ'লে একদিন উহা নিঃশেষিত হবেই। গাছ যেমন বরাবর মাটির রস ও আলো বাতাস গ্রহণ করে বাড়ে ও পুষ্টিলাভ করে তেমন জ্ঞান বিজ্ঞানও অনুসন্ধিৎসা, প্রত্যক্ষজ্ঞান ও মননের দ্বারা সমৃদ্ধিশালী হয়। যাহারা বিজ্ঞানের আয়ুর্বেদ উন্নত করে পারে না যদি প্রয়োজনমত তাকে নীতিসঙ্গতভাবে সাহায্য না করা যায়।

অধিকন্তু অনেকটি বিষয় আমাদিগকে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করেছে। অন্যান্য দ্বারা স্বাধীনতার পরই আয়ুর্বেদের শিক্ষাদীক্ষা, প্রচার ও প্রসারের ভার প্রদেশী হ'লেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাধীনতার ১৫ বৎসর পর আয়ুর্বেদ এই পাশ করেও অনুসন্ধিতে চলেছে। ইহা বড় বিস্ময়ের বিষয়। অপরপক্ষে ১০ জন মনোনীত সদস্যদ্বারা গঠিত আয়ুর্বেদ পরিষদের মধ্যে ৪ জন ডাক্তার, ২ জন ভাইরেক্টর, সভাপতি ডাক্তার, সহ-সভাপতি ডাক্তার, রেজিষ্ট্রার একবিয়াক—উহাদের মধ্যে কেহই আয়ুর্বেদে অভিজ্ঞ নহে। আবার এদের কারো কারো উপর মনোযোগ, অবহেলা ও ভেদজনিত বিষয়ের ভার অর্পিত হয়েছে। এত ডাক্তার ও ডাক্তারীদের আয়ুর্বেদ যে উন্নতিশীল হয়ে ও বেড়ে থাকতে পারে না ইহা এখনও কর্তৃপক্ষের হৃদয়ঙ্গম হয় নি। সমিতিগুলো দ্বারা দিয়ে আয়ুর্বেদের বিনাশসাধনই অনিবার্য হয়ে উঠবে, ইহা স্থির নিশ্চিত।

বর্তমান সময়টকালে সরকারী ও বেসরকারী সব বিভাগই চলছে—মেডিকেল কলেজ ও ডাক্তারী হাসপাতালগুলিও চলছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ এস্টেটের কর্মচারীগণ কপর্দকশূন্য হতে পারবে না আয়ুর্বেদের উন্নতির জন্য বা বর্তমান কলেজ ও হাসপাতালের সম্যক্ উন্নতির ব্যবস্থা হতে পারবে না, শুনছি। এ এক অদ্ভুত যুক্তি। এদিকে আয়ুর্বেদের চিকিৎসা ব্যাপারে অনেকটা বর্তমানের ভাবটা পড়ে। সমস্টের সম্পূর্ণ ভার-ভক্ত সরকার স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর এবং উচিতও। কিন্তু আয়ুর্বেদের বেলায় বিমাতৃসুলভ ব্যবহার কেন?

আর একটি সংবাদ এই—পূর্বতন জেনারেল কাউন্সিল ও স্টেট কাউন্সিল অব আয়ুর্বেদিক মেডিসিনের আমলে ১২৲ টাকা দিয়ে যারা রেজিষ্ট্রীভুক্ত হয়েছিলেন তাদের প্রত্যেকের কাছে আবার ৫৲ রিনিউয়াল ফি দাবী করে নোটিশ এসেছে। মনে হয়, এতে করে পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিষদের ধারণার ও আয়ুর্বেদের উন্নয়নের জন্য কিছু সাহায্য আদায় করাই উদ্দেশ্য। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রভৃতি সরকারী অর্থেই চলে এবং ডাক্তারদের রিনিউয়াল ফি দিতে হয় না। পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিষদ জেনারেল কাউন্সিল ও স্টেট কাউন্সিল অব আয়ুর্বেদিক মেডিসিনের উত্তরাধিকারী। সুতরাং তার ঘর দোর ও দাবির নূতন পরিবেশের উপর

বহিবে। আয়ুর্বেদ এই দেশেরই চির পরিচিত চিকিৎসা বিজ্ঞান, এই দেশের লোকেরাই ইহার অনুশীলন করে এবং চাকারগণ যেমন কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের নানাস্থানে কবিরাজদের ডাকাই। তবে এইরূপ পক্ষপাতিত্ব ও অন্যায় আচরণ কিসের জন্য? সরকারের নীতি ও আয়ুর্বেদবিরোধী মনোভাব পরিবর্তন করা দরকার।

আয়ুর্বেদ বিরোধিগণ যতই বড়যন্ত্র করুক সরকার ও পরিষদের কর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষভাবে আয়ুর্বেদের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ব্যবস্থা উৎকর্ষের জন্য কলেজ, হাসপাতাল, ঔষধ্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আর্থিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবেন, আশা করি। এ দায়িত্ব তাদের ও আমাদের উভয়ের রাষ্ট্রভূমির বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সংরক্ষণের দায়িত্ব। ব্যক্তিগত সুবিধা ও ক্ষুদ্র স্বার্থ যতই ব্যাহত হোক, আশা করি, কবিরাজগণও তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন। একদিকে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের সাধনা, অন্যদিকে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগের পণগ্রহণ করা। অন্যান্য কাজ বাদেও এই কয়টি কর্তব্য সরকারের প্রথমত সম্পাদনীয় এবং কবিরাজদের এইগুলি দাবি—(১) কবিরাজ-ডাইরেক্টরের অধীনে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান স্থাপন ও কবিরাজের দ্বারা পরিচালনা, (২) কবিরাজদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধাসম্বন্ধে সরকারী ঘোষণা, (৩) যেটি কলেজ অনুসন্ধানাগার প্রভৃতি স্থাপনে বিলম্ব হলে বর্তমান আয়ুর্বেদীয় কলেজ, হাসপাতাল, ঔষধ্য চিকিৎসালয় প্রভৃতির আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ, (৪) পূর্বতন জেনারেল কাউন্সিল ও যেটি ফ্যাকাল্টি অব আয়ুর্বেদিক মেডিসিনের বেজিষ্ট্রীকৃত কবিরাজদের নিকট হতে রিসিটগুলি ফি গ্রহণ বন্ধ করা, (৫) আয়ুর্বেদ এই অর্পিত ধারাগুলি ক্রমান্বয়ে কার্যে পরিণত করা, (৬) পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিষদের কর্তৃত্বে ও তার সর্বকার্যে কবিরাজদেরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, (৭) খাঁটি ঔষধাদি, ঔষধিসংগ্রহে সরকারী ব্যবস্থা। আয়ুর্বেদের বিশিষ্ট শিক্ষা, বিজ্ঞান ও চিকিৎসাপদ্ধতি আয়ুর্বেদের জীবন। অতএব সরকার সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদীয় পাঠ্যতালিকা ও হাসপাতালে প্রকৃত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা চলবে তুলনামূলক আলোচনা শিক্ষক ও চিকিৎসক করতে পারেন ইহাই নীতি হওয়া উচিত। গবেষণা তাঁর মৌলিক নীতি অনুসারে করতে হইবে।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের বর্ষব্যাপী আলোচিত বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে মলা-মালাকা, জলবায়ু, পথ্যাপথ্যবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান কায়চিকিৎসা রসায়ন-বাজীকরণ, শারীরতত্ত্ব, ঔষধনির্মাণ—এই আটটি বিষয়ে বিজ্ঞানীয় আলোচনা হবে। বহুদর্শী সভাপতিদের পরিচালনায় ও অতিজ্ঞ কবিরাজদের বিজ্ঞানালোচনায় বিজ্ঞানীয় সভাগুলি কলপ্রসূ ও মনোজ্ঞ হবে। অন্যান্য বারের মত এবারও আয়ুর্বেদ-প্রদর্শনী পুরাতন গ্রন্থপুঁথি, ধাতু, ওষধি, শুষ্ক দ্রব্য, অজিজ পদার্থ, জলবায়ুর চার্ট, দ্রব্যগুণের চার্ট, যন্ত্রপাতির চার্ট ইত্যাদি নানা দ্রব্যসম্ভারে এবং প্রতিদিন জনসাধারণের প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে জনপ্রিয় বক্তৃতামালার ব্যবস্থায় আকর্ষণীয় হবে। অধিকন্তু পরম বাঞ্ছনীয় ভারতীয় সংস্কৃত সম্মেলনের অনুষ্ঠানে গুণী জ্ঞানী বিজ্ঞানী বহু লোকের সমাগমে এই অধিবেশন মহিমান্বিত হবে।

যারা অধিবেশনে যোগদান, প্রবন্ধ পাঠ, দ্রব্যসংগ্রহ, আলোচনা ও নানা কাজে অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহশীল তাঁহাদিগকে অবিলম্বে ৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ এই ঠিকানায় পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি বা সম্পাদকের সহিত পত্রব্যবহার করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। পরিষদের ৩১তম বার্ষিক অধিবেশন ১৯শে মাঘ হইতে ২০শে মাঘ, ১৩৬৯ পর্যন্ত চলবে।

কার্যালয়ঃ
৫২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
১৪ই পৌষ, ১৩৬৯

'ম্যালেরিয়া' ইত্যাখ্যস্য জ্বরস্যায়ুর্বেদীয়চিকিৎসা

(পূর্বানুবৃত্তি

কবিরাজ শ্রীপ্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ

আয়ুর্বেদ-মুখোপাধ্যায়ঃ

১ ম্যালেরিয়াজ্বরস্য প্রাদুর্ভাবকালঃ

প্রায়েণ ম্যালেরিয়াজ্বরো বর্ষাসু প্রাদুর্ভবতি। বর্ষাসু আষাঢ়স্য প্রারম্ভাৎ মার্গশীর্ষস্য সমাপ্তিপর্যন্তস্য প্রাদুর্ভাবকালো ভবতি। বিশেষেণ ভাদ্রশিরোমাসা ম্যালেরিয়াজ্বরস্য মাসদ্বয়ঞ্চ ভাদ্রশিরোমাসা-ম্যালেরিয়াজ্বরয়োর্দ্বিতীয়বর্ষপূর্বমেবাবির্ভবতি। অস্যৈব জ্বরস্য প্রকোপকালো ম্যালেরিয়াজ্বরাণুনাং বিবর্ধনায় ভবতীতি পাশ্চাত্যানাং মতম্। ভারতবর্ষেষু বর্ষাস্বিতরাসপি ম্যালেরিয়াজ্বরস্য প্রকোপো ভবতি। কিন্তু সিংহলদেশে বর্ষাসিকাঃ ম্যালেরিয়াজ্বরস্য বিজৃম্ভণায় তাদৃশে সময়বীজাণূদ্ভবস্থানস্থানানাং জলস্য স্থাবরস্যৈব নিষ্কোচেন বিদ্যমানত্বাৎ বিদ্যুদ্বিভবাচ্চ।

২ ম্যালেরিয়া জ্বর বীজাণু সঙ্ক্রমণ বিধি তথাচ ম্যালেরিয়াজ্বরপ্রাদুর্ভাবস্য কারণম্

আধুনিকানাময়লবৈদ্যানাং মতৈক্যেন সর্বেষাং ম্যালেরিয়াজ্বরাণাং স্ত্রেকাতীয়ানাং এনোফিলিসজাতীয়ানাং স্ত্রেকাতীয়মশকবিশেষাণাং দংশনমেবৈককারণং ভবতি। এনোফিলিসাখ্যো মশকঃ কথিতঃ তস্য দংশাদ্ধি, তস্য রক্তেষু ম্যালেরিয়াজ্বরস্য বীজাণূ প্রবেশ্যন্তি চ। অতোঽসৌ পক্বকালাভ্যন্তরেণ স্ত্রেকাবিশেষেণ ষষ্ঠদিবসাভ্যন্তরে চ সর্বলক্ষণসমন্বিতম্যালেরিয়া-জ্বরাক্রান্তো ভবতি। তস্য জ্বরাক্রান্তজনস্য রক্তেষু ম্যালেরিয়াজ্বরস্য বীজাণবস্তু আধিক্যেনোপলভ্যন্তে দীর্ঘকালং যাবত্তিষ্ঠন্তি চ। সত্রয় জীবাণুসঙ্ক্রান্তিতো জনো যদা পুনরপি মশকৈর্দষ্টো ভবতি তদা তে এব মশকাঃ স্বয়ং রক্তেভ্যঃ ম্যালেরিয়াজ্বরস্য বীজাণূন্ গৃহীত্বা স্বশরীরেষু বহন্তি। অতঃপরং তে ক্ষুদ্রমশকাঃ জনান্ দষ্ট্বা তেষাং রক্তেষু ম্যালেরিয়াজ্বরাক্রান্ত-রোগিশরীরপ্রাপ্তবীজাণূন্ সঞ্চারয়ন্তি। জনপদস্থিতান্ সর্বান্ জনান্ একস্মিন্নেব কালে ম্যালেরিয়াজ্বরাক্রান্তান্ কুর্বন্তি। এবংবিধরূপেণ রক্তেষু বীজাণূদ্ভবস্যৈব হি ইয়ত্তা জনপদস্য বিনাশনায় ভবতি। এতেষাং চ সর্বেষাং মধ্যে স্ত্রেকা এব সর্বজাতীয়া এনোফিলিস্ ইত্যাখ্যা মশকা ম্যালেরিয়াজ্বরস্য বীজাণবো রক্তশরীরেষু সঞ্চারয়ন্তি। তেষাং দ্বৌ প্রকারৌ ভারতবর্ষীয়জনপদান্ মশকৈর্জ্বরাক্রান্তান্ কুর্বন্তি। তেষামেকঃ পুংজাতীয় এবং স্ত্রীজাতীয়ো ভবতি।

৩ ম্যালেরিয়াজ্বরাক্রান্তানাং রোগিণাং শরীরান্তরেষু পরিবর্তনানি

ম্যালেরিয়াবীজাণবো জনানাং শরীরাণি প্রবিশ্য রক্তানাং লোহিতকণিকা নাশয়ন্তি। তত্র তে বহুবিধান্ উপদ্রবান্ জনয়ন্তি। প্লীহা-যকৃৎ-ক্লোম-মূত্রাশয়াদিষ্বভিবৃদ্ধির্ভবতি। বলাপি মস্তিষ্কাদ্যো-র্বিকৃতিশ্চিন্ত্য জায়তে। মস্তিষ্কস্য দৌর্বল্যমাধিক্যেন জায়তে। পাকাশয়েষু বিশিষ্টপরিবর্তনানি ভবন্তি। পরিপাকশক্তিশ্চ দুর্বলা ভবতি। সর্বশরীরেষু পাণ্ডুরুগ জায়তে। অন্নবহানাং পরঃ

পক্ককালাজ্বরে প্রায়শো অবাপমনং ভবতি। কদা কদা সপ্তাহকালমধ্যেঽপি অরো রোগিণং সংক্রামতি

ম্যালেরিয়াজ্বরাক্রমণপূর্বলক্ষণেষু রোগিণমবস্থায়াং করণীয়ো বিধিঃ

বিনাইনটারসিয়ানাখ্য-ম্যালেরিয়োজ্বরলক্ষণম্

পূর্বলক্ষণম্ রোগিণিঃ হারুণঃ শীতলত্বমুচ্যতে। তেষাং শরীরে বেপথুশ্চ ক্রমেণ তীব্রতাং তীব্রতরো ভবতি আক্ষেপশ্চ জায়তে। ঘামার্দনমহর্পর্যন্তং যাবত্তৈতীব্রঃ কষ্টমনুভূয়তে। যাবৎ অবরোধো তীব্রতরো ন ভবতি তাবৎ তে শরীরেভ্যঃ উষ্ণত্বমপি মোচয়িতুং ন শক্নুবন্তি। নাড্যা গতিস্তীব্রতরা ভবতি কিন্তু ম্যালিগ্নান্ট টারসিয়ানাখ্য ম্যালেরিয়া-জ্বরাক্রমণাদৌ রোগিণস্তাদৃশজ্বরবেগঃ নানুভবন্তি শীতক ভাবনা তীব্রতরা নহি। আদৌ বেপথুশ্চ ন জায়তে। কিন্তু চিকিৎসাং বিনা যদা অবসন্ন বৃদ্ধির্ভবতি তদা রোগিণঃ শীতাবস্থায়াঃ সদৃশলক্ষণসমূহা ভবন্তি।

জ্বরাক্রমণসময়েষু উষ্ণাবস্থা

বিনাইনাখ্যম্যালেরিয়াজ্বরেষু জ্বরাক্রমণসময়াবস্থায়াং অবসন্ন তাপোঽতীব তীব্রতরো ভবতি। কদা কদা এষ শতুরধিকং শতাং ফহ্রিকেনহর্পর্যন্তং ডিগ্রিপরিমিতমুচ্যতে। পরন্তু ম্যালিগ্নান্ট-টারসিয়ানাখ্যম্যালেরিয়াজ্বরপ্রাবল্যেষু অবসন্ন তাপস্তাদৃশ তীব্রতরো ন ভবতি। অন্যেষাং অবরোঃ রোগিণাং শিরসি তীব্রা বেদনা প্রায়ভবতি। মুখং চ দুর্দর্শং জায়তে। চক্ষুষী মুক্তাত্মনে রক্তবর্ণে চ জায়েতে। কদা কদাপি কদা কদা মুখং শিরসমং ভবতি। এবা এব উষ্ণাবস্থা যামদ্বয়মেবাবতিষ্ঠতে।

জ্বরাক্রমণান্তে ম্যালেরিয়াজ্বরস্য যামদ্বয়াৎ ঘেদনির্গমনাবস্থায়াঃ লক্ষণম্

অবসিতোষ্ণকালস্য যামদ্বয়াৎ কদা কদা বা যামদ্বয়েভ্যঃ পূর্বমেব রোগিণশরীরাৎ ঘেদো বিনির্গচ্ছতি। ঘেদনির্গমনমেতাদৃশং তীব্রতরং ভবতি যদনেন রোগিণঃ শয্যাবস্ত্রাণি সর্বাণি বস্ত্রাণ্ড পরিধানানি যদা বস্ত্রাণি সিক্তানি ভবন্তি তদা সিক্তানি ভবন্তি। মাত্রোত্তাপঃ সামান্যবদ্ধাঃ প্রায়োহি। কদা কদাপি মাত্রোত্তাপঃ সামান্যবদ্ধাৎ ন্যূনতরঃ ভবতি। এবা সামান্যবদ্ধা দ্বিচতুর্দিনাবধি স্থিতিঃ। তৃতীয়জ্বরেষু পূর্বেষাং তৃতীয়দিবসে জ্বরো রোগিণমত্যজতি, চতুর্থজ্বরেষু চতুর্থদিবসে জ্বরো রোগিণং ত্যজতি। কদা তদা প্রতিদিনা নির্দিষ্টসময়ে জ্বরো রোগিণমাক্রামতি। কদা কদা দিনদ্বয়ং যাবৎ নির্দিষ্টসময়পর্যন্তং রোগিণঃ শীতত্বিষা তৃতীয়দিবসে নামজ্বতি। কদা কদাপি জ্বরমোক্ষকালাৎ সবাবহিতপূর্বমেব পূর্বজ্বরলাপগমনং ভবতি। এবং বিচিত্রগতিসম্পন্না বিনাইনটারসিয়ানাখ্যা ম্যালেরিয়াজ্বরা ভবন্তীতি সর্বে পাশ্চাত্যাবৈদ্যমূর্ধন্যাঃ বদন্তি। চিকিৎসিতা অপি তে কদা তদা পক্ককালাজ্বরে কদা কদা বা ঘর্মোত্তরেঽপি রোগিণমুপদ্রবন্তি ক্লেশং ভবতি।

বিনাইনটারসিয়ানাখ্য ম্যালেরিয়াজ্বরস্য কতিপয়ানি বিশেষলক্ষণানি

অন্বেষিতব্যানি বিশেষলক্ষণানি সর্বেষু বিনাইনটারসিয়া নাখ্যম্যালেরিয়াজ্বরেষু দৃশ্যন্তে—

১) রোগিণাং শরীরেষু সর্বত্র রক্তহীনতায়া লক্ষণানি দৃশ্যন্তে।

(২) কদা কদা কদা কদাপি শরীরে কাচনা-রোগাবির্ভাবো ভবতি। (ক্রমশঃ)

হৃদয় বাধা

কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ

রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে ব্যক্তিজীবনে সর্বত্রই আজ হৃদয়পীড়া। অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও হবে বর্তমানে বেশী আছেই। পীড়ার একটা দিক গতিশীলতা, একটা দিক পীড়া। হৃদয়ের ভাব ও একটি গতি, আবার প্রতিকূল হলেই পীড়া। ধিক্কারও ভাবের একটি নামান্তর। চিন্তার অপর নাম ভাব। ভাব আবার হৃদের নাম বাদল করে। তাতে সারা বিশ্বটাই হৃদয়। সাহিত্য, শিল্প, উপাসনা, ব্যাপ বৈরাগ্য যাগ যজ্ঞ অধ্যয়ন অধ্যাপনা কোন্‌টা নয় ভাবের সংসার; এই ভাব সংসারই আবার দুঃখাত্মক, অগ্নিত্রয় হয় ভাবের পীড়ায়। অতএব পীড়া হয় বাইরে থেকে এবং ভিতর থেকে যুগপৎ। ভাবের বাহক মন বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয়গ্রাম - এদের জন্মভূমি বক্ষের গহ্বরে আর নিবাস ভূমি শিরোভাগ।

মনীষীগণ বলেন, একজন ভাবুক যে অপরূপ সৃষ্টি প্রকাশ করেন তাবতীন সমস্ত মানব তার এক কণিকাও পারে না। আবার একটী ভাবপীড়িত মানব কবি ভাবনে করেন—লক্ষ মানব সেখানে নীরব। সেক্ষেত্রে ভাবদাতাকে সর্বদা পরিত্রাণ করা উচিত। ভাবের জীবিত থাকার কোন দাবী নাই এ সংসারে।

এ সব কথা আপাতদৃষ্টিতে পরম সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু এ দৃষ্টির চেয়েও আর একটী দৃষ্টি আছে। সেটী হোলো চিকিৎসকের। তিনি বলেন, আজ যাকে ভাবদাতা বলা হোলো কাল সে অজ্ঞান হতেও পারে, আর যে ভয়ঙ্কর বস্তু, কাল সেই হয়তো অমিয়ে পরম পাবন হয়। এও চিরসত্য। অতীতের বহু মানবহৃদয়ের হৃদয় কি একদিন বস্তু—তন্ত্রের ছিল না? চিকিৎসক বলেন, ও হলো ভাব-বিবর্তন। শক্তিশালী ভাবুকের তার সংবেদের প্রয়োজন। যাঁরা চিকিৎসক তাঁরাই বলতে পারেন কেন এমন হয়- হৃদয়ের ভাব কেন বিকৃতি হয়।

ভাবের জন্মভূমি হৃদয়। মহাকবি, কবি, গায়েনেতা, সমাজসেবী, আদর্শ পরিবার, শ্রেষ্ঠ শিল্পী সবারই ভাববিকাশের জন্মভূমি হৃদয়। তাই পৃথিবীর আদিতম বৈজ্ঞানিক আদিতম চিকিৎসক আত্রেয় ভাবের জন্মভূমির স্বরূপ নির্ণয় করে বলেছেন—জন্মভূমি হৃদয়, নিবাসস্থল শিরোভাগ এই দেহেরই দুটি অংশ। একটি সূত্র, অপরটি সম্বন্ধী। সূত্রটির নাম হৃদয়, হৃদয় এই কথাটি বর্ণাত্মক ও সাংকেতিক ভাষা। তিনটি বর্ণ দিয়ে তাকে ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। হৃ, দ, য়। তিনটিই ধাতুমূলক। তিনটিই অর্থ আলাদা, অথচ ব্যাপক। হৃ ধাতুর অর্থ হরণ করা বা নেওয়া। দা ধাতুর অর্থ দেওয়া, আর য় হয়েছে ই ধাতুর প্রত্যয়ান্ত রূপ—তার অর্থ গতিশীলতা, ই গতৌ। অতএব হৃদয় মানেই হোলো—যে বস্তু নেয় নেয় আর পরিমানে হয়। "হরতে ইতি হৃদয়ং" হৃদয়ং। দেহের অপর অংশে এমন একত্র মিলন আর কোথাও হয় না। তাই একে মূলাংশ বলা হবে। এরই সম্বন্ধী শিরোভাগ। এখানেও তাই হলে, যেন দেয় আর নেয়। বিংশ শতাব্দীর মনোবিজ্ঞান ভুল করে বলেন হৃদয় বৃত্তি শিরোভাগে। আয়ুর্বেদ বলেন তা অত্যন্ত ভুল। হৃদয়-পীড়া হলে যদি শিরঃপীড়া হয়, তবে হচ্ছে উচ্চ স্নায়ু, তাপ, পরবর্তীত হৃদের সংকায় হলেও শিরঃপীড়াই হওয়া।

বায়ু দিয়ে সে চলে। যে প্রসঙ্গ চলছিল তা তাদের জন্য হৃদয়। হৃদয় থাকে বক্ষের মধ্যে। সে হৃদয়ের আকৃতি "পুণ্ডরিকের নবমুখ: তদ্বৎ অধোমুখ:। তাগ্রত স্তবিকসাতি স্বপনন্ত নিমীলতি। (সুশ্রুত-শারীর ৪।৩) শ্লোক) অর্থাৎ হৃদয়ের আকৃতি একটি আধফোটা কমলকুড়ির মতো। তার মুখ থাকে অধোভাগে। মানব নিদ্রিত হলে সে-কুড়িও যেন নিমীলিত হয়ে যায়, আর জাগ্রত হলেই বিকশিত হয়। সুশ্রুত এই হৃদয়-আকৃতির পরিচয় দানের সঙ্গেই একটী কথা পরিষ্কার করে বলেন – শিরোভাগকে অবজ্ঞা করলে অর্থাৎ শরীর ব্যবচ্ছেদ-কালে এইরূপ কমল-আকৃতি কোন কিছুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

আরও পরিষ্কার করে বলেছেন—এই হৃদয়ের জন্য হয় রক্ত ও কফের সারভূত দ্রব্য লোহিত। তার অধোভাগে থাকে শ্রীহা আর ফুসফুস্। সেটি কিন্তু বাম দিকের অধোভাগে। আর দক্ষিণ দিকের অধোভাগে রক্ত আর ক্লোম। ক্লোম মানে পিপাসার গ্রন্থি। এই হৃদয়ের মূল উপাদান মাংসপেশী। প্রাণীদেহের প্রাণবহ গ্রন্থিগুলি এই হৃদয়কে আশ্রয় করে থাকে। আর মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও তত্ত্বগুলির আশ্রয়ভূমি এই হৃদয়।

এই কথাগুলিই সুশ্রুতের ভাষায় এইভাবে লেখা আছে—

"শোনিত কফ প্রসাদজং হৃদয়ং যকৃচ্ছ্লো হি রক্তজ: প্রাণবহ:, তস্যাধোবামত: প্লীহা ফুস্ফুসশ্চ, দক্ষিণতো রক্তজ ক্লোম চ, তদ্ হৃদয়ং বিদ্যাৎ চেতনা-স্থানং সর্বেন্দ্রিয়াণি চ আশ্রয়তে মনশ্চ"।

এই কথার অনুবাদ হিসাবে অরুণ দত্ত আরও স্পষ্ট করে বলেছেন—

রক্ত রক্ত প্রসাদাৎ তাৎ হৃদয়ং স্থান যোজনং।
প্লীহাফুসশ্লীহয়ো রক্তস্যাধোবাম অধোমুখম্।

অরুণদত্ত হৃদয়ব্যাধি নিয়ে খুব আলোচনা করেছেন—সে সব কথা বক্ষের আলোচনা কথা বিশেষ দরকার। এই প্রবন্ধের আয়তনে সে সব আলোচনা টানার যুক্তি হয় না। তার সারকথা এই—

রস ধাত্বাদি মার্গানাং সম্বহীন্দ্রিয়াশ্রয়ম্।
প্রধানমন্ত্রো জন্তুনাং হৃদয়ং স্থানমুত্তমং।

এইবার হৃদয় কথাটির বর্ণাত্মক সংকেতের সঙ্গে মিল করলে এই দাঁড়ায় –যে বস্তুটির জন্য হয় অর্থাৎ হৃদের ক্লোমগ্রন্থিতে সেইখানে হ এবং ৎ। তার মানে নেওয়া দেওয়া রস নিয়ে। আর গতিশীলতা বায়ুতে। তার মানে হৃদয়ে থাকে যান বায়ু সেই বায়ু হৃদয়ের রস রক্তকে বিক্ষেপন করে।

এ সম্বন্ধে চরক বাতরোগাধিকারে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁরও সব মিলিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত শ্লোক দিয়ে বুঝিয়েছেন

যানো ভূমিষ্ঠিতা কৃৎস্নদেহচারী মহাজব:।
তত্যপক্ষেপনোৎক্ষেপ নিমেষোন্মেষনাধিকা:।

অর্থাৎ যদিও সেই বেগবান আশুগবায়ু সর্ব-দেহচারী তথাপি সেই বায়ুর গতি দেহে। বিভিন্ন স্থানে প্রধানভাবে সঞ্চারমান দেখা যায়, যেমন হৃদয়ে থাকলে নাম হয় তার যান, আর কাজের হয় গতি অক্ষেপ উৎক্ষেপ, নিমেষ, উন্মেষ ইত্যাদি।

এবার হৃদয়ের ব'কারের সংকেতটী স্পষ্ট বোঝা গেল যে হৃদয়ে যান বায়ুকেই এখানে 'ব'-কার বা গতিশীলতার বরূপ লক্ষণের সংকেত করেছেন।

সমস্ত মিলিয়ে হৃদয়রোগের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে চিকিৎসক রস ঘটিত, রক্ত ঘটিত ও

প্রাণক্ষয় রোগে ক্ষীণ ব্যক্তিকে বাঁচাবার সম্মুখে আমাদের তখনই তাঁকে প্রতিটি রোগের সংপ্রাপ্তির কথা জানতে হবে এবং হেতুপ্রত্যনীক এবং ব্যাধি-প্রত্যনীক চিকিৎসা করতেই হবে। মোট কথা, ভগ্নস্বরের মোড়ায় কথা--সংপ্রাপ্তি জানতেই হবে, কারণ অনুভবী চিকিৎসকগণ এটি বার বার উপলব্ধি করেছেন, আর চিকিৎসক-শিরোমণি সুশ্রুত সেই ইঙ্গিত করে গিয়েছেন --

দুষ্যন্তিষা রুক্ষ দেবো বিগুণা জলজ: পয়ঃ
কুর্বন্তি হৃদয়ে ব্যাধিং হৃদ্রোগং তং প্রচক্ষতে।

কবির এই ব্যাধি সম্বন্ধে এক মহাসমস্যার ইঙ্গিত অনুবোধকার বলেছেন--"ব্যাধানকেনায় বৈচিত্র্য-ব্যাপনার্থং", কেশব বলেছেন- নানাবিধা পীড়া। মল্লনাথ বলেন-- জ্বরবং পীড়া। ভরত বলেছেন-- বিচিত্র জ্ঞান।

রস, রক্ত ও মাংসী ধাতুর হৃদয় ব্যাধি চিকিৎসক সেইজন্য চরক থেকে একটি তালিকা প্রস্তুত করে রেখেছেন যেন সেই ব্যাধুনি চরক হৃদয়ব্যাধির নানা প্রতিনিধি নিয়ে চিকিৎসককে বুঝিয়েছেন যে, যে-চিকিৎসকের হৃদয়রোগ চিকিৎসা করতে হবে তাঁকে কি কি ক্ষেত্রে হৃদয় রোগ হয়, কি তার সংপ্রাপ্তি এবং তার বিশদীত চিকিৎসাই বা কি এবং হেতুবিপরীত চিকিৎসা করতে হলেই বা কি করতে হবে।

আধুনিক বিশাল নির্ঘণ্টপত্র থেকে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করলে এই দাঁড়ায় -নিদান-স্থানের তৃতীয় অধ্যায় ১৯ শ্লোকে পিত্তজনের লক্ষণে "হৃদিব্যথা" হয়। আবার ঐ অধ্যায়ে, ১০৬ অধ্যায়ে সন্নিপাত জ্বরে"হৃদিব্যথা," ১৩ অধ্যায়ে অতিসারীজ্বরে হৃদয়জাবিদ্ধবৎ। পঞ্চম অধ্যায়ের ১০৮ শ্লোকে হৃদ্রজ্জব। এটি বাতজ গুল্ম। ৪ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে বাতিক উন্মাদে হৃদ্গ্রহ। ঐখানেই ১১ শ্লোকে পৈত্তিক উন্মাদে হৃদিমূর্ধপিপাসিত। চিকিৎসা স্থানের ১৮ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে অর্থাৎ বহু জ্বরাদিতে হৃৎশূল, ঐখানেই ১৫ শ্লোকে অন্যান্য অন্য অবস্থানের হৃৎশূলের উল্লেখ করেছেন।

এমনিভাবে পর পর নয়টি অর্শে হৃদয়োপলেপ, বাতোত্তর অর্শে হৃদয় উপতাপ, কফজার্শে হৃদয়ের হৃদয় উপলেপ এবং বাতজ গ্রহণী, পিত্তজ গ্রহণী কফজগ্রহণীতে হৃৎপীড়া, হৃদ্রোগ, হৃদ্গ্রহের উল্লেখ করেছেন। তারপর কাস, হিক্কা, তৃষ্ণা, বিবর্ণেস, আমাশয় প্রবিষ্ট বিবর্ণেস, বাতিক পৈত্তিক বিষ, মদাত্যয়, প্রলয় প্রকৃতিতে হৃৎশূল, হৃদয়চ্ছাদিবোধ, হৃৎপীড়া, হৃদ্রোগ, হৃদয়ব্যথা প্রভৃতি নামকরণ করেছেন। লক্ষ্য করবার কথা- প্রতিটি পরিভাষা পৃথক্। প্রতিটির সার্থক অর্থাৎ অর্থযুক্ত। তাছাড়া উন্মাদ, বিস্রংসনিত আধ্মোষ, বক্ষিকুণ্ডন, অভিমন্থন, অভিঘাত, জ্বর প্রভৃতি ক্ষেত্রে হৃদয়ের ব্যথার মূলত পৃথক নাম করে বুঝিয়েছেন— হৃদয় রোগের নিদান তালিকে এক হৃদয় সংক্ষিপ্ত এবং অন্য রোগের উপলক্ষণে অন্তর্বিধ ব্যথা দেখা যেত।

হৃদয় রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসক প্রতিটি রোগের সংপ্রাপ্তিতে অন্ধ থাকলে বিষয় সমস্যা পড়বেন নিশ্চয়ই। তার উপর যদি কেবল হৃদয় রোগের সংপ্রাপ্তি জানা, তখনই তাকে সেই রোগটির নামকরণ, রোগটির পরিচয়, রোগটির উপশম উপায়ের জন্য আয়ুর্বেদের সমুদ্র তীরে বিরাট হৃদয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, যেহেতু তিনি ভুলবশে হয়ে এই সমুদ্রের কোন রত্নই এতদিন তোলার পরিশ্রম স্বীকার করেন নি অর্থাৎ আজ যা হচ্ছে কবিরাজের জীবনে।

তাঁরা প্রাচ্য প্রেসার, থ্রম্বোসিস্ ইত্যাদি নামকরণের ধারায় পড়েন—আয়ুর্বেদের দ্বারস্থ হয়ে কিছুই খুঁজে পান না। রোগতত্ত্ব উদ্ধার করতে পারেন না। আর চিকিৎসা ক্ষেত্রে কবিরাজী পদ্ধতি "ভূত ভবী ছাড়ে" বলে মাথা নত করেন। মূল বক্তব্য এই যে, এরা না জানেন হেতুবিপরীত চিকিৎসা, না জানেন ব্যাধিবিপরীত চিকিৎসা। অথবা জানেন না হেতু ব্যাধি উভয়বিপরীত চিকিৎসা, এমন কি রোগের প্রথম অবস্থায় লক্ষণ মার্গকে—এই পরিভাষাও আয়ত্ত করেন না। আর কলেজীয় শিক্ষিতরা তো "স্ট্যাপ্ টার" প্রয়োগ করেন, তাঁদের বিড়ম্বনা তো পদে পদে হবেই।

সবচেয়ে বেশী কষ্ট হয় যখন দেখা যায়, একজন কবিরাজ তন্ত্র ও আয়ুর্বেদ বিহিত রসজৌষধসমষ্টির ঔষধগুলিকে আয়ুর্বেদিক ঔষধ বলে চিকিৎসা করেন রোগে। কখন যোগেন্দ্র রস, কখন বৃহৎ বাতচিন্তামণি, জয়মঙ্গল, বিষেশ্বর রস, কল্যাণসুন্দররস প্রভৃতি ঔষধ দিয়ে রোগের তেমন সুফল না দেখতে পেয়ে বিষবৈদ্যের কাছে ছুটে যান। তা যাক্ গিয়ে সে আলোচনা। এবার বলি আয়ুর্বেদীয় ঔষধগুলির কথা—যোয়ান, অর্জুন, ভেলা, জয়ন্তক, সপ্তপর্ণ, চিরু, অশ্বত্থ, শঙ্খ, আমলা, গুড়ুচী, শিলাজতু, কাঠ ও বায়ু হরীতকী, মুথমূল, কন্টকারী, গোক্ষুর, তিল তৈল, বলা, অশ্বগন্ধা, মূলের মূল (সজাবে ভূত, ভটাবাসেরী), বাসলোচন, গুলঞ্চ, ছোট এলাচ, পিপুল, ত্রিফলা, দুরালভা, কন্টকারি বেনামূল, যষ্টিমধু, কলসা, আকুর, বরাহক্রান্ত, ত্রিফলা, বালা, বেঁশলোচন প্রভৃতি প্রধান ভেষজ দ্রব্য দিয়ে ঔষধ নির্মাণ করলে জনস্বাস্থ্য রক্ষার বিবিধ ক্ষেত্রে অবার্থ ফল পাওয়া যাবেই। সর্বাপেক্ষা ভরসা অর্জুন, জয়ন্তক, বলা, অশ্বগন্ধা।

এ পথ পরিত্যাগ করে যাঁরা ভেজাল কোন ঔষধ ব্যবহার করে নাম কিনতে চান তাঁদের পথ বিষ-চিকিৎসা। এখানে সে কথা বলবোনা।

কিন্তু একথা মনে না এনে থাকতেও না যে যাঁরা বলেন আয়ুর্বেদকে আবার গবেষণা করতে হবে নতুন নতুন পথে, আয়ুর্বেদিক ঔষধের দ্রব্যগুলিকে আবার নতুন বৈজ্ঞানিক ধারায় পরিবর্তিত করতে হবে। তাঁদিকে বলি অমৃত মন্থন হয়ে গিয়েছে, এবার মন্থন করলে গরল উঠবে। এ ব্যাপারে এখন সতর্ক-দেরী হওয়া দরকার—গরল দেবীর সৌজন্যের কি প্রয়োজন।

ফোন—৫৭-৪১০৩

রাজ বৈদ্য ভক্টর শ্রীপ্রভাকরের

সোমরঞ্জন

হৃদয় শক্তি, কর্ম শক্তি, স্মৃতি ও রক্ত বর্দ্ধক

ছোট টনিক—৪৲ মাত্র।

রাজ বৈদ্য আয়ুর্বেদ ভবন

১৭২এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৪

চিকিৎসা জগতে আয়ুর্বেদের অবদান

(দার্শনিক রত্নাধিষ্ঠী ডিজবনীকান্ত মৈত্র)

ইংরেজ অনুশীলনে ভরো উৎস আয়োজন আয়ুর্বেদের অক্ষমতা না ক্ষতি নিবেদন।

আয়ুর্বেদের অবদান যে সবচেয়ে সুপ্রাচীন, অতীতের ঐতিহ্যে অবস্থান করে একথা বলা যায়। 'আয়ুর্বেদে'কে বলা হয় ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান। এই শাস্ত্রের প্রধান প্রাচীনতম চারখানি গ্রন্থ ও তার প্রণয়ন পুরুষের নাম এখানে উল্লেখ্য - আয়ুর্বেদ সংহিতা—পুনর্বসু আত্রেয়, অগ্নিবেশি—যোগাভিধি সৌশ্রুত, চরক-সংহিতা—অগ্নি চরক, সুশ্রুত সংহিতা—সুশ্রুত। কেন না, শাস্ত্র নিবন্ধে সেই অবদানের যেটুকু আজো অবশিষ্ট আছে, পূর্বাপর চিকিৎসকের অভিজ্ঞতাবলে তা বেড়ে আজ এই শতকের চোহাড়ে এসে তার কাঠামো আজ শক্তিমান ও সুদৃঢ়। কিন্তু সুদৃঢ়তার অবলম্বে ঐতিহ্য ভুললে চলবে না।

শতের পর যে বসন্ত, সেই ভবিষ্যতে আবার নব পল্লবে আমার পল্লবিত হবে না, তা কে বলতে পারে?

বিবর্তনের ইতিহাসও বলে থাকে তারা গড়া প্রকৃতির নিয়মাধীন, সেজন্য বিপর্যয়ও সেখানে অনস্বীকার্য।

আকাশের সুখে এই বিপর্যয়ের ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গত এসে পড়ে এ যুগের এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি চিকিৎসাপদ্ধতির কথা।

এলোপ্যাথি বলতে আমরা বুঝি বীজাণুবাদ-মূলক উপর এই চিকিৎসার মূল প্রতিষ্ঠিত ও বিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগে নিরাময়করণ অর্থাৎ Bacteriological system of treatment with specific application of medicine

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি Surgery—ব্যাপক ও যথাপূর্ব, কবিরাজের মুখে উহার আপাতমধুর ও আপাত-সুন্দর অলঙ্কৃতির কথা তুলনায় যেন কবিরাজের অনল অবাধের নাসাপুর অনুসূচনা মনে হয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, এলোপ্যাথি অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার অনেক কিছু সম্ভব করলেও আয়ুর্বেদকে আজও তার বনৌষধির চেয়ে মারণ শক্তি এখনো অনেক বিষয়েই তবে উঠ্‌তে পারেনি।

স্বাভাবিক কারণেই তাই আয়ুর্বেদের ঐতিহ্য চরক সংহিতার ও ভারতীয়দের জানা দরকার। দরকার আরো—আয়ুর্বেদে ভালবাসা মানেই ভেষজবিজ্ঞানে শ্রদ্ধাবোধ ও দেশের আয়ুষ্মান। এই জানাই উর্বীর করবে মনকে, ঘটাবে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও স্বদেশের সমস্যার অভিবিকাশের সুযোগ। এখানে উল্লেখ্য চরকসংহিতার ৪৬ শ্লোক—

'সমবায়ো শরীরক ত্রয়ানাং ভিষগুত্তম।
লোকসিদ্ধমিতি জ্ঞেয়মায়ুর্বেদ প্রকাশিতম্।'

পক্ষান্তরে আয়ুর্বেদ ত্রিদোষবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও দেহের সবটায় যে বিকৃতি উপস্থিত হয় তাকে সমবায় এনে সামগ্রিক নিরাময়করণ অর্থাৎ ত্রিদোষের ভারসাম্যীকরণ এবং ঐ ত্রিদোষই সপ্ত-

যাক ও মনের উপরে বিকৃত ভাবনের ফলেই দৈহিক ও মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় পদ্ধতিটি অর্থাৎ আয়ুর্বেদ। উহা আবার তাগে বিভক্ত। আয়ুর্বেদে চিকিৎসায় শল্য চিকিৎসা (Surgical Treatment) ও শালাক্য চিকিৎসা (Treatment of Eye, Ear, Nose and Throat) প্রভৃতিরও প্রাধান্য ছিল। সুশ্রুতাদি গ্রন্থ পাঠ করলে ইহা সহজেই বুঝা যায়।

প্রসঙ্গতঃ আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আয়ুর্বেদ কলেজের শল্য বিদ্যা বিশারদগণের সামনে উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে।

অতঃপর হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে আমরা বলি 'বিষস্য বিষমৌষধম্'। হোমিওপ্যাথির যে নীতি তাহাও আয়ুর্বেদের বাইরে নয়। পক্ষান্তরে এই মোটটি হোমিওপ্যাথির মূল নীতিরই উল্লিখিত করে—

'হেতুব্যাধি বিপর্যস্ত বিপর্যস্তার্থকারিণাম্'

ঔষধানাং বিকারাণামুপদেশম্ মুখতেম্।

পরিশেষে একটী বিষয় উল্লেখ না করলে বিষয়টী অপূর্ণ থেকে যায়, সেটী হলো চিকিৎসার গণতন্ত্র —Democracy of Ayurvedic medicine—ঘরে ঘরে প্রচারিত হয়েছিলো বনৌষধির কথা, তার নিদর্শন ছেলেদের মুখে মুখে এখনো পাওয়া যা শোনা যায় যা এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথিতে দুর্লভ। এ থেকে বলা যায় প্রকৃতিপ্রাণতার মধ্যেই আয়ুর্বেদের প্রাণধর্মের মূল উৎস। স্বাভাবিক কারণেই তাই সাময়িক নিস্প্রভ হ'লেও প্রথম কিরণ উষার মত সুদীর্ঘ হবে আয়ুর্বেদের বর্তমান অস্তিত্ব আয়ুর্বেদবেত্তাগণের সামনে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল।

হিসাব

শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার

কিসের হিসাব চাও
　　আজ লোকসান
আশায় নেমেছ
　　যবে অভিযান ;
কিছুই হবেনা স্থির
তবুই জমাই ভিড়
সত্য মিথ্যা জঞ্জাল
　　সকলি সমান।
বিচিত্র পৃথিবী পরে
　　কত ঘটা করে'
ভুল ভুল খেলা খেলে
　　কে বুঝিতে পারে ?
মনে হয় এই দেখি
নতুন এসেছে বেলা,
নতুন পড়েছে জল
　　সেকি তুমি ভাবে।

খেলাঘর নিয়ে সাথ
　　ভাঙালিলা যত
পথ ধূল ভাঙালিলা
　　অতল প্রপাত
অনন্ত কালের বুকে
ভগ্নস্তূপ ভুকে ভুকে
ভেসে বেড়ায় নিঃসীম
　　শূন্যে অবিরত।
কেন মেয়ে বেঁধে রাখ
　　সংসারের ঘাটে
খেয়াতেনা টানাটানি
　　তরি ঘাটে ঘাটে ;
ছেড়ে দাও স্রোতমুখে
খেয়া উঠা যাই সুখে
　　অনন্ত জীবন মাঝে
　　মুক্তি যদি ঘটে।

বিচিত্র প্রসঙ্গ

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

শ্রীবিমলেশ চন্দ্র গুহ, অধ্যক্ষ, দেশবন্ধু কলেজ, কলিকাতা লিখিতেছেন—

শ্রীচিকিৎসকেষু,

শ্রীযুত বসন্তবাবু, আপনার প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও আপ্যায়িত হইলাম। আমি আশা করি, 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' দেশের একটী বিশেষ অভাব দূর করিবে। এই প্রকার একখানি পত্রিকার প্রয়োজন ছিল। ইহা আশা জনকল্যাণে সাধিত হইবে।

তাং বিমলেশ গুহ

• • •

পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীমনেন্দ্র নাথ দাশ শর্মা লিখিতেছেন—

শ্রীচিকিৎসকেষু,

বসন্তবাবু, আপনার প্রেরিত ত্রৈমাসিক 'আয়ুর্বেদ ভারতী' পাইয়া বিপুল আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীশ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনাদের সাধনা ও প্রচেষ্টা সর্বাঙ্গীন সার্থক হোক। আশা করি, ইহা আয়ুর্বেদবিদ্যা প্রচার ও প্রসারের মুখপত্ররূপে ক্রমান্বয় মাসিক পত্রিকা হইয়া প্রকাশিত হইবে।

তাং ১১-৯-১৯৬১ ইং

স্বাঃ শ্রীমনেন্দ্র নাথ দাশ শর্মা

• • • • •

শ্রীঅনিল বরণ চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক, 'সমবায়ী' লিখিতেছেন—

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের পশ্চাতে যে সত্য প্রকাশিত সে সত্য নিয়ে গবেষণা নিরীক্ষা হয়েছে, তার বহুমুখী ধারা মানুষের চিন্তায় এসেও অন্তর্নিহিত তার শক্তি যে অব্যাহত রয়েছে, তার প্রমাণ কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। এখন প্রয়োজন শুধু সংস্কার এবং সেই সংস্কার কার্য আপনি সুরু করেছেন 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' প্রকাশ করে। আপনার এই প্রচেষ্টা সার্থক হোক।

তাং ১৪-৯-১৯৬২ ইং

স্বাঃ শ্রীঅনিলবরণ চৌধুরী

ডাক্তার কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চাটার্জি এম, এ, আয়ুর্বেদ-ব্যাকরণতীর্থ লিখিতেছেন—

• • • •

আপনার প্রতিষ্ঠিত 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' একাধারে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আধার এবং ভবীকালে আয়ুর্বেদের সাধনা ও অনুশীলনের প্রকৃত প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সহায় করিবে।

তাং ১৩-১-১৯৬৩ ইং

স্বাঃ প্রভাকর চাটার্জি

অধ্যাপক শ্রীবিজয়রত্ন দাশগুপ্ত, কৃষ্ণনগর লিখিতেছেন—

.....একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আপনি যাহা করিতেছেন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, জনসাধারণ এবং সে জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও তাহা অমূল্য।

———

স্বাঃ শ্রীবিজয়রত্ন দাশগুপ্ত

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

একত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন, ১৩৬৯

অনুষ্ঠান-সূচী

শনিবার, ১২ই মাঘ, ১৩৬৯ (২৬শে জানুয়ারী, ১৯৬৩)

স্থান—বিডিবিলিংস বিল্ডিংয়ার, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বৈকাল ৪টা: আয়ুর্বেদ-প্রদর্শনী উদ্বোধন

(ক) অভ্যর্থনা ও মাল্যদান

(খ) অভ্যর্থনা-জ্ঞাপন—কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসুমল্লিক

(গ) উদ্বোধন—ডঃ শ্রীমাতঙ্গেশ্বর পাল্লী,
আচার্য্য আশুতোষ শাস্ত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(ঘ) উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের বক্তৃতা

(ঙ) সভাপতির অভিভাষণ—কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(চ) ধন্যবাদ-জ্ঞাপন—কবিরাজ শ্রীভবতোষ সেন,
প্রদর্শনী-সম্পাদক

রবিবার, ১৩ই মাঘ, ১৩৬৯ (২৭শে জানুয়ারী, ১৯৬৩)

স্থান—বাহ্যসভা হল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বৈকাল ৩-৩০টা

একত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন

(ক) অভ্যর্থনা ও মাল্যদান

(খ) স্বাগত সম্ভাষণ—কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসুমল্লিক,
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

(গ) উদ্বোধন—ডঃ শ্রীসুশীলকুমার চাটার্জি, সভাপতি,
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান পরিষদ

(ঘ) উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের বক্তৃতা

(ঙ) সভাপতির অভিভাষণ—কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(চ) ধন্যবাদ-জ্ঞাপন—কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু, সম্পাদক

পঞ্চম বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন

রবিবার, ২৩শে মাঘ, ১৩৬৯, বেলা ৩-৩০টা

(৬ষ্ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩)

স্থান—বাহ্যসভা হল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অধিবেশন।

(ক) অভ্যর্থনা ও মাল্যদান

(খ) স্বাগত সম্ভাষণ—পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি

(গ) ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগসমূহে বক্তৃতা:
অধ্যাপক বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীমাতঙ্গেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ লাহা চট্টোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুশেখর সেন গুপ্তা, শ্রীনিবেদিতা মুখার্জি, অধ্যাপক শ্রীজয়ন্তী চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীঅমিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমলকৃষ্ণ বৈদ্য, অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্র চন্দ্র পাল্লী, কবিরাজ শ্রীমুখার্জি মোহন ঘোষ প্রমুখ।

(ঘ) সভাপতির অভিভাষণ—
ডঃ শ্রীযাদবেশ্বর মুখার্জি পরমহংস

(ঙ) ধন্যবাদ।

বিভাগীয় সভা, আলোচনা ও অন্যান্য বক্তৃতা

সোমবার, ১৪ই মাঘ, ১৩৬৯, বেলা ২টা

(২৮শে জানুয়ারী, ১৯৬৩)

স্থান—ইডেন হল, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

১। **আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিভাগ:**

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতি

প্রবন্ধ পাঠ:

কবিরাজ শ্রীহরিপদ ভারতী কাব্যতীর্থ—আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় বৈশিষ্ট্য

কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঘোষ—ভারতীয়

আলোচনা চক্র: পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদ-চিকিৎসা

সূত্রধার—কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু, বৈদ্যশাস্ত্রী

বৈকাল ৪টা

২। **শারীরতত্ত্ব বিভাগ:**

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন

প্রবন্ধ পাঠ:

কবিরাজ শ্রীহরিপদ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যশাস্ত্রী—পরিণাম শিরঃ

কবিরাজ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, এল, এম, সিদ্ধান্তকীর্তি—শিরঃপ্রদেশের শারীরবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

বৈকাল ৫টা: অন্যান্য বক্তৃতা:

বিষয়: আয়ুর্বেদের রোগ-প্রতিষেধের উপায়

বক্তা—কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্র পাল্লী

মঙ্গলবার, ১৫ই মাঘ, ১৩৬৯, বেলা ২টা (২৯শে জানুয়ারী, ১৯৬৩)

স্থান—ইডেন্‌স্ হল, অনেক ঘোরাঘুরি করিয়াও।

৩। ঔষধ নির্মাণে বিজ্ঞান :

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীবিভিলালজীর নামাস

প্রবন্ধ পাঠ :

কবিরাজ শ্রীঅমরনাথজী সেন—ঔষধনির্মাণে প্রাচীন যন্ত্রপাতি ও তাহার বিজ্ঞানের পদ্ধতি

কবিরাজ শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র সেন—ঔষধ সাধনে বৈজ্ঞানিক

আলোচনা : সময় অভাবহেতু বন্ধ করা হইল।

বৈকাল ৩টা

৪। পত্র পত্রিকা বিজ্ঞান :

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীজগৎ নাথ গোস্বামী, এম-এ, এম-বি

প্রবন্ধ পাঠ :

কবিরাজ শৈলবালা দেবী—পত্রিকা

মেডিসিন কবিরাজ শ্রীমধুসূদন ঘোষাল—চক্ষুরোগ

কবিরাজ শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র নাথ, এল, এ, এম, এস, ভিষগ্রত্ন—স্বাস্থ্যরক্ষা

বৈকাল ৪টা অনিবার্য কারণ :

বিষয় : ঔষধ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু

বক্তা—কবিরাজ শ্রীহেমচন্দ্র নাথ শর্মা

এল, এ, এম, এস, ভিষগ্রত্ন

বুধবার, ১৬ই মাঘ, ১৩৬৯, বেলা ২টা (৩০শে জানুয়ারী, ১৯৬৩)

স্থান—ইডেন্‌স্ হল, অনেক ঘোরাঘুরি করিয়াও।

৫। অনুসন্ধিৎসার বিজ্ঞান : শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা

সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যরত্ন সেন শাস্ত্রী

অধ্যক্ষতায়—কবিরাজ শ্রীমধুসূদন বিদ্যারত্ন, কবিভূষণ, বি, এম, সি

প্রবন্ধ পাঠ :

অধ্যাপক বি সি, এস, চৌধুরী এম্ এ—আচার্য ও পাশ্চাত্যদেশে অনেক বিশ্বপ্রেম

ডাঃ ঐকতান বুধারি—আয়ুর্বেদ অধ্যাপনবিদ্যা

আলোচনাচক্র : বেশ, ঘর ও আবার যোগাযোগ

মুক্তা—অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীবিজয়রত্ন সেন, এম, এ

বেলা ৩টা

৬। ভক্তমাল্য বিজ্ঞান :

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীঅমূল্যরত্ন সেন

প্রবন্ধ পাঠ :

কবিরাজ শ্রীহরেন্দ্র নাথ চৌধুরী—বিশ্বচক্ষু

কবিরাজ শ্রীমতীন কুমার সেনগুপ্ত—চক্ষুরোগ ও তাহার প্রতিকার

বেলা ৪টা অনিবার্য কারণ।

বিষয় : বাদ্য

বক্তা : কবিরাজ শ্রীঅমরনাথজী সেন বৈজ্ঞানাচার্য

বৃহস্পতিবার ১৭ই মাঘ,বেলা ২টা (৩১শে জানুয়ারী, ১৯৬৩)

৭। পত্র ও ভক্তবিজ্ঞান :

সভাপতি – কবিরাজ শ্রীমধুসূদন ভাইতি

কবিরাজ শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সেনগুপ্ত এম, এ—ভেষজবিদ্যা

কবিরাজ শ্রীবনবিলাস সেন—পত্রবিজ্ঞান

বেলা ৪টা

৮। ঔষধালয়-পরিচালন বিজ্ঞান :

সভাপতি –কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ, কবিভূষণ

প্রবন্ধ পাঠ :

কবিরাজ শ্রীহরেন্দ্রনাথ আচার্য, আয়ুর্বেদাচার্য— ঔষধের বাহ্য আলোক ও প্রয়োগবিধি

কবিরাজ ঔষধিক মোহন শর্মা – ঔষধালয়

বেলা ৫টা অনিবার্য কারণ।

বিষয় : ঔষধ

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যরত্ন সেন শাস্ত্রী

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—অধিবেশন ১৩ই মাঘ হইতে ১৭ই মাঘ, ১৩৬৯ (২৭শে জানুয়ারী,—৩১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩) প্রতিদিন বেলা ২টা হইতে ৮টা পর্যন্ত আয়ুর্বেদ-প্রদর্শনী অনেক ঔষধ বিক্রিবিপণি বিভিন্নস্থানে খোলা থাকিবে।

আবেদন

আলোচনা, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ অতিরিক্ত ও তথ্যপূর্ণ হওয়া দরকার। লিখিত অভিভাষণ ও প্রবন্ধ 'আয়ুর্বেদ চারণী'তে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

কবিরাজ শ্রীঅমরনাথজী সেনগুপ্ত
অধিবেশন-সভাপতি,
আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

আসাম :
৪২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

আয়ুর্বেদ-ভারতীর নিয়মাবলী

১। 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' মূলত ও প্রধানত আয়ুর্বিজ্ঞানের কথা-সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা হইলেও ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়ও যথাসম্ভব ইহাতে সন্নিবেশিত হইবে।

২। ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক চার টাকা ও প্রতি সংখ্যা এক টাকা।

৩। বাংলা বৎসর অনুসারে ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে কোন সময়ে ইহার গ্রাহক হওয়া যায়।

৪। গ্রাহকগণের চিঠিপত্রাদিতে গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ থাকা দরকার।

৫। বিজ্ঞাপন দিতে হইলে সম্পাদক মহাশয়ের সহিত পূর্বাহ্নে যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। টাকাকড়ি সম্পাদকের নামে ও মাশুলে রেজেস্টা করিতে হইবে।

৬। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি সম্পাদক, "আয়ুর্বেদ-ভারতী" ৪১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৭। "আয়ুর্বেদ-ভারতীতে" প্রকাশের জন্য রচনাদি সুবাচ্য অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে।

THE 'AYURVEDA-BHARATI'

A multilingual Quarterly Journal is the right vehicle for the dissemination of cultural and scientific matters, especially of the knowledge of Ayurveda and its practice. It seeks unstinted support and sympathy from the Profession and the Public.

Founder-Editor,
AYURVEDA-BHARATI

'আয়ুর্বেদ-ভারতী'র বিজ্ঞাপনের হার

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ত্রৈমাসিক পত্রিকা, বিশেষভাবে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের। ইহার আকার ডবল ক্রাউন। বিজ্ঞাপন প্রকাশের হার—প্রতিবার :

প্রথম আবরণপৃষ্ঠা—১২৫৲	সাধারণ পৃষ্ঠা— ১০০৲
দ্বিতীয় পৃষ্ঠা—১০০৲	সম্পাদকীয় অনুরূপ অন্যান্য
তৃতীয় পৃষ্ঠা—১০০৲	প্রবন্ধাদির আগে বিশেষ
	বিশেষ স্থানের হার—
চতুর্থ পৃষ্ঠা—১৫০৲	১৫০৲ বা অধিক

বিজ্ঞাপন বা অন্যান্য বিষয়বস্তুর কথাবার্তা ও সমঝোতা পূর্বাহ্নেই 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' প্রতিষ্ঠাতা—সম্পাদকের সহিত করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের টাকা চুক্তি হইবার পর অগ্রিম দেয় এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাহির হইবার ১৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ দিতে হইবে। ইহা সাধারণ নিয়মে বিশেষ প্রকাশিত হইল।

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়
৪১, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক,
আয়ুর্বেদ-ভারতী

A revolution in Ayurvedic Medicine...

Baidyanath medicines are Manufactured in 5 big Rasayanshalas by Ras-Shastries (Chemists) and for their effectiveness enjoy the confidence of the Medical profession all over the country and abroad.
Baidyanath medicines are a symbol of Revolution in the world of Indian Medicine.

SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD. CALCUTTA

SHREE
Baidyanath
AYURVED BHAWAN
PRIVATE LTD.

LEADING MANUFACTURERS OF AYURVEDIC AND PATENT MEDICINES

CALCUTTA • PATNA • JHANSI • NAGPUR • ALLAHABAD

পাইওনীয়ার

গেঞ্জী

জন্মুনং
বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ধৌত !

এক গাত্রবস্ত্র হিসাবে
এই প্রকার গেঞ্জিরই ব্যবহার করা উচিত

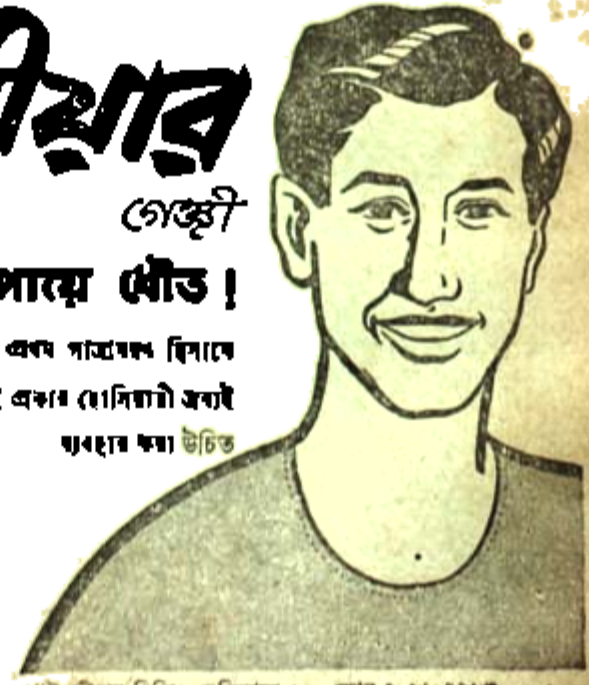

এ ছাড়া টি-শার্ট,
ট্রেনিং শার্ট,
রেস শার্ট,
হুডস এবং
জীন্স

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-২ ফোন : ৫৩-২২৮৩

ভারত প্রেস, ২১৭৯ পটুয়াটোলা লেন কলিকাতা-৯ হইতে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক কবিরাজ শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও ৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ হইতে তদ্বারা প্রকাশিত।

আয়ুর্বেদ-ভারতী

(*The Ayurveda Bharati, a Quarterly Journal of Ayurveda & Indian Culture*)

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবঙ্গলকুমার মজুমদার, এম. এ. আয়ুর্বেদাচার্য

আয়ুর্বেদ-ভারতী কার্যালয়

[illegible]

প্রতি সংখ্যা ৭৫ ন.প. | মাঘ, ১৩৬৯ | [illegible]

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' সূচীপত্র—মাঘ, ১৩৬৯

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	আধিক অবিবেচনাপ্রসূত অত্যাচারাদি		৬৫
২।	দুগ্ধকল্পনা		৬৭
৩।	মানসিক অবসাদবিকার	কৃষ্ণপদ মুখার্জি	৬৮
৪।	অবাস্তু পরীক্ষা—আয়ুর্বেদে অবাস্তু বিজ্ঞান	কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন*	৬৯
৫।	গুলঞ্চ বা গুডুচীর প্রয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটি	রাজবৈদ্য পণ্ডিত শ্রীনগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী	৭১
৬।	আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের এক অধিবেশনে পঠিত	অধিবেশনের বিবরণী	৭১
৭।	আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা আর আধুনিক চিকিৎসা [illegible]	● ডাক্তার শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য	৮৫
৮।	[illegible]	● ডাক্তার [illegible]	
৯।	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

আয়ুর্বেদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"

আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার, এম্-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

দ্বিতীয় বর্ষ ত্রৈমাসিক	মাঘ, ১৩৬৯	তৃতীয় সংখ্যা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩

বার্ষিক অধিবেশনোপলক্ষে শুভেচ্ছাবাণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গুজরাট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ জীবরাজ মেটা লিখিতেছেন—

Chief Minister,
Government of Gujrat

Sachivalaya, Ahmedabad-15
Dated 22-1-1963.

I am glad to learn that the 31st. Annual Session of the Ayurveda Bijnan Parishad is to be held from January 26, 1963 at Calcutta.

Ayurveda is our valuable heritage and has contributed a great deal to the eventual development of medicine as a science. I would very much like to see that the outstanding good things of each system of Medicine supplement the other with the basic object of allaying pain and suffering and providing better health to our people in minimum possible time and expense.

I wish the session all success.

(SJ) Jivraj N. Mehta

To Founder-President,
Ayurveda Bijnan Parishad,
52, Mahatma Gandhi Road,
Calcutta-9

মহীশূর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এস, নিজলিঙ্গাপ্পা লিখিতেছেন—

S. Nijalingappa, B.A., LL. B.
Chief Minister,
Government of Mysore

"Vidhana Soudha"
Bangalore-1
Dated 25th Jany., 1963.

Message

I am very happy to learn that the 31st Annual Session of the Ayurveda Bijnan Parishad is being held in Calcutta from tomorrow up to 3rd February,

1963. It is altogether in the fitness of things that the session is being held in the capital of a state which gave us the three great modern pioneers in Ayurvedic research—Sir P. C. Roy, Sir B. N. Seal and Kaviraj Dhirendra Nath Roy, apart from a host of over 200 authors of Ayurvedic works. No other State in the Country, indeed, has contributed so much as Bengal to Ayurvedic research and the growth of Ayurvedic literature.

The spectacular results achieved in the treatment of hypertension with Satpagandha and in the treatment of eye-diseases with Punarnava have stimulated interest in Ayurveda even in the West and it is being increasingly realised that the Ayurvedic system is really more advanced than any other system of treatment in the world. If nevertheless, the system does not occupy its rightful place, it is Partly because the great Ayurvedic works of Susrut, Charaka, Vagbhatta, Nagarjuna and others are all in Sanskrit which the average Ayurvedic practitioner cannot understand. The Ayurveda Bijnan Parishad will be rendering a great service to the country, if it can formulate a workable scheme for the translation of these works into all regional languages.

I wish the 31st Annual Session of the Ayurveda Bijnan Parishad all success.

(Sd) S. Nijalingappa.

Sri Bagala Kumar Majumdar, M.A.,
Founder-President,
Ayurveda Bijnan Parishad
52, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9.

উক্ত প্রবন্ধের আচার্যদেব বিহারীলাল প্রসাদ বৈদ্যরত্ন লিখিতেছেন—

বিহারীলাল প্রসাদ বৈদ্যরত্ন,
আচার্যদেব

উক্ত প্রবন্ধের লেখক,
চিকিৎসা (ক) বিভাগ, অন্তরীণ
তারিখ ১০-শে জানুয়ারী, ১৯৬৩

শ্রীযুত মহাশয়,

আমি ইহা জানিয়া সুখী হইলাম যে, আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের একত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন হইতেছে। আশাকরি, এই অধিবেশনের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে আয়ুর্বেদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হইবে এবং আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান প্রসার লাভ করিবে। আমি এই শুভ প্রচেষ্টা ও অধিবেশনের সফলতা কামনা করি।

ভবদীয়
(স্বাঃ) বিহারীলাল প্রসাদ বৈদ্যরত্ন

শ্রীযুক্ত বাবু বাগলা কুমার মজুমদার,
আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ,
৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯।

সম্পাদকীয়

রসের পরিণতি যেমন ঘটে, তেমন মানুষের পরিচয় তার রুচিতে মেলে। পাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে ঘরের রঙ ও আলোবাতাসের প্রবাহে যে ফুল ফুটিয়ে তোলে তারই প্রচেষ্টার ফলে পলিটি, রসের সঞ্চার ও পরিপাক—এ একটা বিশুদ্ধ ও সুসূক্ষ্ম-প্রসারী আয়োজনের সর্বপ্রাণতা, মস্তুত সমাজের তেমন। মানবমিত্তর সমাজেরও উদ্দেশ্যহীন সাধারণ অভিব্যক্তি, আর তার পারিপার্শ্বিকের চিত্রবিচিত্র ঘটনা ও বৃত্তাবলীর উপেক্ষা তার মনের উপর যে নানা রসের ও রঙের-নানামূর্তি সৃষ্টি করে, কর্মে ও চিন্তাধারায় যার ছাপ নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে সুরুচি বা কুরুচিতে পরিণত হয়—তা কেবল একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়—বাহির ও ভিতরের বস্তুসংঘ অভিনয়ের পরিণত ও পরিব্যাপ্তির ফল।

শাসনের অভিনয়ে যেমন স্বাভাবিক প্রকাশ—তা ভালই হোক, আর মন্দই হোক—তাল হ'লে তো তাল, মন্দ হলে তো প্রমাদ—যাহাতে হয়, অবাসন ও কুশাসনের বিশৃঙ্খলতায় তেমন সুপ্ত সমাজও ছন্ন বিকাশে কুণ্ঠিত হয় না, বরং সুরুচিহীন আচার ব্যবহারে সমাজকে কলুষিত করে।

রুচি নানা রকমের নানা মূর্তির নানা মত—নানা দেশের নানা প্রকাশ তো আছেই। কিন্তু একটা সাধারণ ঔচিত্য ও জিজ্ঞাসিলতা আছে যা বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন ধারা বেঁধে ওঠে। এটা নিছক হাইয়ের, যেমন শহরে ঔচিত্য আসলে হৃদয়ের প্রকাশ নয়, একটা চলনসই পরাবৃত্তি, যা আটপৌরে সৌজন্য—আন্তরিকার্দ্রক নয়। অনেক সময় এ ভাব না হলেও চলে না, আর সব সময় স্বার্থ বা পরার্থের প্রয়োজনও নাই।

কিন্তু সভ্যতার সুযোগ পেয়ে যে কুরুচি ও সুবেশধারীর দল অর্থ ও অনর্থের দু'নৌকায় পা দিয়ে চলে—প্রাণের চেয়ে যেমি আদর করে—কৌলিন্যের অভিলাষ সভ্যতাকে গ্রাস করে, তাদের জীবনদর্শনের সূচনায় যে অভিবোধ ও চরিত্রগঠনের অভাব ঘটেছে, তা অপূরণীয়। জীবননাট্যে যে বিচিত্রের খেলা চলেছে তাকে উচিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্যেই মানবীয় ধর্মের পরাকাষ্ঠা—ধর্মকে মূল কোটাতে হবে—সেখানেই শিক্ষা, শাসন ও সভ্যতার পরিচয়। বাস্তবিক, শাসনের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে নীতি ও চরিত্রের উপর। যেখানে বস্তুতন্ত্রের উপর শিক্ষার মান কল্পিত হয়, সেখানে প্রকৃতপক্ষে মানুষ তৈরির কর্তব্য বিস্মৃত হয়। স্কুল, বিদ্যালয় ও কলেজে যে আদর্শ গুরু হল, শিক্ষক ও শিষ্যের মধ্যে কল্পায়িত হয়ে উঠল, তার ফলই মূলতঃ জীবনে প্রতিবিম্বিত হয়। শিক্ষাব্রতীর বিপক্ষ হচ্ছে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে। বস্তু যদি বড় হয়ে ওঠে, তবে নীতি রক্ষা করা যায়। তবে কি বাঁধাধরা পথচলা মানুষের সম্ভাবনার দ্বার রুদ্ধ করে দেবে না? দেবেই। তা বলে স্বাধীনতার মুক্ত অঙ্গনে মনের লাগাম ছেড়ে দিলে দুর্ঘটনা ঘটবে, তাও সুনিশ্চিত। মানুষকে নির্বিকার দ্রষ্টা মনে করা ভুল। খাঁটি মানুষের অভাবে ভুলে হ'তে হ'তে শেষে আদর্শ সমাজ গঠনে বিলম্ব হচ্ছে। এতে প্রয়োজন জনসাধারণের।

ধর্ম হলো বৃক্ষ—রুচি হলো তার ফল। নিষ্ঠুর

বিশ্লেষণ যখন বিবেকের বাণী অস্ফুট করে তোলে—প্রয়োজনে আত্মিক পরিচয় সম্ভবপর হয়, শ্রেষ্ঠ গুণাবলী গর্ব ও গৌরবোজ্জ্বল মহিমায় বিচ্ছুরিত হয়, তখন দুর্নীতি ও কুরুচিরই প্রাদুর্ভাব ঘটে—মনুষ্যত্বের নয়।

সুতরাং মনের স্বৈর সম্বন্ধের সাধারণ—বিচিত্র তোগের আধিপত্যে নয়।

"মানসো জ্ঞানবিজ্ঞান ধৈর্যস্মৃতি সমাধিজঃ।"

(চরক-শারীরস্থান)

মানসিক অস্বাভাবিকতা

ডাঃ কৃষ্ণপদ মুখার্জি

[আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের একত্রিংশবর্ষ বার্ষিক অধিবেশনে মনোবিজ্ঞান শাখায়, মুখবন্ধ, ১৬ই মাঘ, ১৩৬৯ (ইং ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৬৩) লেখক কর্তৃক পঠিত। স্থান—ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা]

সভাপতি মহাশয়, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ ও সংঘের সুধীবৃন্দ, অদ্য আমি 'মানসিক অস্বাভাবিকতা' বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীযুক্তা সুধার মজুমদার, এম এ, আয়ুর্বেদাচার্য ও তাঁহার সহকর্মীগণকে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান প্রচারের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

১। অদ্য পুণ্যতিথি ত্রিপঞ্চমী, বাণীর অর্চনা। বাণী একাধারে কলা ও বিজ্ঞান, সর্বশক্তি-স্বরূপিণী, তাঁহার নিকট প্রার্থনা যেন আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সফল ও অক্ষুণ্ণ হউক।

২। আমি নিজে আয়ুর্বেদ চিকিৎসক নই—আয়ুর্বেদ-অনুরাগী। একদিন আয়ুর্বেদের দান অতি সুদূরপ্রসারী ছিল, তাহার ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে এই শাস্ত্রের চর্চা হইত। পঞ্চাট অশোকের রাজত্বকালে ইহার বিশেষ সমাদর ছিল, ইতিহাস ও পুরাণে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কয় বৎসর পরাধীনতার ফলে আমাদের এই দেশীয় শাস্ত্রের চর্চা ও অনুশীলন ক্রমশ লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল। আয়ুর্বেদ শুধু মানবের শারীর-চিকিৎসার আধিপত্য নয়, আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসারও আধিপত্য।

মানসিক অস্বাভাবিকতা এত জটিল ও ব্যাপক বিষয় যে, ইহার বিশদ আলোচনা দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ—আমার নিজের সেরূপ পাণ্ডিত্য, জ্ঞানের গভীরতা নাই। আমার যতদূর সাধ্য এই বিষয় আমি সাধারণভাবে আলোচনা করিব।

৩। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কোন বিশেষ বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ। ভারতীয় দর্শনে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ। অন্যান্য জড়বস্তু, যেমন পৃথ্বী, লৌহ, দৃষ্টিকা, ইত্যাদি ঘরে সকল সময় স্থির, তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা নানাভাবে বিশ্লেষণ করিলে একই ফল পাওয়া যায়। মনোবিজ্ঞানে যদিও বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের বিশিষ্ট স্থান, মনের স্বরূপ ও সঠিক পদার্থ, দেহ ব্যতিরেকে মনের কোন অস্তিত্ব নাই। দেহ পঞ্চভূত—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, ত্বক্, নাসিকা, জিহ্বা ও শ্রবণ, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ—মন বুদ্ধি, চিত্ত, ও অহংকার নিয়ে। মনকে ভারতীয় দর্শনে একাদশ ইন্দ্রিয় বলে। মনের কাজ সঙ্কল্প ও বিকল্প করা, বুদ্ধির ক্রিয়া স্থির করা। মনের সহিত বুদ্ধির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, শুদ্ধবুদ্ধির উপর মনের উৎকর্ষ, দুর্বুদ্ধির মনের অপকর্ষ। বুদ্ধি সারথী, মন রজ্জু যা লাগাম, ইন্দ্রিয়-নিচয় অশ্ব। যিনি মনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছেন, তিনিই জগতে সুখী। (ক্রমশঃ)

অধ্যাত্ম-শারীর

আয়ুর্বেদে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কবিরাজ শ্রীবাসরাজ ঘোষ সেন, আয়ুর্বেদাচার্য

আত্মা বা পুরুষ

আত্মার মৃত্যু নাই, যেহেতু আত্মার জন্ম নাই—সেজন্য আত্মার মৃত্যুও নাই। যে জন্মায় তাহারই মৃত্যু হয়। সেজন্য মানুষ জন্মায় বলিয়া মানুষের মৃত্যু হয়।

মানুষের মৃত্যু মনুষ্যদেহে অবস্থিত মনের শক্তিযুক্ত আত্মার মনুষ্য শরীর ত্যাগ। আত্মা সত্ত্ব বা মনের সহিত যুক্ত হইয়া শরীর ধারণ করে এবং সত্ত্ব বা মনের সহিত যুক্ত হইয়াই শরীর ত্যাগ করে। এই শরীর ত্যাগের সময় আত্মার আর একটী শরীর নির্মিত হয়। সেই শরীরের অপর নাম আতিবাহিক দেহ, এই আতিবাহিক দেহ অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। তাহাতে আত্মা যে শরীর ত্যাগ করে সেই শরীরের পাঁচটী ভৌতিক উপাদানের মধ্যে চারিটী সূক্ষ্ম উপাদান অবস্থান করে, যথা বায়ু অগ্নি জল ও ভূমি। এই ভূতভৌতিক উপাদানের সহিত যুক্ত আত্মার আতিবাহিক শরীরই আত্মাকে ইহলোক হইতে পরলোকে লইয়া যায়। সেজন্য ভ্রূণের যেমন একটী ত্বকের আশ্রয় করিয়া অপর আতিরিক্ত ত্বকের ভাব করে তেমনি সেই আতিবাহিক দেহের সহিত যুক্ত হইয়া আত্মা যে দেহে বাস করিতেছিল তাহা ত্যাগ করে। সেই আতিবাহিক দেহের সহিত যুক্ত হইয়া আত্মা যখন শরীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তখন তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু যাহাদের দিব্যদৃষ্টি আছে, তাঁহারা তাহা দেখিতে পাইয়া থাকেন সেজন্য ঋষি গরুড় বলিয়াছেন—

"ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থৈশ্চ সহিতং মনসা যুতৈর্দোষৈঃ।
যুক্তং বিবেহেহস্মাৎ।
বর্ণাকৃতিবায়ুযুক্তং দৃশ্যং দিব্যেন
দর্শনমধি কৃতম্।"

এই অতীন্দ্রিয় অতি সূক্ষ্ম দেহের মধ্যে আত্মার কৃত কর্মের সংস্কার ও জন্ম মন বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি সবই যুক্ত থাকে। ইহারা কখনই সেই দেহ হইতে মুক্ত নয় এবং আত্মাও কখনও সেই দেহ হইতে মুক্ত নয়। সেজন্য মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—

"অতীন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থৈসূক্ষ্মৈরাত্মাদিভির্বিমুক্তো নেহঃ
সকর্মবাসনৈরনোবহতীতরং তদাত্মানঃকারবিকার
দোষৈঃ।"

আত্মা যে মনের সহিত যুক্ত হইয়া শরীর ত্যাগ করে সেই মনের তিনটী গুণ—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—ইহাদের মধ্যে সত্ত্ব নির্দোষ জ্ঞানের আধার, অপর রজঃ ও তমঃ সদোষ। যেহেতু ইহারা আত্মার পূর্ববিধ দুষ্কৃতের কর্মের আধার সেজন্য আত্মা এই রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা যে সকল কর্ম করে সেই সকল কর্মের ফলে, আত্মার মনের মধ্যে দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় দেহ ধারণ করিয়া বিবিধ কর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবে অবস্থান করে, আবার ভুক্ত আত্মাকে পরলোক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় শরীরধারণ করিতে

হয়, কিন্তু সত্যরূপে অবস্থিত জ্ঞান প্রকাশ হইলে আত্মার পুনরায় শরীর ধারণ করিবার জন্য আসিতে হয় না। এজন্য মহর্ষি চরক বলিয়াছেন —

"যজ্ঞস্যোপ্যাত্মনি সমারোপ্যাগ্নীনাত্মন্যগ্নিভি:
সর্বৈষণাঃ।
অগ্নিপ্রযুক্তোঽগ্নিমিয়মুক্তঃ সংসরেদেষঃ ব্রহ্মবিদ্ বরীয়ান্।

এই জন্য যাঁহারা ত্রিবিধাগ্নিসম্পন্ন মনুষ্য তাঁহাদের আর আধিভৌতিক দেহের সহিত যুক্ত হইয়া লোকান্তরে যাইতে হয় না। তাঁহারা শরীর ত্যাগ করিয়া সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া একেবারে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। সেজন্য একাধিক ঋষি বলিয়াছেন —"জ্ঞানাৎ বৈমুক্তি:।"

মহর্ষি চরক ও বলিয়াছেন—

"অতঃপরমাত্মভূতো কৃতাত্মা লোকপরংযাতে।
নিঃসরণমস্যাবেত্তাভিন্নঃ সন্ন বিদ্যতে।
গতির্ব্রহ্মবিদঃ ব্রহ্ম যচ্চাপ্যক্ষরলক্ষণম্।
জ্ঞানব্রহ্মবিদাচাত্মনাত্মভূতস্যাত্মবিদ:।

অর্থাৎ কৃতাত্মা বা জীবাত্মা যখন জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মত্ব লাভ করে তখন তাঁহার আর এমন কিছু থাকে না, যাহাতে তাঁহাকে জীবাত্মা বলিয়া চিনিতে পারা যায়। যাঁহারা জ্ঞানী ব্রহ্মবিদ্ তাঁহারাই ইহা জানিতে পারেন, অপর যাঁহারা জ্ঞানহীন তাঁহারা ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। এই কথা অবৈজ্ঞানিক আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে দেখা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ইহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা আত্মাকে ত্যাগ করিয়া আত্মার শরীর ও মানস সুখসাচ্ছন্দ্য-বিধানে ব্যস্ত। কিন্তু একবারও মনে করেন না শারীর ও মানস চিকিৎসা কাহার জন্য। মৃত ব্যক্তির মনের ও দেহের চিকিৎসা করা হয় না কেন? মানুষ বলে, আমি সুখী, আমি পণ্ডিত, আমার মন ভাল নাই, শরীর সুস্থ ইত্যাদি প্রকারে আমি আমার অভিমান করে সে আমি কে? এই বিশেষ আবশ্যক কথার কর্তা জানের দ্বারা, প্রকৃতির বিশুদ্ধ সত্ত্বের অন্তর্বর্তী সে আমি কে? পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণকি বলেন? যে মন আত্মার আধিভৌতিক দেহের সহিত যুক্ত হইয়া-অবস্থান করে সেই মনের দ্বারা আত্মা মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া যে সকল কর্ম এবং যে সকল জ্ঞান অর্জন করে সে সকলের স্মৃতি সংস্কার প্রভৃতি তাহাতে নিহিত থাকে। সেজন্য আত্মা যখন আবার শরীর ধারণ করিয়া মানুষদেহে বিরাজ করে তখন সেই সকল অব্যক্ত স্মৃতি ও সংস্কার প্রভৃতি আবার কালক্রমে অভিব্যক্ত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহার জন্য কেহ সাধু, কেহ অসাধু, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ স্বভাবকবি, কেহ গায়ক প্রভৃতি রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আধিভৌতিক দেহের সহিত যুক্ত আত্মার ত্রিগুণাত্মক মনের দ্বারা যাহাতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বাড়ে মনের সহিত যুক্ত মানুষ উহলোকে পূর্ব জন্মের স্মৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আধিভৌতিকরূপেও পরিচিত হইয়া থাকে; রজো ও তমোগুণের দ্বারা চঞ্চল ও আসুরভাবাপন্ন মানুষ ইহজীবনে পূর্ব-জীবনের কোন কথাই স্মরণ করিতে পারে না। তথাপি তাহাদের পূর্ব জীবনের কৃত কর্মের স্মৃতি ইহ জীবনে সংস্কাররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মহর্ষি চরক বলেন মানুষের মৃত্যুকালে আত্মা যে চতুর্বিধ ভৌতিক উপাদান লইয়া লোকান্তরে যায় সেই ভৌতিক উপাদানসমূহের মানুষের কর্ম হইতে আর এক্য উহা অন্যান্য জন্তু শরীর ধারণের যোগ্য। উহা ব্যতীত আত্মা শরীর ধারণ করিতে পারে না। যথা—

দুষ্যন্তি চ্যবিত্ব শুক্লার্তবাভ্যাং মাতাপিতৃসম্ভবানি
বিদ্যাদ্ধি গর্ভম্।
সর্বেন্দ্রিয়ার্থোপলব্ধিঃ হেতুস্তদ্ভাবাদ্ভবতি
যাতি যাতি। (শরীর-শারীর)

এই দুষ্কৃতদুষ্টের সহিত যুক্ত আত্মা গর্ভাশয় মধ্যে বিশুদ্ধ শুক্ল আর্তবসোমিতের সহিত মিলিত হইলে গর্ভের উৎপত্তি হয়। সেই শুক্ল ও আর্তবসোমিত পিতার ও মাতার আহার্য রস হইতে জাত এবং সেই আত্মা প্রথমেই এই চতুর্বিধ ভৌতিক উপাদান অবস্থান করে, যাহার জন্য আত্মার গর্ভশরীর গ্রহণে মাতার আহার রসের দ্বারাই বৃদ্ধি পাইতা থাকে। এই জন্যই মহর্ষি চরক বলিয়াছেন "মাতৃজা সর্বতাধারা নাহারজ বৃদ্ধিরেব চ"। ইহারা কখনও অন্যথা হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রসিদ্ধ কোন হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"সমঃ সমং সমমতি"—হোমিওপ্যাথির এই মূল সূত্র আয়ুর্বেদসম্মত।" বিচিত্র বার্তা!

মনুষ্যদেহে অবস্থিত আত্মা দেহত্যাগের পর আবার যে মনুষ্য দেহই ধারণ করিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা দেখা যায় না। যেহেতু মনের সহিত যুক্ত আত্মা দেহত্যাগের পর মনের প্রবৃত্তিবশত চতুর্বিধ জীবশরীরের মধ্যে যে কোন জীব শরীর ধারণ করিয়া তাদৃশ ভোগ্য সকল ভোগ করে এবং সেই সকল শরীর ধারণ করিয়া যে সকল কর্ম করিবে সে সমস্তই করিয়া থাকে। সেজন্য মহর্ষি চরক বলিয়াছেন,—
"স সর্বজ্ঞঃ সর্বকরণযুক্তঃ স বিষয়ানুভবী চ বিষয়ৈশ্চ। স চেতনাধাতুরতীন্দ্রিয়শ্চ" ইত্যাদি—

এতাদৃশ আত্মার বোধ না হওয়া পর্যন্ত তাহার অনোদয় কোন বা অনোদয় সুখ দুঃখের ভোগ করে না। সেজন্য তাহাকে মনের প্রবৃত্তিবশে পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণের বশবর্তী হইয়া এই সংসারে যাতায়াত করিতে হয়, ইহারই নাম জীবের সংসরণ বা সংসার।

আধিভৌতিক শরীরের সহিত যুক্ত আত্মা মন বা মনের প্রবৃত্তিবশত যখন মনুষ্য শরীর ধারণের জন্য গর্ভাশয় মধ্যে উপনীত হইয়া বিশুদ্ধ শুক্ল ও আর্তবসোমিতের সহিত মিলিত হয়, তখনই গর্ভের উৎপত্তি হয়, মনুষ্য কেবল শুক্ল ও আর্তবসোমিত সংযোগেই গর্ভের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। জীবের মধ্যে অবস্থিত উপাদিকা শক্তি যেমন অব্যক্ত বীজকে মনুষ্যাকৃতিরূপে অভিব্যক্ত করিয়া সর্বাঙ্গে যুক্ত পরিপূর্ণ করে, তেমনি যে সম্মিলিত শুক্ল ও আর্তবসোমিতের মধ্যে অব্যক্ত আত্মা বীজরূপে অবস্থান করে সেই সম্মিলিত শুক্ল ও আর্তবসোমিতকে আশ্রয় করিয়া অব্যক্ত আত্মা অভিব্যক্ত হইয়া বুদ্ধি অহঙ্কার মনঃ এবং ইন্দ্রিয়সমন্বিত একটী সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ মনুষ্যরূপে প্রকটিত হয় এবং যথাকালে গর্ভশয্যা ত্যাগ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়। এজন্য মহর্ষি চরক বলিয়াছেন,—

"তত্রাত্মনো বুদ্ধিমদ্ব্যক্তস্য বৃদ্ধ্যাবিশিষ্টে শরীরে।
পরঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ সংজ্ঞকঃ স উৎপদ্যতে যদাক্রমম্।
ততঃ সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণঃ জাতোঽভ্যধিক উচ্যতে।

অব্যক্ত আত্মা অভিব্যক্ত হইয়া যে মনুষ্যদেহ ধারণ করে, সেই মনুষ্যদেহের মূল উপাদান পঞ্চমহাভূত। যেহেতু যে পিতার শুক্ল ও মাতার আর্তবসোমিত মনুষ্যশরীরের প্রথম উপাদান তাহা পিতা ও মাতার আহার্য রস হইতে জাত, সেজন্য উহা প্রথমে মাতার আহার্য রসের দ্বারা পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। এই আহার্য রস দুগ্ধদ্রব্যের সারভূত পদার্থ। দুগ্ধ দ্রব্য সকল পাঞ্চভৌতিক অন্নাদি রস, উহারাই পরিবর্তিত হইয়া শুক্ল ও আর্তবসোমিত, সেজন্য আত্মার আধিভৌতিক শরীরের ভৌতিক উপাদানের সহিত উহার মিলিত হইয়া মনুষ্যশরীরে

রস রক্ত ও মাংস প্রভৃতি রূপে অবস্থান করে। কিন্তু পাঞ্চভৌতিকত্ব ত্যাগ করে না, সেজন্য বলা হয়—

"পঞ্চভূতাত্মকে দেহে আত্মাঃ পাঞ্চভৌতিকঃ।"

এই শারীর পাঞ্চভৌতিক উপাদান সকল আত্মার সত্ত্ব বা মনের পাঞ্চভৌতিক উপাদানের সহিত মিলিত হইয়া চৈতন্যময় হয়, সেজন্য জীবিত বা জীবযুক্ত শরীর চেতন এবং জীববিযুক্ত মৃতশরীর অচেতন।

আত্মা যখন মনের সহিত যুক্ত হইয়া শরীরের মধ্যে অবস্থান করে, তখন সত্ত্ব বা মনও শারীর উপাদান সকলের দ্বারা স্থূলত্বপ্রাপ্ত হইয়া স্থূল মনরূপে অবস্থান করে। এই মনের তিনটী গুণ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ ইহারা পারস্পরিক সংযোগবৈচিত্র্যে বহু সত্ত্ব বা মনে পরিণত হয়। সেজন্য প্রতি পুরুষ বা মানুষের মন বিভিন্ন এবং সেই বিভিন্নতার জন্য মানুষমাত্রের চিন্তা কৃতি প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি প্রভৃতি সমস্ত ভিন্ন।

চরক ও সুশ্রুত এতদ্ব্যতীত শরীর, মন ও আত্মার সহিত যুক্ত মানুষকে মনের সত্ত্ব বা গুণ ভেদে ত্রিবিধ এবং শরীরের বায়ু পিত্ত ও কফ ভেদে ত্রিবিধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা মনের গুণ বা সত্ত্ব ভেদে মানুষ সাত্ত্বিক প্রকৃতি, রাজসিক প্রকৃতি ও তামসিক এবং শরীরের বায়ু বা গুণভেদে মানুষ বৈদ্যবাত প্রকৃতি, পিত্ত প্রকৃতি ও কফ প্রকৃতি। ইহাদের মধ্যে ও আবার বহু প্রকার ভেদ আছে। যেমন মনের ধাতুভেদের সংযোগ বৈচিত্র্যে মন যেমন বহু এবং তাদৃশ মনের সহিত যুক্ত মনুষ্যশরীরের মানসী প্রকৃতিও তেমনি বহু তাহাদের মধ্যে যে সকল মনে সত্ত্ব গুণের প্রাধান্য তাহারা সাত্ত্বিক এইরূপ রজঃ প্রাধান্যে রাজসিক এবং তমঃ প্রাধান্যে তামসিক। এইরূপ শরীরের ধাতুর প্রাধান্য তাহারা বায়ু প্রকৃতি পিত্ত প্রকৃতি, কফ প্রকৃতি প্রভৃতি।

ফোন—৫১-৩১০৩

রাজ বৈদ্য শ্রীপ্রভাকরের

সোমরস

হৃদয় শক্তি, কণ্ঠ শক্তি, স্মৃতি ও রক্ত বর্দ্ধক

শ্রেষ্ঠ টনিক—৪৲ মাত্র।

রাজ বৈদ্য আয়ুর্বেদ ভবন

১৭২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ওঁতৎসৎ

শুলক বা শুক্লমূলী প্রয়োগ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ

কবিরাজ পণ্ডিত শ্রীযতেন্দ্র নাথ দেব এম্ এ, বি, এল্ (আসাম হাই)

প্রাকৃতিক সম্পদ অযত্নে বহিয়া সাধারণ শুক্লমূলী সব্জী তথা মনোমুগ্ধকর রূপের জীবনকে কিভাবে মাতৃত্বগুণে পোষণ করিয়া পুষ্ট করিতে সমর্থ তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময় আসিয়া যায়।

এমন একদিন ছিল যখন শুধু বৈদ্যগণ নহে, প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থই অল্পবিস্তর দেশী টোটকা চিকিৎসা জানিতেন এবং প্রত্যেকেরই নানাবিধ আকস্মিক রোগ, শিশুদের সাধারণ চিকিৎসা, এমন কি, অনেক জটিল রোগও এই সব সাধারণ গাছ গাছড়াকে ব্যবহার করিয়া অল্পেতেই নিরাময় করিতেন।

শুলকের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যায়িকা।

অস্য উৎপত্তি কথা :- অথোদমেধসো নাম ঋষিঃ। তস্যপত্নী বলাং সীতাং ভার্য্যাং মনসাস্মরন্। ততস্তং বলবান্ রাজো বিপুঃ আত্মাপহারিণম্। বলা তমন্বগচ্ছৎ তস্যান্ত্র ভূমিং। ততো তস্মিন্ মুনৌরোষো ভাবণে বলমবিতে। যেবরাজা সহস্রাক্ষঃ পরিঘেণোদ্যতো ভাবণে। তত্র যে বালখিল্যা ঋষিয়াক্ষেত্রে নিবসন্তি বলে। তানিন্দ্রো জীবনাশায় সন্দিধ্যাস্তুতস্তরিতঃ। ততো যেষু দেবেষু কশিপায়াং পরিত্যক্তবান্। তৈমুনিভিঃ পেতুস্তেভ্যো ভাবাশুক্লমূলিকা। ইতি ভাবপ্রকাশঃ।

শুলকের পর্য্যায়—অমৃতা, জীবন্তিকা, সোমবল্লী, অমৃতবল্লী, জয়ন্তি, ত্রিবৃত শ্রেষ্ঠা, বলাঙ্গনী, বল্লরী, দেবনির্দ্মিতা ইত্যাদি।

অস্য গুণাঃ—

কটুরম্, ত্রিদোষঘ্নম্, বাতশ্লেষ্মহরম্, পোষণম্, সংগ্রাহিরম্, তন্দ্রাহরম্, উষ্ণম্, লঘুরম্, বলাম্, অগ্নিদীপনম্, রোগত্রয়মরুদ্ধ্বাস-কাস-শোথ-কামলা-কুষ্ঠ-ধাতাম্র জ্বর-কৃমি-বহ্নিনাশিকম্। ইতিভাবপ্রকাশঃ।

শুক্লম্, বীর্য্যকরম্, শ্রমনাশিকম্। ইতি রাজ নির্ঘণ্টঃ। হৃদ্যমগ্নিকরম্। ইতিরাজবল্লভঃ।

অস্য পত্রস্য গুণাঃ—

আমেয়ম্, সর্ব্বজ্বরহরম্, লঘুরম্, কফরেম্, কটুরম্, ত্রিদোষম্, বাতশ্লেষ্মহরম্, বলাঙ্গনম্, বলকারিরম্, উষ্ণম্, সংগ্রাহিরম্, ত্রিদোষঘ্নম্ বাত-প্রধান বাতশ্লেষ্ম কামলা কুষ্ঠপাণ্ডুরা নাশিকম্। ইতি ভাবপ্রকাশঃ।

মৃত শুক্লায়াঃ বাতনাশিরম্, শুষ্কশুক্লায়াঃ বিষদ্ন-নাশিরম্, পিত্তশুক্লায়াঃ পিত্তনাশিরম্, অম্লশুক্লায়াঃ কফনাশিরম্, এবং তৈল শুক্লায়াঃ ত্রিদোষনাশিরম্ ক্ষীরশুক্লায়াঃ বাতপিত্তনাশিরম্। ইতি রাজবল্লভঃ।

একমাত্র শুলকের পত্রেরও অনেক প্রকার রোগ নিরাময় করিবার ক্ষমতা আছে। পত্রের রস প্রয়োগ করিতে হইলে বালক, যুবক (প্রাপ্ত বয়স্ক) ও বৃদ্ধদের ব্যাধি ও বলাবল লক্ষ্য রাখিয়া মাত্রা নির্দ্দেশপূর্বক প্রয়োগ করিবে। শুলকের পত্র সিদ্ধ

পিষিয়া কোমল কদলী পত্রে বেষ্টনকরত ভূমিতে অগ্নি পুট দিয়া রস পালিত করিবে।

পূর্ণ বয়স্ক ১ তোলা, মধ্যমানে ৩ মাসেরে প্রয়োগ করিবে।

ইহার গুণের মধ্যে আছে, সর্বপ্রকার জ্বর নাশক, লঘু, কষায়, কটু, তিক্তরস, বিপাকে মধুর, রসায়ন (অর্থাৎ ওজোধাতুর নাশ করে) বলপ্রদ, উষ্ণবীর্য, সংগ্রাহি (অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ধমনীকে একত্রিত করে) বায়ু পিত্ত ও কফের (ত্রিদোষের) সমতাকারক—কৃমি, কাস, প্রমেহ, বাতরক্ত, কামলা, কুষ্ঠ ও পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি নাশক। ইহার রস ত্রিফলা সেবনে সর্ববিধ বাত রোগ নাশ করে। অন্যের বিষয় অর্থাৎ কোন ব্যক্তি না খাইলে এক বৎসরের উর্দ্ধ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিবে। পিত্তের প্রকোপে ইক্ষুচিনির, কফের প্রাবল্য থাকিলে মধুসহ, উষ্ণ বাতরক্তে এরণ্ডতৈলসহ ব্যবহার করিবে। গুলঞ্চের রস মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ববিধ প্রমেহ ও কামলা নষ্ট হয়।

আমরিক প্রয়োগ—গুলঞ্চ ত্রিদোষনাশক, আম, কৃমি, বায়ু, প্রমেহ, কাস, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, ঘাস, অর্শ, কাস মূত্রকৃচ্ছ্র বায়ু ও শুক্রদোষ নাশক। [অবশ্যক সংগ্রহ]

গুলঞ্চ—মূত্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিনাশক, শুক্রশোধক, স্নেহকার্যে প্রযোজ্য, কৃমিনিবারক, মূত্রবিরেচক, বাতপ্রশমক ও বয়স্থাপক অর্থাৎ যৌবনস্থাপক।

প্রেষ্মা শোণিত বিষদুষ্টনাশকসমূহে গুলঞ্চ।

গুড়ূচী—তিক্তরস কটুবিপাক ও উষ্ণবীর্য কিন্তু ঐ দ্রব্য ত্রিফলা রসের ন্যায় কটুবিপাকের কার্য না করিয়া উষ্ণবীর্যের কার্য করিয়া থাকে। গুণ—বায়ু নাশক। চক্ষু—সুজন্যাস।

আমরিক প্রয়োগ—অন্যান্য আম পাচনের সঙ্গে গুলঞ্চের প্রয়োগ বিধি। জ্বর রোগের চৌষ্টিকা চিকিৎসা—

প্রত্যেক চিকিৎসককে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, আমজ্বরে কখনই পাচন বা কষায় ঔষধ ব্যবহার করিতে নাই। আম রোগ দুই প্রকার—শুষ্ক আম ও আর্দ্র আম। শুষ্ক আমের লক্ষণ বলা হইয়াছে,

যথা লালাস্রাব, পাকস্থিতি-ব্যথা, হৃদয়ের অস্বচ্ছতা, অরুচি তৃষ্ণা, আলস্য, বলহানি জ্বর, এই সকল আমজ্বরের লক্ষণ আমজ্বরে ঔষধ দিবেনা কেননা, ঔষধ প্রয়োগ করিলে জ্বর আরও প্রবল হয়। তবে কেবলমাত্র কোষ্ঠশুদ্ধির নিমিত্ত আরগ্বধ অর্থাৎ সোনাইলের মজ্জা আমজ্বরে প্রয়োগ করিবে।

আমপাকের লক্ষণ—জ্বর মৃদু হইলে, কোষ্ঠ লঘু হইলে, মলমূত্র বিবন্ধ ভাব পরিহার করিলে বুঝিবে দোষের পরিপাক হইয়াছে বুঝিলে তখনই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শুষ্ক জ্বরে ঔষধ খাইলে খুব ঘর্মস্রাবী হয় এবং ইহা আশু রোগ নাশ করে। কিন্তু বালক, বৃদ্ধ ও দুর্বলা এবং দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিরা শুষ্ক জ্বরে ঔষধ খাইবে না। অতি সাধারণ কিন্তু পথ্য সেবন করিয়া ঔষধ খাইবে, অথবা বৃদ্ধ, শিশু, ভীরু ও স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে আহারের কিছু পূর্বে ঔষধ সেবন বিধিসঙ্গত। তাহা হইলে সেই ঔষধ শীঘ্র পরিপাক পায়, বীর্য হ্রাস করেনা।

অন্য বাতজ্বর চিকিৎসা—

(ক) পিপুল মূল, গুলঞ্চ ও শুঁঠের কাথ অথবা বিশেষ পঞ্চমূলের সহিত মিলিত করিয়া এই কাথ সেবন করিলে বাতিক জ্বর নষ্ট হয়।

(খ) গুড়ূচ্যাদি কাথ—গুলঞ্চ, অমৃত মূল, ভাঙ্গা, গুলঞ্চ ও পুনর্নবার কাথে গুড় (১ বৎসরের পুরাতন) প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

(গ) ত্রাহ্মাদি ক্বাথ—ব্রাহ্মী, গুলঞ্চ, পাঠাবীজ, বলামূল ও অনন্তমূল, ইহাদের ক্বাথে গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

(ঘ) শতমূল্যাদি ঘৃতম—গুলঞ্চ ও শতমূলী এসের পেষণ করিয়া ঘৃতম প্রস্তুত করিবে, ইহা শুষ্কের সহিত সেবনে সহ্য বাতজ্বর নষ্ট হয়।

অম্ল পিত্তজ্বরে—

(ক) গুলঞ্চ, ফেৎপাপড়া ও আমলকীর ক্বাথে পিত্তজ্বর নষ্ট হয়।

(খ) লোধ্রাদি ক্বাথ—লোধ্র,নীলোৎপল, গুলঞ্চ, রক্তপদ্ম ও অনন্তমূলের ক্বাথে শর্করা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

ঘন বাত পিত্তজ্বরে—। বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্মা ও পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরকে ডাক্তারিতে "রেমিটেণ্ট ফিভার" বলে। সংসৃষ্ট দোষে সংসৃষ্ট পাচন প্রযুক্ত। অর্থাৎ দুই দোষ মিলিত হইলে দুই দোষের মিলিত ঔষধ মিলিত করিয়া পান করিবে।)

(ক) বাতজ্বর পাচন—গুলঞ্চ, শুঁঠ, মুথা, চিরতা, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী কণ্টকারী, গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ বাতপিত্তজ্বর শীঘ্র নষ্ট করে।

(খ) পঞ্চভদ্র ক্বাথে - গুলঞ্চ, ফেৎপাপড়া, মুথা চিরতা ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ বাতপিত্তজ্বরে প্রয়োগ করিবে।

(হারীত মতে পঞ্চভদ্র ক্বাথে পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরও নাশ করিয়া থাকে)

(গ) গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ—গুলঞ্চ, নিম্বছাল, বেল, পল্তাপাট, বৃহতীমূল, ইহাদের ক্বাথ সর্ব্বজ্বর নাশ করে। বিশেষতঃ ইহা দীপন এবং হৃদ্রোগ, অরুচি, মূর্চ্ছা, পিপাসা ও দাহ নষ্ট করিয়া থাকে।

অজীর্ণজনিত পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরে

(ক) গুলঞ্চ, চিরতা, শুঁঠ, মুথা ইহাদের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

(খ) পর্পটিকাদি, কট্‌কারী, গুলঞ্চ শুঁঠ, মুথা, চিরতার ক্বাথ সেবন করিলে আইবিষ জ্বর নিঃসন্দেহে নিবারিত হয়।

কফজ্বরে—(ক) গুলঞ্চ, নিমছাল, শুঁঠ, বেড়েলাক, পটী, চিরতা, কুড়, পিপুল, পল্তাপিপুল ও কণ্টকারী, ইহাদের ক্বাথে কফজ্বর নষ্ট হয়। (খ) গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পোল্‌তা, বালছাল, কট্‌কী ও মধু, ইহাদের ক্বাথে মধু দিয়া পান করিলে কফজ্বর নষ্ট হয়।

অম্ল সন্নিপাতে অবশ্যকর্ত্তব্য—

সন্নিপাত জ্বরে লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, মস্ত নিষীবন, অবলেহ ও মন্থন সর্ব্বাগ্রেই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য এবং আমনাশক ও কফনাশক চিকিৎসা করা উচিত। রোগী ক্ষীণ হইলে লিঙ্ঘ ও বায়ু শান্তি করা কর্ত্তব্য।

(ক) চাতুর্ভদ্রক পঞ্চমূল—লঘু পঞ্চমূল অর্থাৎ শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এবং চিরতা, শুঁঠ, মুথা ও গুলঞ্চ এই গোটীকে চাতুর্ভদ্রক পঞ্চমূল কহে। ইহা পিত্তোদর সন্নিপাতে গুড়ূচ সহিত এবং অজীর্ণোদর সন্নিপাতে পিপুল চূর্ণের সহিত ব্যবহার করিবে।

(খ) চতুর্ভদ্রাদ্য পাচন সিদ্ধফলপ্রদ যোগ।

বাতশ্লেষ্মোদর হইলে বা শ্লেষ্মোদর হইলে দশমূলের সহিত ত্রিফলাত্রিকাদিগণ অর্থাৎ চিরতা, শুঁঠ গুলঞ্চ ও মুথা যোগ করিতে হয়।

অন্নপানাদি যোগীর বল পরিষ্কার করা আবশ্যক হইলে এই জ্বরের সহিত ।০ আনা ছোটকী (ছোট ছোটকী) চূর্ণ মিশাইয়া ব্যবহার করিবে। এই পাচনটী রেমিটেণ্ট জ্বরের পক্ষেও উৎকৃষ্ট। রেমিটেণ্ট জ্বরে এই পাচন ২।৩ ঘণ্টা অন্তর অল্প অল্প

পরিবর্ত্তে খাওয়াইতে হয়। (কোষ্ঠকাঠিন্যে প্রয়োজন বোধে রোগীর অবস্থা বুঝিয়া তেউড়ী চূর্ণ মিশাইয়া ব্যবহার করিবে।)

অর্শ জনিত রক্তামাশয়ে—

(ক) গুলঞ্চ গুঁঠ, কটকারী এই সমুদায়ের কাথে সিদ্ধ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পুরাতন অর্শ অর্থাৎ কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য অগ্নির ও পীনস নষ্ট হয়।

অর্শ বিষম জ্বর চিকিৎসা -

(ক) গুলঞ্চ, চিরতা, বেলশুঠ ও গুঁঠের কাথে চতুর্থাংশ জ্বর নষ্ট হয়।

(খ) গুলঞ্চ, আমলকী ও দ্রাক্ষার কাথে চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়।

অর্শ সর্ব্বিধ জ্বর রোগে—

(ক) গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, আমলকী, গুঁঠ ও কটকারীর কাথে সিদ্ধ চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

(খ) গুড়ুচ্যাদিঘৃত—গুড়ুচী, ধনে, বিয়ড়ঙ্গ, পদ্ম কাষ্ঠ ও রক্তচন্দনের কাথ সর্ব্বিধ জ্বর নষ্ট করে ও অগ্নির উদ্দীপক। উহাদ্বারা কাস, বমি, তৃষ্ণা ও অরুচি নষ্ট হয়।

সংক্ষেপে জ্বররোগে গুলঞ্চের ব্যবহার বিধি বলিয়া দিলাম।

ম্যালেরিয়া জ্বর ও সর্ব্বিধ জ্বরেই অল্পমাত্রায় সদ্যাহরণের ও মূর্ছিত বীজাণু ধ্বংস করিয়া রক্তকণিকা সৃষ্টি করে। জ্বরে (ম্যালেরিয়া) রক্তহীন মূর্চ্ছিত ও রক্তহীনতা আসিলে উহার সঙ্গে তেজীর অবস্থা বুঝিয়া লৌহাদির মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

ম্যালেরিয়া জ্বরে—প্রবল জ্বরের সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা অন্ন আসে তাহারা অন্ন বিস্তারে (অবোপযুক্ত কুইনাইনের সঙ্গে) প্রথমতঃ ৩।৪ দিন কুইনাইন মাত্রার ডেলী ডাক্তিলিং ডোজ) গুলঞ্চের কাথে বা স্বরসে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

বিষম রোগে গুলঞ্চের ব্যবহার –

(ক) গুলঞ্চের স্বরস মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ নষ্ট হয় ও রক্তবমনও বন্ধ হয়।

(খ) গুলঞ্চের রস ও কৃষ্ণবাসকের রস চিনির সহিত মিশাইয়া খাইলে চাই ব্রাঙ্কাইটিসে উপকার হয়।

(গ) গুলঞ্চের পালো—বিষম জ্বরে ও পিত্তের জ্বালায় ১০ পরিমাণ চিনির সহিত ব্যবহার করিবে।

(ঘ) গুলঞ্চ উত্তমরূপে থেঁতো করিয়া থেঁতো দাঁতে দাঁত দিয়া কামড়াইলে বিশেষ উপকার হয়। চাই পায়ের তালুতে গুলঞ্চের রস মর্দ্দন করিলে উপকার হয়।

(ঙ) বহিলাল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গুলঞ্চ জন্মায়। তথায় সাধারণ গৃহস্থগণ যাহারা গোপালন করে এবং কৃষক শ্রেণী যাহারা, তাহারা বিশেষভাবে বার্ষিক মাসে অথবা প্রয়োজনানুসারে অন্য সময়ও যখন গরু বাছুরের অভাবে জীব খেয়ে হয় এবং গাভীরও দুগ্ধ বিশীর্ণ হয় এবং শুষ্ক করিয়া যায় তখন গৃহস্থগণ বলদ এবং গাভীগণকে পুষ্ট ও দুগ্ধবতী করিবার জন্য নিয়মিত ভাবে দৈনিক পরিমিত পরিমাণ গুলঞ্চ খাওয়াইয়া থাকে। এই গাভীর এত প্রিয় যে গুলঞ্চ পাইলে অন্য ঘাস খাইতে চাহে না। গরুর দেহের উপরও ইহার অত্যাশ্চর্য্য শোধন শক্তি রহিয়াছে এবং অন্যান্য গুণকর্ম্মও। শুধু মানুষ নহে, পশুর পক্ষেও পুষ্টিকর।

(চ) গুলঞ্চের রস, চূর্ণ, ক্বাথ বা কাথ অধিক দিবস সেবন করিলে মাতৃরক্ত রোগ প্রশমিত হয়।

(ঙ) প্রত্যহ শুষ্ক উষ্ণ প্রলেপ—শুষ্ক চূর্ণ ঘৃত গুড়ের সহিত পান করিলে যাবতীয় রোগ, দুগ্ধের সহিত পান করিলে বল বিবর্দ্ধন, চিনির সহিত পান করিলে পিত্তনাশ, মধুর সহিত পান করিলে কফনাশ, এবং তৈলের সঙ্গে পান করিলে উপরোক্তরূপ ও তাঁই চূর্ণের সহিত পান করিলে আমবাতে উহা প্রশমিত হয়।

(চ) শুলক সহ ত্রিফলা চূর্ণ মধু এবং ঘৃতসহ সেবনে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি এবং মেধার জ্যোতি বাড়ে।

শুলক বিশেষ ভাবে অর্শ, অম্লপিত্ত রোগে, নানাবিধ পিত্ত বিকারে, ক্রিমি, প্রমেহ, বিসর্প, বিস্ফোটক, বাত, পাণ্ডু, কামলা, রাজযক্ষ্ম, কুষ্ঠ ও বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধিতে ও ঘাস, মর্দ্দ, কাস, শুক্রদোষ ও প্রমেহে নানা প্রকার যোগ কল্পনা করিয়া যেমন পাচন, স্বরস, অরিষ্ট, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি, তেমন পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

ঔ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ঔ

৫১তম বার্ষিক অধিবেশন

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

একত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন, ১৫৬৯

উদ্বোধন-উৎসব

আশুতোষ হল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিগত রবিবার, ১৫ই মাঘ, ১৩৬৯ (২৭শে জানুয়ারী, ১৯৬৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের একত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন-প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতি ডঃ শ্রীসুনীতি কুমার চ্যাটার্জী, পদ্মবিভূষণ বলেন, আমার পদ্মবিভূষণ সম্মান প্রাপ্তিতে আপনারা যে আনন্দ ও অভিনন্দন প্রকাশ করিলেন তাহার জন্য আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি আরও বলেন, আয়ুর্বেদ ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইহার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করা সরকারের কর্ত্তব্য। সমগ্র ভারতের কথা বাদ দিলেও একমাত্র বাংলা দেশেই শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কবিরাজ জন্মগ্রহণ করিয়া উহার উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আয়ুর্বেদের কথা ভারতে কেন, ভারত-বহির্ভূত বহুদেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল। চরক ও সুশ্রুতের অনুবাদ নানাভাষায় হইয়াছে। অসিনাশ কবিরাজের সম্পাদিত 'Ayurveda' পত্রিকার সাহায্যে উহাদের অনুবাদ বিদেশে পাঠান হইত। ভারতের নানাদেশে চিকিৎসা পদ্ধতি নানারূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে 'সিদ্ধ চিকিৎসা' তাহাদের অন্যতম। এজন্য সরকার বর্ত্তমান সঙ্কটকালে আয়ুর্বেদ-চিকিৎসার প্রসারের কথা বলেন। পশ্চিমবঙ্গে যে আয়ুর্বেদ বিল পাশ হইয়াছে তাহাতে কতকগুলি দোষ আছে যাহা আয়ুর্বেদের শ্রীবৃদ্ধির অন্তরায়। আয়ুর্বেদ প্রচারের জন্য পৃথক চিকিৎসালয় স্থাপন করা দরকার, তিনি বলেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনেকেরা আয়ুর্বেদের ঔষধগুলি সকলকে ব্যবহার করিতে বলেন, কিন্তু

আয়ুর্বেদের উন্নতির পথ সুগম করিবার জন্য আয়ুর্বেদিক বিদ্যালয়ে আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে বাধা নাই। ভারতীয় সংস্কৃতির আয়ুর্বেদ একটি অমূল্য দান—উহার উন্নতি অবশ্যই রাষ্ট্র সরকারের ও জনসাধারণের কর্তব্য। কবিরাজগণ তাহাদের সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া আয়ুর্বেদের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইলে, তবেই উহার উৎকর্ষে বাধা দেওয়া সম্ভব হইবে না। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির বিবরণ পরিষদ অভিনন্দনীয় ও অনুকরণীয়।

প্রারম্ভে পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুক্ত ভূমার অনুপস্থিতি সকলে ও অভাবের জন্য সন্তাপ জানান। তৎপর পরিষদের কার্যাবলি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়ুর্বেদ বিল অনুসারে কার্য না করিবার নিন্দা, আয়ুর্বেদের প্রসার ও উন্নতিমূলক কয়েকটি প্রস্তাব প্রভৃতি বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি সকলকে আয়ুর্বেদ ও ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে অনুরোধ করেন। আধুনিক বিজ্ঞান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন দেশের স্বাস্থ্য ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভার উন্নতিবিধায়ক। বিভিন্ন চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যে আয়ুর্বেদের স্থান অনস্বীকার্য। জাপানে এবং চীনদেশও দেশী চিকিৎসার উন্নতি বিধান করিতেছে। আয়ুর্বেদের নীতি ও চিকিৎসাপদ্ধতি তাহার নিজস্ব, ইহা অপেক্ষা অন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের নীতি ও চিকিৎসাপদ্ধতি ভাল, ইহা বলিলেই চলিবে না, কেন না, আয়ুর্বেদের স্বতন্ত্র নীতি ও চিকিৎসা-নৈপুণ্যের জন্যই উহার উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। আজ অন্ধ সংস্কারবাদী ও পাশ্চাত্যাভিমুখীদের ইহা জানা দরকার, আয়ুর্বেদের সত্তা অন্যান্য—ইহার নীতি অনুসারে ইহার উন্নতি সাধন সরকার। জনসাধারণ ও আয়ুর্বেদসেবীর কর্তব্য উহার সামগ্রিক উন্নতি সাধন করা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্র মল্লিক সভাপতির ভাষণে বলেন যে, বহু বাধা সাধনা করিবার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়ুর্বেদ বিল পাশ করিতে বাধ্য হইলেন কিন্তু এখন তাহা কার্যে পরিণত করিতে গড়িমসি করিতেছেন। ইহা বড় লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। বাংলাদেশ আয়ুর্বেদের পীঠস্থান, অতএব সরকারের নিকট হইতে ইহার অনাদর অভিপ্রেত ও বিস্ময়কর। আশা করি, সরকার এই বিষয়ে তৎপর হইবেন।

কবিরাজ শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত, এম্‌এ, বঙ্গীয় উপাধি আয়ুর্বেদ বলেন যে, সরকারী সাহায্য-ব্যতিরেকে আয়ুর্বেদের উন্নতি সুদূর। ইহার জন্য সকলের আন্দোলন করা দরকার।

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরা শঙ্কর সেন শাস্ত্রী বলেন যে, বাঙ্গালায়, উচ্চ প্রদেশ, বোম্বে প্রভৃতি রাজ্য আয়ুর্বেদ কলেজ, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, চাকরীতে সরকারী বেতনক্রম প্রভৃতি বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছে। ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়ুর্বেদের জন্য এত বিলম্বে আয়ুর্বেদ বিল পাশ করিয়াও উহা কার্যে পরিণত করিতে গড়িমসি প্রদর্শন করিতেছেন। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাহার স্বাধীন হইলেও দাসত্বমোচন সুনিশ্চিত হয় নাই। শুধু আধুনিক বিজ্ঞানের সমাবেশ ও প্রবর্তনের দ্বারা নহে, ভারতীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষের দ্বারা প্রকৃত ভারতের সত্তা উপলব্ধি করা যায়। বিদেশেও ইহার জন্য ভারতের প্রতি এত শ্রদ্ধা।

রাষ্ট্রপতি ডঃ এস, রাধাকৃষ্ণান, কেরলের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত, কি, পিলি, উড়িষ্যার রাজ্যপাল শ্রী এ,

এন, ঘোষাল, উত্তর প্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীযাদব, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীএস, নিজলিঙ্গাপ্পা, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ জীবরাজ মেহতা প্রভৃতির অভিভাষণ বাণী শ্রীশিবপদ মুখার্জি পাঠ করেন।

কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ বলেন, সরকার কত ভাবে কত টাকা ব্যয় করিতেছেন কিন্তু আয়ুর্বেদের জন্য সামান্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত — ইহা অন্যায় ও অযৌক্তিক। তিনি বিনিইয়াল কি প্রদর্শনের নিন্দা করেন।

শ্রীশিবপদ মুখার্জি বলেন যে, আয়ুর্বেদের উন্নতির জন্য কবিরাজদের সম্মিলিত চেষ্টা করা উচিত এবং পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীযামিনী ভূষণ মজুমদারের একনিষ্ঠভাবে আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবনের জন্য, অক্লান্ত প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তিনি নিজে কিছু অর্থ দিতে স্বীকৃতি প্রকাশ করেন এবং অন্যান্যকে এই তহবিলে অর্থদানের জন্য অনুরোধ করেন।

শ্রীঅবনীকান্ত মৈত্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উপসংহারে কবিরাজ শ্রীযামিনী ভূষণ মজুমদার সভাপতি, উদ্বোধক ও অন্যান্য উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

এই প্রস্তাব দুইটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল :—

১। এই সভা চীনের ভারত আক্রমণে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাইতেছে এবং আক্রমণ প্রতিরোধে বীর ভারতীয় সৈন্যদের আত্মত্যাগে গৌরববোধ ও শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

২। স্বাধীনতার বহু বর্ষ পরে আয়ুর্বেদ বিল পাশ হইলেও তাহা কার্যে পরিণত করিতে বহুবিধ অসুবিধা এবং আয়ুর্বেদের উন্নতি ও সম্প্রসারণকল্পে ডাক্তারদের প্রাধান্য ও ডাক্তারী সংমিশ্রণের আয়োজনের জন্য এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছে এবং অবিলম্বে সরকারী ব্যয়ে কবিরাজী বিদ্যালয় স্থাপন এবং কবিরাজদের প্রয়োগে ও তত্ত্বাবধানে প্রকৃত আয়ুর্বেদের উজ্জীবনের ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে। ইহার নকল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হউক।

আয়ুর্বেদ-প্রদর্শনীর উদ্বোধন

বিটানিসিপাল বিল্ডিংস, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৩১তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে কলেজ ষ্ট্রীটস্থ বিটানিসিপাল বিল্ডিংসে বিগত ১২ই মাঘ, ১৩৬৯ শনিবার অপরাহ্ণে আয়ুর্বেদ-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক ডঃ শ্রীসুশীলকুমার দাশগুপ্ত। উদ্বোধনপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ জন লোক আয়ুর্বেদীয় ঔষধ সেবন করে। ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান আয়ুর্বেদের প্রসার ও প্রচারের অভাবে আজ ইহার বিভিন্ন পদ্ধতি কিন্তু ইহা যে চিকিৎসার অধিকতর স্থান অধিকার করিয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। গ্রামে গ্রামে কবিরাজী দাতব্যালয় স্থাপন করিয়া, অবশ্য ঔষধাদি, বিনামূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছে। সুতরাং এইরূপ প্রদর্শনীর প্রয়োজন আছে যাহাতে করিয়া জনসাধারণ ইহার উপকারিতা ও আশ্চর্যজনক ফল জানিতে পারে। আমি আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ ও ইহার প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতিকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাহারা যে এই

শুভ আয়োজনে আয়ুর্বেদের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন ইহাতে দেশের মূল উদ্দেশ্য ও সকলের যোগযুক্তি সহজ ও স্বল্প ব্যয়ে হইতে পারিবে। আমি এই প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করিতেছি। এই উদ্যোগ জয়যুক্ত হোক।

প্রথমে স্বাগত সম্ভাষণপ্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুক্ত হুমার মজুমদার বলেন, পরিষদের ৩১তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে এই আয়ুর্বেদ-প্রদর্শনী আয়োজিত হইয়াছে। আয়ুর্বেদের প্রত্যক্ষ, স্বাস্থ্যনীতি, ওষধি সম্বন্ধে পরিচয়, মজুতপ্রাপ্তি, খনিজ পদার্থ, পুস্তকাদি সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিতরণে এই প্রদর্শনীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

পরিষদ যথাচারে আয়ুর্বেদের উন্নতি ও প্রসারে অগ্রণী। আপনাদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি ইহার শ্রীবৃদ্ধি করিবে, আশা করি। আধুনিক বিজ্ঞানের সরকারী সাহায্যপুষ্ট প্রভাবের পাশাপাশি আয়ুর্বেদ যে তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছে, ইহা তাহার মৌলিক সত্য ও শাশ্বত নীতির পরিচায়ক। সাহিত্যের মত ইহার বাতি জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে, তবেই একদিন ইহার বৈশিষ্ট্য ও সর্বাঙ্গীন প্রকাশ আরও সার্থকরূপ দেখা দিবে। আমি সকলকে আন্তরিক সফলতা জানাইতেছি।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুধীর মজুমদারের প্রস্তাবক্রমে ও কবিরাজ শ্রীজগন্নারায়ণ সেনের সমর্থনে আশুতোষ অধ্যাপক ডঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুধীর সেন যথাক্রমে উদ্বোধক ও সভাপতি নির্বাচিত হন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত ধরণি মল্লিক বলেন যে, ঘরে ঘরে আয়ুর্বেদের প্রচার চাই। পরিষদের আয়োজিত আয়ুর্বেদ-প্রদর্শনী জনসাধারণের আয়ুর্বেদসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে। তিনি আরও বলেন যে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্তা সুশীলা নায়ার ও পার্লামেন্ট মন্ত্রী আয়ুর্বেদের বিরুদ্ধতা বন্ধ করিবার কথা বলেন। অতএব কবিরাজগণ যাহাতে আয়ুর্বেদের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিবেন। এমন কি, সিংহলেও ৮০ জন লোক শত শত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ সেবন করিয়া থাকে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে না। পরিষদের সদস্যদের জানা উচিত, আয়ুর্বেদের উন্নতির জন্যই পরিষদ গঠিত হইয়াছে, ডাক্তারী সম্মিলিত করিবার জন্য নহে। ডাঃ জ্যোতিষ চাটার্জি, ডাঃ কৃষ্ণপদ মুখার্জি এবং কবিরাজ শ্রীজগন্নারায়ণ সেনও বক্তৃতা করেন। কবিরাজ শ্রীসুভূষণ সেন সভাপতির ভাষণে প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা ও পরিষদের কার্যাবলির প্রশংসা করেন। শ্রীঅবনীকান্ত মৈত্র মঙ্গলাচরণ করেন এবং কবিরাজ শ্রীজগন্নারায়ণ সেন সকলকে ধন্যবাদ দেন।

বিভাগীয় সভা ও জনপ্রিয় বক্তৃতা

স্থান—ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

সোমবার, ১৪ই মাঘ হইতে
বৃহস্পতিবার, ১৭ই মাঘ, ১৩৬৯

পরিষদের ৩১তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে বিভাগীয় সভা ও জনপ্রিয় বক্তৃতাগুলি কলেজ স্কোয়ারস্থিত ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে বিগত ১৪ই মাঘ হইতে ১৭ই মাঘ, ১৩৬৯ প্রতিদিন বেলা ২টা হইতে ৬টা পর্যন্ত চলে। উহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১৪ই মাঘ, ১৩৬৯ অপরাহ্ণের প্রথম দিকে কায় চিকিৎসা বিভাগের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির আসনে কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চাটার্জি, এম, এ, আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতি অন্যান্য কথার মধ্যে ইহাও বলেন যে, রোগে ১০ প্রকার অগ্নি আছে, যথা ৭টী ধাতুগি,

৪টী ত্রিদোষজ ও ১টী পিত্তজ। মূলত অগ্নির অভাবেই রোগ হয়। প্রত্যেক ধাতুর প্রসাদ ও মল আছে। বিষম আহার বিহার যেমন, প্রসাদত্রয় ও পরিণামের জন্যও তেমন রোগ সৃষ্টি হইয়া থাকে। রসসৃষ্টি না হইলে অন্য ধাতু সৃষ্টি ও পুষ্টি হইতে পারে না। অগ্নির অভাবে এক ধাতু হইতে অন্য ধাতুতে রূপান্তরিত হইতে বাধা পায়—কোন কোন রোগে মার্গাবরোধ আবার কোন কোন রোগে স্রোতোরোধ হইয়া থাকে।

তারপর কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ ঘোষ 'অন্ধতা' সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ এই বিষয়ে আলোচনা করেন।

অপরাহ্ণের শেষের দিকে দ্বিতীয় অধিবেশনে শারীর-তাত্ত্বিক বিভাগের সভাপতি কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ ঘোষের অনুপস্থিতিতে কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন, বাহ্যিক রোগলক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে আভ্যন্তরিক বিকৃতি অনুধাবন করা একটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয়। শুধু দোষ ধাতু মল প্রভৃতির বিকৃতির অবস্থা জানিলেই চলিবে না—যেখানে বাহ্যিক কোন বিকৃতি ঘটে তাহাও নির্ণয় করা প্রয়োজন। আয়ুর্বেদ, বলিতে কি, অন্যান্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের ন্যায় মূলত ক্রিয়া-ধর্মন হইলেও আভ্যন্তরিক বিকৃতির জ্ঞান থাকা অত্যন্ত দরকার, কেন না, রোগবিশেষে যেমন লক্ষণের পার্থক্য হয়, আবার লক্ষণসাম্যও দেখা যায়। অবশ্য ক্রিয়াদোষের মূলতত্ত্ব বাহ্যিক পরিবর্তনের মূলেও ইঙ্গিত করে। সুতরাং অন্ধের মত চিকিৎসা না করিয়া সঠিক মূলতত্ত্ব জানিবার জন্য পূর্বাচার্যগণ যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা অনুসরণ করিয়া আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিশ্চায়ক দর্শন আহরণ করিতে হইবে। অধিকন্তু রোগ-নির্ণয়ে বাহ্যপরীক্ষাকল্পে একটি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জ্ঞানও থাকা দরকার।

কবিরাজ শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বৈদ্যশাস্ত্রী 'পরিদর্শনবিধি' সম্বন্ধে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ীমতত্ত্বসম্বন্ধে আলোচনা করেন। 'সাধারণ রোগ প্রতিষেধের উপায়' সম্বন্ধে জনশ্রিয় বক্তৃতা কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চাটার্জি প্রদান করেন। কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার সভাপতিত্ব করেন।

মঙ্গলবার, ১৪ই মাঘ, ১৩৬৯ অপরাহ্ণের প্রথম দিকে ঔষধ নির্মাণ বিভাগের তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি কবিরাজ শ্রীবিভিষণচন্দ্র সাহানা অসুস্থ হইয়া পড়ায় কবিরাজ শ্রীনিতিশচন্দ্র গুপ্ত মজুমদার সভাপতিত্ব করেন। সভাস্থ কথায় তথা তিনি ওষধি ও ধাতুসংগ্রহ, ছায়া-শুষ্কীকরণ নির্ধারণ, ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী, প্রয়োগবিধি, ফলাফল নির্ণয়, সভাবে ঔষধগ্রহণ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে নব নব জ্ঞানের উন্মেষসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন।

কবিরাজ শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ সেন 'ঔষধ নির্মাণে দ্রব্যের ছায়া ও শুষ্কীকরণ বিচারের পদ্ধতি' সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠ করেন। কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ ঘোষ বিভিন্নবিধি ঔষধ-নির্মাণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ঐ দিন অপরাহ্ণের শেষের দিকে শল্য-শালাক্য বিভাগের চতুর্থ অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত এম, এ, এল, বি, এবং বলেন যে, শল্য-শালাক্যবিভাগান্বিত রোগসমূহ চিকিৎসা অনেকস্থলে শস্ত্রচিকিৎসাবারা

চলে না।' ঔষধ আরও গবেষণা, ঔষধ আবিষ্কার করিতে হইবে। প্রসঙ্গত তিনি বিষাক্ত সর্পদংশের চিকিৎসার কথাও উল্লেখ করিলেন।

কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ ঘোষ 'অলরোগ' সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে টনসিল ও গলার যা, হৎপিণ্ডের জন্য খাবার, অবস্থাভেদে আশ্বিন্যাদ্য, মকরধ্বজ, মহালক্ষ্মীবিলাস বজ্রকপূরের পাতার রস ও মধুসহ এবং বজ্রকপূরের পাতার কাথে বলা ঘৌত করায় রোগ ভাল হইল বলিলেন। বোম্বাই অধ্যক্ষের আমন্ত্রণে চ্যবনপ্রাশ ও মহালক্ষ্মীবিলাস ব্যবস্থা করিলেন। চিকিৎসাকালে মধুসহ দিলে পুঁজ কমে তিনি বলিলেন। কবিরাজ শ্রীজগেন্দ্র চন্দ্র নাগ 'অর্শরোগ' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ ঘোষ 'বিড়ঙ্গ' ব্যবহারে ঔষধ সম্বন্ধে জনপ্রিয় বক্তৃতা করিলেন। সংক্ষেপে নাগেশ্বর, ত্রিফলাঘৃত, বৃহত্যাদ্য, মকরধ্বজ, হিঙ্গুলেশ্বর, মহালক্ষ্মীবিলাস, চ্যবনপ্রাশ ও শুণ্ঠ্যাদি—এই ৮টী ঔষধ থাকিলে পারিবারিক চিকিৎসা সাধারণভাবে করা যাইতে পারে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিলেন। কবিরাজ শ্রীজগেন্দ্র চন্দ্র নাগ এবং কবিরাজ শ্রীমুরারিমোহন ঘোষও আলোচনায় যোগদান করেন।

বুধবার ১৬ই মাঘ, ১৩৯৯ অপরাহ্নের প্রথম দিকে মনোবিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী এম, এ। সেদিন ৺শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা বলিয়া সরস্বতী বন্দনা, সঙ্গীত ও সভ্যতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বাগ্‌দেবী, পদ্ম ও অপরা বিদ্যা, চতুঃষষ্টিকলা প্রভৃতির বিশ্লেষণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি যৌতুকের নালন্দা ও তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ। ছাত্র ও শিক্ষক, আবাসিক ছাত্রবৃত্তি, শিক্ষা ও সাধনার জন্য প্রত্যেকের পৃথক গৃহ, বিভিন্ন শাস্ত্রের সহিত আয়ুর্বেদ অবশ্য পাঠ্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করেন।

'অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে'-সাহিত্যে পূর্বদেহ অর্থাৎ পূর্বে সৌন্দর্যাবৃত্তি, পরে উত্তর দেহ অর্থাৎ ৪র্থ জ্ঞানোন্মেষ, ইহাই পরিণতি ও পরিব্যাপ্তি। কবি মিলটন অন্ধ হইলেও তাহার অন্তর্দৃষ্টি এত ছিল যে 'Paradise Lost', 'Paradise Regained' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরের নিকট এই অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছিলেন। সেইরূপ সকলের একনিষ্ঠচিত্তে জ্ঞানার্জনলাভের জন্য সাধনা করা দরকার, ইহাতে মস্তিষ্কবিকৃতি বিদূরীত হয়।

কবিরাজ শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত মনোবিজ্ঞানের আলোচনা সূচনাপ্রসঙ্গে সায়ুরোগযুক্ত জীবনযাপন, অন্যমনস্কতা ত্যাগ, আত্মজ্ঞান, বৈচিত্র্যের মধ্যে একের সন্ধান ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করেন। তদুপরি প্রথমে গ্রীসদেশের হিপোক্রিটাস মনোবিজ্ঞানের সূত্রপাত করেন। মনোবিশ্লেষণের দ্বারা নানালোকের নানা প্রবৃত্তি ও বিকৃতির বিষয় জানা যায়। কর্মের প্রকাশের দ্বারা মনোবিশ্লেষণ, আত্মসমীক্ষা, নিয়ন্ত্রিতাবস্থা, স্বপ্নবিশ্লেষণ ও রোগের মনোবিকারের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা এবং অবশেষে মনোবিকৃতির চিকিৎসার উপায় সম্বন্ধে তিনি অভিনিবেশ আলোক সম্পাত করেন।

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণপদ মুখার্জি 'মানসিক অবসাদবিকৃতি' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

এই দিবস অপরাহ্নের শেষের দিকে অন্যান্য

বিভাগের ষষ্ঠ অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন কবিরাজ শ্রীসুকুমার সেন। তিনি আয়ুর্বেদের বিলুপ্ত, দুষ্প্রাপ্য, সংক্রামক ব্যাধি, ওষধের স্বল্পতার প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

কবিরাজ শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ চৌধুরী 'বিসূচিকা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। 'খাদ' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন কবিরাজ শ্রীসুকুমার সেন।

বৃহস্পতিবার, ১৭ই মাঘ, ১৩৬৯ অপরাহ্ণে ৭ম অধিবেশন পথ্য ও দ্রব্যবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতির কবিরাজ কথা ছিল কবিরাজ শ্রীরমুনাথ ভাইজির কিন্তু অনিবার্যকারণে তাহার অনুপস্থিতির জন্য কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চাটার্জি এম, এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কবিরাজ শ্রীমাইতির মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন কবিরাজ শ্রীললিত মোহন শর্মা।

কবিরাজ শ্রীনারায়ণচন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এ 'অম্লবল্লী' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরা শঙ্কর সেনশাস্ত্রী, এম, এ, দ্রব্যবিজ্ঞান-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন।

এই দিবস দ্বিতীয় পর্যায়ে রসায়ন-বাজীকরণ বিভাগের ৮ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কবিরাজ শ্রীসুরারিমোহন ঘোষ কাব্যতীর্থ।

কবিরাজ শ্রীললিত মোহন শর্মা 'পীযূষস্তব' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চাটার্জি প্রথমত কায়শাস্ত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর রাশি, নক্ষত্র প্রভৃতির সহিত জিনোষের যনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে তাহা এমন কি, জাতকের নাড়ী পরীক্ষায় দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, ইহা যুক্তিতর্কদ্বারা আলোচনা করিলেন।

কবিরাজ শ্রীযোগেশকুমার মজুমদারের পৌরোহিত্যে অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরা শঙ্কর সেন শাস্ত্রী 'বস্তি' সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন।

'পাণ্ডু-কামলা-হলীমক চিকিৎসা', 'সমস্ত ব্রণ-প্রদরের মূলে কি ?' 'মেহ, মদ ও আমার যোগাযোগ, প্রভৃতি বিষয়গুলির আলোচনার অবতারণা করেন কবিরাজ শ্রীযোগেশকুমার মজুমদার।

পঞ্চম বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৩৬৯

ঘারভাঙ্গা হল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের একত্রিংশতম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে পঞ্চম বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন বিগত ২৭শে মাঘ, ১৩৬৯ (৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩) রবিবার অপরাহ্ণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে অনুষ্ঠিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখার্জি, পদ্মভূষণ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাপতির ভাষণপ্রসঙ্গে ডঃ মুখার্জি বলেন, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ মূল ও ফল আয়ুর্বেদ। মানবজাতির সংস্কৃতির মূল ভারতবর্ষ। আজ হইতে আহার্য আহরণ করিতে হয়। আদা থেকে মস্তিষ্কের পুষ্টি বাড়ে। সব চেয়ে পুষ্টিকর হইল গম ও চাউল। গোধূমের স্থানে পাস্তাব ও ভারতোয়ার অকল। সভ্যতার উৎপত্তি মরো উৎপত্তি স্থানে। মহেঞ্জদরো ও হরাপ্পার খননের পর পাওয়া গিয়াছে গম ও গোধূম। সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার (Indus valley civilisation) দেখা যায়, ৫০০০ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ প্রথম মানুষের আদা সৃষ্টি করে। ভুট্টা (Maize civilisation) একটু নিম্ন স্তরের-এই আদ্যে যোগ করে। তাই সেদেশে গম খাইতে আরম্ভ করিল।

পুরাতন কালের মুদ্রার উপরে নৌকার ছবি আছে। নৌশিল্পের দ্বারা যে-যান ও অন্যান্য দ্রব্য

তৈয়ারী হইত তাহা বিদেশে পাঠানহইত এবং বিদেশ হইতে জিনিস কেনে আমদানি করা হইত। প্রাচীন-কালে যাতায়াতের কোন বাধা ছিল না। ১৪০০ বর্ষ পূর্বেও ভারতীয় সভ্যতা নানাদেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। আর খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দে জার্মাণ প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের ফলে দেখা গেল মেটাসিস ও হিটাইটদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। তাহার চিহ্ন মুদ্রায় পাওয়া যায়। অশ্বের বল, স্থির প্রকৃতির নিদর্শন মেসোপটেমিয়ায় পাওয়া যায়। রাজা অশোক (খৃঃ পূঃ ২৭০ অব্দে) সেই নৃপতি ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম, শান্তি ও চিকিৎসা বিষয় লইয়া গ্রীস, মুরোপে ও মিসরে পাঠান। শুধু ইহা কেন, বিদ্যাবিস্তারে এবং নীতিপ্রচারেও তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। টীকা যিনি পাত্র-লেখায় দুই হয়।

তিনি আরও বলেন যে, পরিষৎ ও উহার প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি বাষিক অধিবেশনের সহিত যে সংস্কৃতি সম্মেলনের অনুষ্ঠান যুক্ত করিয়াছেন, ইহা অতিবিরাট জনসাধারণের সহযোগিতা ও প্রকৃত জ্ঞান-বিস্তারে সহায়তা করিবে।

প্রারম্ভে পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় মহাশয় উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের ভার সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য আয়ুর্বেদ, চিত্রকলা, রাজনীতি, সমাজ নীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি নানাদিকে বিকশিত হইয়াছে। ধাতুর ব্যবহার হইতে বিজ্ঞানীর অট্টালিকা পর্যন্ত বিচিত্র প্রকাশের মূর্চ্ছনা প্রকৃতি ও পুরুষ, দেহ, মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনে ভারতীয় সভ্যতার অনুরূপ অবদান প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অজস্রধারে মানব সভ্যতার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। নানা পুষ্পশোভিত উদ্যানের মত ভারত অনেক বিভিন্ন স্বতন্ত্রধর্মী ও প্রতিভাদীপ্ত মনীষার নিকেতন ভারতবর্ষ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে দেশে ও বিদেশে কৃষ্টি ও প্রাগেপরের আলো বিচ্ছুরিত করিয়াছে। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ মূলত আয়ুর্বেদের উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হইলেও ভারতের নব নব উন্মেষসমৃদ্ধ অবদানের পর্যালোচনা ও অনুশীলনেও মনোযোগী হইয়াছে। বাস্তব জীবনের পাশাপাশি অতীন্দ্রিয় ও মানবীয় ধর্মের যে প্রস্রবণ প্রবাহিত ভারতে অবস্থান করিয়া চিরসুন্দর, চিরসুস্থ ও চিরপ্রাণের উপাসনা ও গবেষণা তাহার চিরন্তন অধিকার করুক, ইহাই আশা ও কামনা।

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী বলেন যে, সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা আছে। সংস্কৃতজ্ঞ অবহেলিত হইবার জন্য ভারতীয় সংস্কৃতি, এমন কি, আয়ুর্বেদের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিয়াছে। ভারত সরকার সংস্কৃতের পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আয়ুর্বেদশিক্ষা ও সংস্কৃত বিদ্যালয়ে যাহাতে অর্থাগম হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তবেই ইহার প্রসার সুগম হইবে। ইহার আশা ছিল জনসাধারণের মধ্যে। পূর্বে পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করিয়া শাস্ত্রীয় বিচার হইত। বড় বড় অনুষ্ঠানে তাহাদের উপস্থিতি সভার জাঁকজমক বৃদ্ধি করিত। পৌরোহিত্যের মর্যাদা নাই এখন। দর্শন, সংস্কৃত, বাংলা পড়ে অধিকাংশ ছেলে। যদিও সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, উহাকে আবার লাভ করিতে হইবে জনপ্রিয় করিবার জন্য। আয়ুর্বেদের প্রতি শ্রদ্ধা সর্বত্র ছিল। সেই শ্রদ্ধা আবার অর্জন করিবার জন্য সংস্কৃত ও আয়ুর্বেদের অধ্যয়ন ও অনুশীলন বিশেষভাবে প্রবর্তিত করিতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন ঘোষ বলেন, সাধারণ

সঙ্গীত ও নৃত্যের ছড়াছড়ি—ইহাই সংস্কৃতি! বহু বিদেশী ইতর—শেলিসিলিন, ক্লোরোমাইসিটিন প্রভৃতি পরীক্ষা করিবার স্থান ভারতবর্ষ—ইহার মূলতত্ত্ব দেখিয়াও কেহ সচেতন হইতেছে না। আয়ুর্বেদ ও ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষা করিবার জন্য সংস্কারশিক্ষাকে সহজ করিয়া তোলা দরকার। বসনাবাবু পরিষদের প্রাণ। যাহাতে পরিষদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করা সকলের কর্তব্য।

দার্শনিক কথাশিল্পী শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মৈত্র বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে এমন জিনিষ আছে যাহা বিশ্ব সংস্কৃতির অঙ্গ। বিশ্ব সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকও আজ বিরাজ। আয়ুর্বেদের অধ্যাত্ম অবদান প্রতিধানযোগ্য।

কবিরাজ শ্রীললিত মোহন শর্মা ও বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতি কবিরাজ শ্রীঅমলাকৃষ্ণ বসুমহাশয় সভাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক বার্ষিক অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সকল ব্যাপারের একটি বিস্তৃত ও তথ্যবহুল বিবরণ প্রদান করেন এবং সর্বসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য কামনা করিয়া এবারের মত অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানম্

ম্যালেরিয়া ইত্যাদি জ্বরঘ্ন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা

(পুনরানুবৃত্তি:)

কবিরাজ শ্রীপ্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতি:

(৩) রোগিণা: গুঞ্জনাসিকা-কর্ণেষু পীড়কা: আবির্ভবন্তি।

(৪) রোগিণা: জিহ্বায়া: স্বাদবৈধিন্য: কৃশ: পিত্তবমনঞ্চ দৃশ্যতে।

(৫) প্লীহাবৃদ্ধিশ্চ ভবতি। কদা কদাপি এষ: পরিবৃদ্ধ: সন্ প্রভূতরং কঠিনো ভবতি। এবমিব-স্রাহোমিলিটা বহবো জনা: প্লীহি প্রাদুর্ভাবা রক্তস্রাব-পুরস্সরং পঞ্চত্বং গতবন্ত:।

(৬) অতিসারশ্চ ভবতে। কদা কদা বা বিসূচিকাবৎ উপদ্রবো ভবতি।

(৭) যকৃৎ,বৃদ্ধিশ্চ ভবতে। পুন: পুন: জ্বরাক্রমণাৎ যকৃৎ: কাঠিন্যং ভবতীয়তে।

(৮) নাড্যা: গতিবৈষম্যানুসারিণী ভবতি।

(৯) রোগিণা: রক্তেষু বিভিন্নপ্রকারাণি পরিবর্তনানি ভবন্তে—(ক) আরোগ্য অর্ত্তরাণাকাল-চয়া:, (খ) ওজোনাশযোগ অত্যেহরোগবিকৃতা রোগশীলানুনা অনবস্থায়িনী অবস্থিতিশ্চ।

(১০) দীর্ঘপীড়া—প্রলাপ—আক্ষেপ—অজ্ঞানতা অনোকল-পক্ষঘাতাদয়: বহব: স্নায়বিকদুর্বলতা:-জন্যিতোপদর্গা: দৃশ্যন্তে।

(১১) কদা কদা মূত্রে এলবুমিনাখাপদার্থস্য নির্গমন: ভবতি।

(১২) কদা কদা জ্বর এব আরোগ্যমুপপদ্যতে। পুনরাগমনসময়ে যা কদা কদা অন্যো অন্যেদ্যুক-তৃতীয়ক-চতুর্থকজ্বরোপদ্রবা ভবন্তি।

(১৩) অবস্থাদ্যা রোগকালপরিমাণ: যাবন্ত দিবসাং যাবদ্বৈকং যাবৎ ভবতি।

ওষধিবিজ্ঞপনাদৌ অচিকিৎসিতোপি সপ্তাহমধ্যং একদা যাবৎ দ্বিত্রোপসর্গতি পুনরাক্রমনাচ্চ।

(১৪) দীর্ঘকালব্যাপিজ্বরভোগঃ।

(১৫) পুনরাক্রমনসময়ে রোগঃ প্রথমাক্রমন-বত্তীব্রতরো ভবতি। পূর্বজপন্ন চিকিৎসিতোপোপ অন্তো মাসদ্বয়াৎ পরং কদা কদা পঞ্চদশাৎ পরমেব পুনরাক্রামতি। যথোপযুক্তচিকিৎসয়া বিনাপায়ো পুনরাক্রমনঃ বহুকৃচ্ছ্রঃ যাবদ্ভবতি। আধুনিক বৈজ্ঞানিকমীত্যা যথোপযুক্তচিকিৎসাসত্ত্বেপায়ো পুনরাক্রমনঃ বহুষেষু ক্ষেত্রেষু দৃশ্যতে। ম্যালিগন্যাণ্ট-টারশিয়ানাখ্য ম্যালেরিয়াজ্বরস্য কতিপয়ানি লিঙ্গানি—

(১) মন্দজ্বরেনাং সপ্তাহমধ্যে কদা কদা বা দ্বাদশদিবসাভ্যন্তরে তীব্রতরঃ এব মূর্ধো জ্বরান্ আক্রামতি। মহাপ্রাচীরপেশ্যোর্বিরামো তীব্রতীব্র-জ্বরস্যোদ্ভবনাৎ ভবতি।

(২) বিনাইন টারশিয়ানাখ্য ম্যালেরিয়া-জ্বরস্য ন্যায় অন্তঃ আবির্ভাবো নিয়মিতরূপেন ন ভবতি। কদা কদা অন্তরাত্মো ভবতি কদা কদা ন বা। আক্রমনাদৌ কদা কদা অন্তো এষ লাক্ষণিক-ন্যায়স্য স্বল্পপরিদৃশ্যতে। কদা কদা অষ্টপ্রহর-সময়ান্তরে দু যাবদ্দিবসাক্রমনঃ ভবতি। কদা কদা অবসাদাগমনবিনাপ্যেতে অন্তেষ্টক-কৃতীয়ক-চাতুর্থকজ্বরবৎ দৃশ্যতে।

(৩) প্লীহি বিবর্দ্ধিত দৃশ্যতে। তদ্বিবর্দ্ধিতস্য ক্ষেত্রে প্লীহা কৃষ্ণা ভবতি।

(৪) কৃমঃ পিত্তবমন-বিরেচন-পিত্তপ্লীহা-পাণ্ডু-আক্ষেপ-ঘোর-প্রলাপাদয়ঃ উপদর্গা অস্যিন্নের জ্বরে প্রাবল্যেন দৃশ্যন্তে।

(৫) পিত্তবিকৃতিজনিতাস্যপ্রলোপবাহুল্যবমন-লক্ষণঞ্চ দৃশ্যতে।

(৬) একস্মিন্ ক্ষেত্রে পাণ্ডুময় মলোপবাবির্ভবতি। মূত্রোপ্যধিক ভাবতে। কতিপয়দিবসাভ্যন্তরেষু কার্শ্যেন শরীরং দীর্ণ ভবতি।

(৭) ম্যালিগন্যাণ্ট টারশিয়ানাখ্য ম্যালেরিয়া-জ্বরস্য পুনরাক্রমনঃ কদাচিদেব ভাবতে। অন্য ভোগজালোপি বিনাইনাখ্য-ম্যালেরিয়াজ্বরবৎ স্বল্পতরো ভবতি। এবদ্বয়াৎ পরং পুনরাক্রমনঃ কদাচিদেব ভাবতে।

ম্যালিগন্যাণ্ট টারশিয়ানাখ্য ম্যালেরিয়াজ্বরস্য সাম্প্রিপাতিকলক্ষণানি -

জ্বরাক্রমনস্য দ্বিত্রেদিনাভ্যন্তরে সাম্প্রিপাতিক-রূপেণস্য প্রকাশো ভবতি। রোগিণঃ সর্বশরীরেষু সাম্প্রিপাতিকলক্ষণানি প্রকাশন্তে। কানি চ তানি সাম্প্রিপাতিকলিঙ্গানি? তানি হি অস্যোল্লিখিতানি ভবন্তি—(ক) অবসন্নতা, (খ) আক্ষেপ, (গ) বেপথু, (ঘ) বিষ্টম্ভবেষ্টনাশক্তি, (ঙ) মন্নতি, (চ) প্রলাপ, (ছ) বাক্যজ্ঞানশূন্যতা, (জ) শিরঃ লক্ষালনম্, (ঝ) অজ্ঞানতা বিষ্টম্ভ পরিবাহল্য।

মেনিন্‌জাইটিসপ্রকারস্য ম্যালিগন্যাণ্ট-ম্যালেরিয়াজ্বরস্য অন্তিমে বিশিষ্টাক্রমণজনিত-বিশিষ্টসাম্প্রিপাতিকলক্ষণানি—

(ক) ত্রয়াণাং বহুতাসাং পরং রোগী অসংলগ্ন-প্রলাপং ভাষতে। তদনন্তরম্ অস্পষ্টস্বরেণ অসংলগ্নবাক্যানি বহুতাসেন চ ভাষতে। তদনন্তরং অচিরাৎ মস্তিষ্কসংজ্ঞো কৃত্বা চিকিৎসায়াঃ প্রাগেব অস্মান্ ত্যজতি।

(খ) অন্তরাপরিষ্যাসময়ে মস্তিষ্কস্য শক্তি ভাবদ্বিষ্টেতি অন্তরাপঃ।

(গ) সর্বক্ষেত্রেষু সংজ্ঞাপ্রাপ্তো সন্ন্যাসস্য নিশ্চেষ্টতা বিদ্যতে চ।

(ঘ) কস্মিংশ্চিৎ ক্ষেত্রে অন্তরাক্রমণাদৌ উন্মাদস্য

যোনী প্রলম্বতি. বিস্রংসং পঙ্গুতি, উদাবর্তঞ্চ আচষ্টে।

৪) তস্যৈ অন্ত্রাক্রমণাৎ পূর্বং রোগিণো নাড্যাঃ গতিঃ ক্ষণং বর্দ্ধতে ও মূত্রমৌহবঞ্চ মুঞ্চতে। এতানি লক্ষণানি চিকিৎসায়াঃ বলানি সন্তীতি কৈশ্চিৎ চিকিৎসকৈঃ প্রমাদ্যতে।

(৫) উদাবর্ত-ক্রম-ক্রমে-মূত্রা সন্ত্রাসাক্রান্তরোগিণঃ সহ তুলনয়া অন্ত্র রোগস্য পক্বাশয়োপলব্ধিঃ সুলভা ন ভবতীতি।

ম্যাক্সিম্ নাকীয়া-আলেরিয়া অবলম্ এলক্সিচায়া অপরা প্রকৃতিঃ।

(১) অস্থিরে অর্থে রোগিণঃ বহুশঃ সন্ত্রাসঃ মলং পরিত্যজতি। কদা কদা ক্ষণং বর্ত্তি। বিমূচিকাক্রান্তানাং রোগিণামিব সন্ত্রাসি লক্ষণানি আবির্ভবন্তি যথা, (১) উদরশূলম্, (২) মূত্র-নিরোধঃ, (৩) হস্তপাদেষু সঙ্কোচঃ, (৪) পার্শ্বেশ্বং, (৫) ছর্দ্দিতস্য ক্রিয়ালোপশ্চেতি।

এষ এব অস্য সর্বস্য চিকিৎসকানাং আন্তিমূল-পাদঃ। তৎকারণেন আলেরিয়াক্রান্তস্য পরি-চর্য্যাবশ্যকতা এব বহুনাং রোগিণামকালমরণস্য কারণং ভবতি। রক্তামাশয়ক্রান্তস্য ক্রিয়াবিজ্ঞানং চিকিৎসকস্য চিত্তবিভ্রমায় ভবতি। রক্তপিত্তক্রান্ত-স্যাপ্যাবির্ভাবোহপি অতীব ভয়ঙ্করঃ প্রতিভাতি। অস্থিরের ক্ষেত্রে ন কেবলং মূত্রপুরীষমার্গেণঃ পরন্তু মুখ-নাসিকা রোমকূপমস্তিষ্ক-শ্রবণাক্ষ্যাদয়োঽপি রক্তং বিসর্জয়ন্তি।

পদ্য ও দ্রব্য বিজ্ঞানে বিভাগ

দ্রব্য-বিজ্ঞান

কবিরাজ শ্রীবসন্তকুমার মাইতি আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, বৈদ্যশাস্ত্রী

[আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৩১তম বার্ষিক অধিবেশনে পদ্য ও দ্রব্যবিজ্ঞান শাখার সভাপতিরূপে কবিরাজ শ্রীমাইতির অভিভাষণ, ১৭ই মাঘ, ১৩৬৯]

আয়ুর্বেদীয় দ্রব্য ও ঔষধ সমীক্ষা

দ্রব্য ও ঔষধ :—দ্রব্য শব্দটির সাধারণ অর্থ বস্তু বা জিনিষ। যে কোন জিনিষকেই দ্রব্য বলা যায়। কিন্তু আয়ুর্বেদোক্ত দ্রব্যের একটি বিশেষ অর্থ আছে। চরক যাহা যাহা দ্রব্য স্বীকার করিয়াছেন, যথা—আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, আত্মা, মন, কাল ও দিক্ সমূহ কিন্তু ইহাও দ্রব্যশব্দের ব্যাপক অর্থ। প্রকৃতপক্ষে পার্থিবৌকিক বস্তুকেই দ্রব্য বলা হয়। আত্মা, মন, কাল ও দিক্ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া চিকিৎসার উপযোগী দ্রব্য নহে। সুতরাং আয়ুর্বেদে দ্রব্য বলতে চিকিৎসার উপযোগী পার্থিবৌকিক দ্রব্যসমূহকেই বুঝাইয়া থাকে। জীবদেহ পার্থিবৌকিক, সুতরাং পার্থিবৌকিক দ্রব্যের সংযোগ ও বিয়োগের দ্বারা তাহার চিকিৎসা করা একান্ত সঙ্গত।

দ্রব্য ও ঔষধ, এই দুটি শব্দ আয়ুর্বেদে কখনও একই অর্থে, কখনও বা পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন 'ভিষগ্ দ্রব্যাণ্যুপক্রান্তো রোগী পাদচতুষ্টয়ম্' এখানে দ্রব্য শব্দ ঔষধার্থে ব্যবহৃত। আবার 'সেন্দ্রিয়কচেতনং দ্রব্যং নিষ্ক্রিয়ং অচেতনম্'—এখানে দ্রব্য বলিতে ঔষধ বুঝায় না, ঔষধের উপাদানভূত

পদার্থই বুঝায়। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রব্য বলিতে তাহাই বুঝিব যাহা এক বা একাধিক উপাদানভূত দ্রব্যদ্বারা বিশেষভাবে নির্মিত হইয়া রোগ-চিকিৎসা কার্যে ব্যবহৃত হয়। একই বস্তু দ্রব্য ও ঔষধ উভয় নামে অভিহিত হইতে পারে, যথা আমলকী- যখন কোন রোগে আমলকী সেবন করিতে বা প্রলেপ দিতে বলা হয় তখন উহা ঔষধ, আবার যখন আমলকী ঘৃত, আমলকারিষ্ট প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুতির জন্য আমলকী ব্যবহৃত হয়, তখন উহা দ্রব্য।

অতএব দ্রব্য ও ঔষধ এই দুইটি শব্দ অনেক ক্ষেত্রেই একার্থক ও একই উদ্দেশ্যসাধক বলিয়া এই প্রবন্ধে দ্রব্য ও ঔষধ এই দুইটি বিষয়েরই পাশাপাশি বিবেচনা করা হইয়াছে।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় বহু সংকট দেখা দিয়াছে। তন্মধ্যে দ্রব্য ও ঔষধ সংকট অন্যতম। সেই সংকট-গুলি কি এবং তাহাদের প্রতিকারই বা কি সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথমেই দ্রব্যের গুরুত্ব সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। শাস্ত্রকারগণ চিকিৎসাকার্যের চারিটি প্রধান অঙ্গের কথা বলিয়াছেন - প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অঙ্গ ভিষক্ বা চিকিৎসক, তারপর দ্বিতীয় অঙ্গ হইল দ্রব্য বা ঔষধ। দ্রব্য ব্যতীত চিকিৎসক অসহায়। চিকিৎসককে রোগের সহিত লড়াই করিতে হয়। সেই লড়াইয়ের হাতিয়ারই হইল দ্রব্য বা ঔষধ। হাতিয়ার না থাকিলে যোদ্ধা অসহায়, আবার ভাঙা ভোঁতা বা হালকা হাতিয়ার দ্বারা কঠিন শত্রুকে ঘায়েল করা যায় না, তেমনি অকেজো, বীর্যহীন ও অল্পপ্রভাবী ঔষধের দ্বারা চিকিৎসক রোগে ফল করিতে পারেন না। আয়ুর্বেদজ্ঞগণ ভাল দ্রব্য বা ঔষধের চারিটি গুণ নির্দেশ করিয়াছেন, যথা – (১) বহুত্ব, (২) রোগঘ্নত্ব, (৩) অনেকবিধ বল্যতা ও (৪) সম্পৎ—পরে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। এখন দেখা যাইতেছে যে, দ্রব্য বা ঔষধ চিকিৎসার একটি অত্যাবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সুতরাং উহার বিকৃতি ঘটিলে চিকিৎসা নিষ্ফল হইতে বাধ্য। আর বর্তমানে এই বিকৃতি যে কত ভাবে ও কত প্রকারে ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সংক্ষেপে সেইগুলি আলোচনা করা যাইতেছে।

দ্রব্য সংকট :

১। দুর্লভতা :- উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুতির জন্য উৎকৃষ্ট দ্রব্য বাজারে সহজপ্রাপ্য হওয়া আবশ্যক। আগে যখন আয়ুর্বেদ চিকিৎসার যথেষ্ট আদর ছিল, তখন বাজারে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যও যথেষ্ট পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালীর অধিক প্রচলন, ইহাতে আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যের চাহিদা খুব কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং যেমেতি মসলার দোকানে পূর্বের মত সব জিনিষ পাওয়া যায় না। অনেক মূল্যবান ও বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যই দুষ্প্রাপ্য কালবাজারের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে। অইবর্গ ও অন্য বহু দ্রব্যের অভাবে প্রতিনিধিদ্রব্যের দ্বারা দ্রব্য গ্রহণের রীতি কয়েক শত বৎসর পূর্বেই প্রচলিত হইয়াছে। তাহাতে তখন হিন্দুরাজত্ব ছিল তখন রাজানুকূল্যে আয়ুর্বেদীয় দ্রব্য ও চিকিৎসার সংরক্ষণ কার্য সম্পাদিত হইত। তাহার পর বিদেশীয় শাসকগণের তরফ শাসনকালে সেই রাজনিয়ন্ত্রণ না থাকায় এবং বহু রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থলোপ, দ্রব্যলোপ, চিকিৎসক ও চিকিৎসালোপ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে।

যাহা হউক, আয়ুর্বেদের পুনর্জাগরণ ও পুনরু-

স্থানের জন্য আনুষঙ্গিক ঔষধপত্রের পুরণ ও পুনঃপূরণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রতি ছয় ও পূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র—হাট বাজার গঞ্জ ইত্যাদিতে যাহাতে ভাল ভাল ঔষধের দোকান থাকে সেদিকে কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। ঔষধ বিক্রেতা-গণকে এ বিষয়ে উৎসাহদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আনুষঙ্গিক আয় ও প্রচলন বাড়িলেই এই উৎসাহ আপনা হইতে আসিবে সত্য কিন্তু সময়সাপেক্ষ। আর আনুষঙ্গিক পুনর্বাসনের জন্যই ঔষধের মূল্যহ্রাস একটি আবশ্যিক শর্ত, সুতরাং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উৎসাহ ও সুযোগ সুবিধা দান ইত্যাদির দ্বারা ঔষধের বিপণিগুলিকে আবার ভালভাবে চালু করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, যে-সকল ঔষধ চিরকালের মত লোপ পাইয়াছে সেগুলিকে আর ঔষধপত্রীতে না রাখাই বিধেয়। প্রতিনিধি-ঔষধ গ্রহণের ব্যবস্থা সর্বাংশে কল্যাণকর নহে কারণ ইহাতে কবিরাজ সম্প্রদায়কে মূল্যবান ও ফলপ্রদ ঔষধের স্থানে অল্প মূল্য ও হীনগুণবিশিষ্ট ঔষধ ব্যবহারে প্রলুব্ধ করা হয়,যেমন স্বর্ণের প্রতিনিধি-রূপে লৌহ বা স্বর্ণমাক্ষিকের ব্যবহার অনেকেই করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, ঐ প্রতিনিধিস্থানীয় ঔষধ-গুলিতে স্বর্ণের গুণ ও কর্ম অতি অল্পই আছে। অতএব ঘরানিয়া বলিয়া চিকিৎসককে হীরকের স্থলে কড়ি ব্যবহার করিতে বলা হইল। উভয়ের মধ্যে গুণ ও মূল্যের আকাশ পাতাল পার্থক্য। সুতরাং সাধারণ চিকিৎসক হীরক সংগ্রহ করিতে যাইবেন কেন? আবার অনুপান অভাবে শুধু জিয়া অনুপান পাওয়ার প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র। এইভাবে প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা আনুষঙ্গিক নিয়মের মাঝামাঝি লাভালাভ করিয়াছে।

২। কৃত্রিমতা :- ঔষধসম্পর্কে দ্বিতীয় সংকট—ইহার কৃত্রিমতা। সকলেই জানেন মানুষের নীতি-জ্ঞান অতি নিম্নস্তরে নামিয়া যাওয়ায় অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের ন্যায় কবিরাজী ঔষধপত্রের ক্ষেত্রেও কৃত্রিমতা কিরূপ ভয়াবহ পরিমাণে প্রবেশলাভ করিয়াছে। অবশ্য ঔষধ বিক্রেতাদের বক্তব্য এই যে, তাহারা কোন ঔষধিদ্রব্যকে নিকৃষ্ট করিতে জানেন না। সত্যিই যদি তাহা না থাকুক, তাহারা যে কোন একটি দ্রব্য দিয়া ক্রেতার আশা ও বিশ্বাসের স্থানটি পূর্ণ করেন, এ সম্বন্ধে একটি মজার গল্প প্রচলিত আছে। এক মুহুরীর ব্যাকরণের জ্ঞান পরিচয়াভিলাষ যে, কোন দোকানে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়। সে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া এক বেনে দোকানে গিয়া মুহুরীর একটি সূত্র জানিতে চাহিল। দোকানদারও বিন্দুমাত্র চিন্তিত না হইয়া একটি মজার দ্রব্য আনিয়া ছাত্রটিকে দিল। ছাত্রটি দেখিয়া অবাক হইল যে ব্যাকরণের সূত্রও বেনে দোকানে পাওয়া যায়। এতে ঔষধ বিক্রেতাদের মনে এক দুর্বার চিরকাল আছে, তদুপরি বর্তমান যুগের নীতিহীনতা মিলিত হওয়ায় অবস্থা আরও সঙ্গিন করিয়া তুলিয়াছে। এখন অভিপরিচিত দ্রব্য ক্রয় করিতে ক্রেতার মন হয় দোকানদার ঠকাইতেছে কিনা, কারণ ঠকাইবার এত কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে যে বিশেষ অভিজ্ঞতাতেও প্রতারিত হইতে হয়। এই কৃত্রিমতা আনুষঙ্গিক উন্নতির ভীষণ পরিপন্থী।

ইহার প্রতীকারের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইল মানুষের হৃদয়ে নীতি ও কর্তব্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু ওটা অবশ্য কঠিন ব্যাপার। মানুষের দোষ এমনই দুর্বার যে নীতির শাসন সে মানিতে চায় না। সেক্ষেত্রে সামাজিক ও রাজকীয় নিয়মই এক্ষেত্রে

উপায়। বর্তমানে যে-আয়ুর্বেদবিধি প্রবর্তিত হইয়াছে, উহার পরিচালকগণ যদি উপযুক্তভাবে দ্রব্য বা ঔষধের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন, তবেই দ্রব্যের কৃত্রিমতা অনেকটা দমন ও নিবারিত হইতে পারে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

৩। অযোগ্যতা—কৃতীত দ্রব্যকেই বলে উহার অযোগ্যতা। দ্রব্যটি হয়ত কৃত্রিম নহে কিন্তু উহার সংগ্রহ, রক্ষা ও ব্যবহারপ্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল সতর্কতা অবলম্বিত হওয়া উচিত, তাহা না হইলে দ্রব্য ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে। দ্রব্য-সংগ্রহ সম্পর্কে শাস্ত্রে নানাবিধি প্রসঙ্গ হইয়াছে, কোন্ দ্রব্য কখন সংগ্রহ করিতে হয়, কোন্ ব্যবহার হইলে অধিক কার্যকর হয়, কোন্ দ্রব্য কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার করিতে হয়, আবার কোন্ দ্রব্য শুষ্ক অবস্থায় করিতে হয়, কোন্ দ্রব্য রৌদ্রশুষ্ক করিতে হয়, আবার কোন্ দ্রব্য ছায়াশুষ্ক করিয়াই ব্যবহার করা সঙ্গত, কোন দ্রব্যকে কিভাবে রক্ষা করিতে হয় কোন দ্রব্যকে বায়ুতে, কোন দ্রব্যকে নিবাতস্থানে, কোন দ্রব্যকে কিরূপ আধারে রাখিলে লোকসানকর হয়ত, পচন ইত্যাদি হইতে রক্ষা করা যায়—এই সব বিষয়ে ভালভাবে অবহিত হইয়া দ্রব্যসংগ্রহ ও চালান না করিলে তাহা হীনবীর্য হইয়া যায়। এই সব বিষয়ে পরিভাষাদি গ্রন্থে সংক্ষেপে ইঙ্গিতমাত্র দেওয়া হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থের প্রয়োজন রহিয়াছে। যদি দ্রব্যবিশেষজ্ঞগণ দ্বারা গঠিত কমিটিবিশেষ এই বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান ও বিচার করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তবে উহা আয়ুর্বেদের দ্রব্য-রক্ষা সম্পর্কে বিশেষ সহায়ক হইবে।

দ্রব্যের আরও নানা বিঘ্ন আছে। হয়ত দ্রব্যটি কৃত্রিম নহে, হয়ত উহা উপযুক্ত দেশ ও কালে উপযুক্ত প্রণালীতে সংগৃহীত হইয়াছে কিন্তু অসাধু ব্যক্তিরা উহা হইতে সার নিষ্কাশন করিয়া লইয়া উহাকে সম্পূর্ণ নিবীর্য করিয়া দিয়াছে। ফলত উহা যখন কবিরাজের হাতে আসিয়াছে ও তাঁহারের দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে তখন উহা কোন কাজই করিতেছে না। হয়ত দ্রব্যটি পচা, ঝিলিমিলি বা ঘুনধরা, মজিয়াছে, দীর্ঘকাল রক্ষিত ইত্যাদি হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ নিবীর্য হওয়া সত্ত্বেও অর্থের লোভে দোকানদার উহাকে বাছিয়া পুছিয়া ক্রেতার হাতে তুলিয়া দিয়াছে। এরূপ ঘটনা হামেশাই ঘটে। এরূপ অবস্থায় দ্রব্যটি যে আয়ুর্বেদের ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের দুর্নামেরই কারণ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

দ্রব্যের এই অযোগ্যতা নিবারণও অনেকটা রাজবিধির উপর নির্ভর করে। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, রাজার অবধানবশতই অসাধু ব্যবসায়ীরা ও অযোগ্য চিকিৎসকেরা লোকের চোখে ধূলা দিয়া থাকে। রাজবিধি বা আইন ঠিকভাবে কাজ করিতে থাকিলে দ্রব্য এই সকল অনেক বিদূরিত হইতে পারে।

৪। দুর্লভতা—দ্রব্যের চতুর্থ সঙ্কট দুর্লভতা। দ্রব্য যত ভাল হউক না কেন, যদি দুষ্প্রাপ্যতা-বশত উহা সাধারণ মানুষের ক্রয়শক্তির বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা হইলে উহা কোন কাজেই লাগেনা। বর্তমান কালে স্বর্ণ, পারদ, হিঙ্গুল, কুঙ্কুম, কস্তুরী ইত্যাদি অত্যাবশ্যক আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যগুলির মূল্য কিরূপ অগ্নিস্পর্শী হইয়াছে এবং সেজন্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদের পক্ষে রোগচিকিৎসা কত অসুবিধাজনক হইয়াছে তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন।

দ্রব্যের মূল্য বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যথা দ্রব্যের উপাদান ও চাহিদা, দ্রব্য সংরক্ষণকারী ও ব্যবহারকারী, দেশের রাষ্ট্রনীতি, আমদানি ও রপ্তানি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ, কৃষ্টি কুবারলাভ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাত্যাবিপ্লব, বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানা কারণে দ্রব্যের মূল্য ঊর্দ্ধগামী বা অধোগামী হয়। এই সমস্ত বিষয়ে সাধারণ মানুষের ত দূরের কথা, শাসনযন্ত্রেরও সম্পূর্ণ হাত নাই। দেশের নানা অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সময়মতো আমদানি ও রপ্তানি নীতি স্থির করিতে হয়।　　(ক্রমশঃ)

অনন্তমূলাদ্য

কবিরাজ শ্রীনারায়ণচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম এ

অনন্তমূল দুই প্রকার শ্বেত ও কৃষ্ণ। শ্বেত সারিবাকে অনন্তমূল ও কৃষ্ণ সারিবাকে দ্রাবা-লতা বলে। উভয়ই গুণে প্রায় তুল্য।

নাম—সারিবা (সারিবা), অনন্তা, গোপী, গোপবল্লী, পত্রাবিকা (মূলের অত্যন্ত বিস্তার বলিয়া এই নাম)। ইহার মূল অনন্তের ন্যায় বলিয়া ইহার নাম অনন্তা ও অনন্তমূল। ইহার অত্যন্ত বিস্তার হয় বলিয়া ইহাকে প্রবল গুণসম্পন্ন ঔষধ অর্থাৎ ইহাকে deep acting remedy বলা যাইতে পারে। নাগজিহ্বা (জিহ্বিকা)—সাপের জিভের মত ইহার সম্মুখের অংশ দুইভাগে বিভক্ত। সাপের জিভের মত আকৃতি বলিয়া রূপ আকৃতি সাদৃশ্য নিমিত্তানুসারে সর্পবিষনাশক হইতে বুঝা যায়। ওষধী। ইহার ভাষা নাম—সারিবা। ইংরাজী—Indian Sarsaparilla, ল্যাটিন—Hemidesmus Indica. হিন্দী সৌরীসর, অনন্তমূল। মারাঠী—উপরসাল। গুজরাটী—উপরসলী, কালাবেল, দুধীবেল।

আকৃতিস্থান—উহা ভারতের নানা হইতে মধ্যপ্রদেশ ও সিকিম পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলে এবং দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুর ও সিংহল পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন অন্যত্রও পাওয়া যায়।

বিবরণ—ইহার লতার রং গাঢ় লাল। পাতা ডিম্বাকৃতি লম্বা ও দেখিতে কাপের পাতার মত—পাতার উপর নাগা রেখা আছে। পাতা ছিঁড়িলে দুধ বাহির হয়। দুধ বাহির হয় বলিয়া উহা শিরের উপকারক পুষ্টিকর বা বলকারক। ফুল—ছোট ও শ্বেতবর্ণ হয়। ফল—ফুল হইতে ছোট ফল হয় এবং তাহা পাকিয়া ফাটিয়া খোল তুলার মত বাহির হয়। মূল—মূলের উপরের ছালের রং লাল। মূল ভাঙ্গিলে সুগন্ধ বাহির হয়। মূলে প্রচুরপরিমাণে সুগন্ধি ও volatile পদার্থ আছে।

অনন্তমূল—ডঃ পিল্লাই। ত্রিদোষ নাশক।

বিশেষগুণ—বিশেষভাবে রক্তশোধক, সকল প্রকার চর্মরোগনাশক, বাতব্যাধিনাশক, পরম বলকারক, বিষঘ্ন, সংগ্রাহী, দীপন ও যকৃৎপিত্ত-প্রশমক দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রক্ত—দুষ্ট, উপদংশ, বাতরক্ত, রক্তপ্রদর, অর্শ, রক্তার্শ নাশক। গণ্ডমালা-

নাশক (বমন)। ব্রণ—ব্রণশোধক ব্রণরোপক। পিত্ত—বিশেষ ভাবে কৃষ্ণ বর্ণ নাশক, পিত্তজ্বর, রোম, হাম ও মিলমিলে চাম নাশক, বর্ণকারক। বাত—বিশেষভাবে বায়ুবাধিকর। পুরাতন বাত নাশক। অন্ধত্ব, পা ভার পা বাধা নাশক। ভল্লাতক—বিশেষ ভাবে কৃমিনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক অর্শনাশক ও গ্রিহোদর রোগনাশক। মূত্র সকল প্রকার প্রমেহনাশক কিন্তু মূত্রকারক ও মূত্রবর্দ্ধক। মূত্রযোগে মূত্রাশয়ের শুক্লবর্ণযুক্ত রক্তমিশ্রিত মূত্র, চর্ম্মযুক্ত মূত্র ও মধুমেহী (বমন) নাশক। শুক্র—শুক্রশোধনাশক ও শুক্রজনক। ঘি—দগ্ধ ক্ষতিক (বমন) ও মূষিক বিষনাশক। তক্র—প্লীহা রোগনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক। মিশ্রি—শুক্রশোধক।

প্রস্তুতিবিধি ঔষধীয় অনন্তমূল।

প্রয়োগ

রক্তদোষ, উপদংশ কিম্বা রোগ চর্ম্মবিকার—(১) অনন্তমূল ও শুলফের ছাল সেবন করিবে। (২) অনন্তমূলবাটা মলম সেবন করিবে। (৩) স্নানাহারের কালে ছোলাভিজান্ত্র মিশাইয়া সেবন করিলে উপদংশের বিশেষ উপকার হয়।

রক্তশোধক ও পিত্তপ্রকোপ নাশক—অনন্তমূল ও শ্বেত জীরার ছাল সেবন করিবে।

জ্বর (রক্তার্শ)—(১) অনন্তমূল বাটিয়া তাহা দিয়া মাটির পাত্রে লেপ দিবে। লেপ শুকাইলে সেই পাত্রে দধি পাতিয়া সেই দধি সেবন করিবে। (২) অনন্তমূলচূর্ণ এক আনা ভোলা (১) ছোলা সহ সেবন করিলে সাত দিনে রক্তার্শ আরাম হয়।

ব্রণশোথ—(১) অনন্তমূলের ছাল সেবন। (২) পরিষেক—(ক) অনন্তমূল অথবা চাকুলিয়া পাতা অথবা ভাদরীপাতার কাথে পরিষেক করিবে। (খ) অনন্তমূল, চাকুলিয়াপাতা ও করবী পাতার কাথে পরিষেক।

ব্রণ (ফোড়া) ও ক্ষুদ্রকুষ্ঠ অনন্তমূলের ছাল ২।৩ তোলা করিয়া দিলে রাত থাকে সেবন।

অশ্মরী ও মূত্রাবরুদ্ধ মূত্রকৃচ্ছ্রে—(১) অনন্তমূলচূর্ণ গোদুগ্ধসহ সেবন। (২) অনন্তমূলের শীতকষায় (ভিজান জল) গোদুগ্ধসহ সেবন।

মূত্রাঘাত, রক্তবর্ণ মূত্র, রক্তমিশ্রিত মূত্র—(১) অনন্তমূলের শীতকষায় গোদুগ্ধসহ সেবন। (২) অনন্তমূল চূর্ণ ৵০ আনা গোদুগ্ধসহ সেবন।

মূত্রেন্দ্রিয়ের দোষ ও সংক্ষোভ এবং মূত্রযন্ত্রের জ্বালা—(১) অনন্তমূল ও শুলফের ছাল সেবন, (২) অনন্তমূলের পুটপাক করার পর জীরাচূর্ণ ও চিনি গব্যদুগ্ধসহ সেবন, অনন্তমূলের পুটপাক—অনন্তমূল থেতো করিয়া ও বাটিয়া কলাপাতায় জড়াইয়া তাহার উপর মাটির লেপ দিয়া শুকাইবে, পরে আগুনে পাক করিবে। উপরের মাটি লাল হইলে মাটির করিয়া ফাটিয়া রস বাহির করিবে।। (৩) অনন্তমূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে মূত্রেন্দ্রিয়ের দোষ আরাম হয়।

শুক্র, মূত্র ও লিঙ্গ সম্বন্ধীয় পীড়া—অনন্তমূল চূর্ণের ২ করিয়া কলাপাতে জড়াইয়া মাটির লেপ দিয়া আগুনে উত্তপ্ত করাইয়া ছেলে চিনিসহ বাটিয়া দুগ্ধ মিশাইয়া সেবন করিবে।

বাত বেদনা ও পুরাতন বাত—অনন্তমূল বাটিয়া মলম সেবা।

রাজযোগ (Rickets ও ঘরপাগ্লা রোগের প্রাথমিক অবস্থা)—অনন্তমূল বিড়ঙ্গ ও অশ্বগন্ধাচূর্ণ মধুসহ অথবা ঘৃতসহ সেবন করিবে।

গর্ভিণী স্ত্রীলোকের মূত্রকৃচ্ছ্র মূত্রবেগ মাত্রাকে গর্ভাবস্থায় প্রত্যহ অনন্তমূলের শীতকষায় সেবন

করিতে দিলে মাত্রার দুরবস্থা দোষ আরাম হয় এবং মাত্রা নীরোগ ও দৃষ্টিশক্তি বিশেষ প্রখর হয়ে।

শিশুর রক্তশোধক ও দুর্বলতানাশক – (১) অনন্তমূলের রস আধ চামচ করিয়া চিনিসহ দিবে, (২) অনন্তমূল জলে ঘষিয়া এক চামচ করিয়া চিনিসহ দিবে।

শিশুর কিডে লালা ঝরা –অনন্তমূল চূর্ণ মধুসহ দিবে লাগাইবে।

সর্পদংশন –(১) অনন্তমূল বাটিয়া চাউলধোয়া জলসহ সেবন করাইবে, (২) অনন্তমূল বাটিয়া চোখে অঞ্জন দিবে।

শারীরিক শুক্রক্ষয়ের ফলে, দুর্বলতা ও সামান্য পরিশ্রমে শরীরের অবসন্নতা—অনন্তমূল ও বিড়ঙ্গের ক্বাথ সেবন।

অতিসার—অনন্তমূলের ক্বাথ ও আতাইচ চূর্ণ ১।১ বার করিয়া সেবন।

বমন –অনন্তমূলের ক্বাথ ও সামান্য হিং একত্রে সেবন।

শোথ –অনন্তমূল বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

পুরাতন কাস –অনন্তমূল ও কণ্টিকারীর ক্বাথ সেবন।

গণ্ডমালা (কণ্ঠমালা)—অনন্তমূলের শীতকষায় ২। তোলা মাত্রায় প্রত্যহ দিনবার করিয়া সেবন করিবে।

চক্ষুর পাতার উপর ফোটা ২ ফোড়া—অনন্তমূলের রস লাগাইবে।

চক্ষুর পাতার উপর শোথ (১) অনন্তমূল বাটিয়া লাগাইবে, (২) অনন্তমূলচূর্ণ মধুতে মিশাইয়া লাগাইবে।

হাতের কৃমির যন্ত্রণা –অনন্তমূলের পাতা বাটিয়া হাতে টিপিয়া রাখিবে।

* আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৩১তম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের ইংরেজি হইতে 'সখা' ও 'প্রবাসিজন' পাত্রায় ১৩৪ সাল, ১৩৬১ শ্রাবণ হইতে পুনঃ প্রকাশিত।

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, আয়ুর্বেদ-ভারতী

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

একত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন

উদ্বোধন উৎসব

স্থান—অন্নদাদা হল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবিবার, ১৩ই মাঘ, ১৩৬৯, (২৬শে জানুয়ারী, ১৯৬৩, অপরাহ্ণ ৩-৩০টা

সভাপতি সম্ভাষণ

প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি—রাজবৈদ্য কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম, এ, আয়ুর্বেদাচার্য

বন্ধুগণ,

আজ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের একত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন। আপনাদিগকে আমার সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আপনাদের সকলের আন্তরিক সহানুভূতি, বিশেষতঃ সংযোজিত, একপ্রাণতা আমাদের দুর্গম পথ সহজ করে দিবে—ইহাদিগে রোগ দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনদর্শন।

আজ ও অনাগতের যোগ্য ও সমাধান ভাবিতে

চলেছে। বৈজ্ঞানিক কালের কোনও অধ্যায়ের—কোনও শাখার কোনও আবেদন। প্রকৃতি ও জীব সম্বন্ধে যাহা সেই জীব, সমাজের ও পরবর্তী অনন্ত বিকাশে বিকাশমান। যে শক্তি এই প্রকাশের মধ্যে ক্রিয়াশীল সেই শক্তির উৎস মানবদেহে আজ সন্ধান করিব। এই মানবদেহ অবশেষে যুগে যুগে হয়ে আসছে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারা নিয়ে—আমরা বিবেকানন্দ তাহার অন্যতম। তাঁর অন্তরতমাত্মিকা উপলব্ধি তাঁকে আমরা মনে করার প্রয়োজনরহিতে। তাঁর বাণী, তাঁর নীতি, সংস্কৃতি ও ধর্মের আদর্শলোকে পথের উপদেশ আমাদের পথ নির্দেশ করুক—উহাদের মূলে যুগিয়ে কি যুগিয়ে তাঁর সত্যানুসন্ধানপূত আত্মবোধ তাঁকে ও অন্তর্হিতের।

পরিবেশের বৃহত্তর সত্তাসমূহ যুগসন্ধির ঐতিহাসিক অ হয়েছে এক দেশ, আজীবন অন্বেষণকারী সাহিত্যিক আয়ুর্বেদানুরাগী একজোকেই এ দেশের নাম লাগত, কবিরাজের ও সেবাব্রতিনী আয়ামায়ী তাঁ জীবন যেন হয়, বহুবলদল বিহারী পরিবেশের সহকর্মী প্রতিনিয়ত কবিরাজ প্রবীনার হয় প্রকৃতির পরলোকগমনে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সমাজোদ্বেলিত আধুনিকতার মধ্যেও আয়ুর্বেদ তার বৈশিষ্ট্যের মহিমায় যুগের পর যুগ পরিচিত মানবজাতি কল্যাণ সাধন করে আসছে, ইহা অত্যন্ত গৌরবের আমাদের কথা। পরিবর্তন তার নানা ধরণের প্রকাশভঙ্গে প্রতিবাদের মত এখনও শারীরিবিদ্যা, প্রব্যবিজ্ঞান, রোগবিজ্ঞান, ঔষধিজ্ঞান, ধাতু ও উপধাতু, অনবদ্য, মনোবিজ্ঞান, সংস্কৃতি প্রভৃতিবিষয়ে গবেষণা ও পারম্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আদান প্রদানের ব্যবস্থা করছে। বিশাল ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে আয়ুর্বেদের বিচিত্র অনুশীলনের ফলে নানা আভিজাত্যপূর্ণ প্রথাগুলি এখনও নব নব সত্যের সন্ধান ও সাক্ষ্য দিচ্ছে। সুতরাং এদিকে যেমন নূতনের অনুসন্ধিৎসা, অন্যদিকে তেমন পুরাতনের চির সত্যেরও অনুসন্ধান চলেছে। প্রত্যেক বিজ্ঞানই তার বৈশিষ্ট্য রেখে যাচ্ছে। সংমিশ্রণে আয়ুর্বেদের বিশেষ সত্তা হারাতে হবে। তাই যদি কিছু গ্রহণ করতে হয় তা স্বাধীনভাবে নিয়ে হবে নিজস্ব রীতির নিরিখে। ফলত এতে অর্থ লাভ হতে পারে, বিজ্ঞানের কোন উন্নতি হয় না, বরং তার প্রতিষ্ঠা হবে দুর্বল। চরক সত্য যে পথে এ উদ্ভাসিত হয়েছে সে পথের নানা মত ও পথ থাকবেই—উহা যেমন ধর্ম সমাজে দেখে দেখে, তেমন চিকিৎসাশাস্ত্রেও। তার ফলে যেমি বিভিন্ন চিকিৎসাপদ্ধতি - প্রত্যেকেরই আমার বিশিষ্ট ফল প্রদানের ক্ষমতা আছে।

আয়ুর্বেদের সমবায়িক রীতি (Synthetic Principle) আজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে থেকে স্বীকৃত হয়েছে। এর মূলত প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সত্য-দ্বারা লক্ষ্য করেই সে চলেছে। যেন একটী সমবায়িক সত্তা যেমন ওষধি—ঔষধে তার লাক্ষণিক বিধান করে থাকে। তার বিপরীত কিছু গ্রহণে বিপরীত ফল হয়। তা একটু বেশি বা কম হলেও ক্ষয় পড়ে—যে পরিমাণ করতে পারে না—দু-প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে, নানে দেহের জীবনীশক্তিগুলি পরিচ্ছন্ন হয়। মূলতঃ দেখতে গেলে প্রকৃতিতে চন্দ্র, সূর্য ও বায়ুর খেলা চলেছে—এদের মধ্যে যেমি উষ্ণ হলে প্রতিক্রিয়া বিকৃত হয়। দেহের মিলনের সমবায় সমতা, উহাদের বিকৃতিতে রোগ। যজ্ঞের যেমন ফল (Byproduct) আছে, দেহেরও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ফল উৎপন্ন হয়। এই ফল সৃষ্টি হচ্ছে ও নিষ্কাশিত হচ্ছে। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেহমধ্যে চলেছে। অগ্নি (পিত্ত) শুধু খাদ্য পরিপাক করে না—প্রতি অনুপরমাণুতে অগ্নি আছে যাতে করে দেহে তাপ আছে ও থাকে, তাকে বৈশ্বানর বলা হয়, বায়ু চালকশক্তি। প্রকৃতিতে যেমন উষর, মরু, প্রান্তর প্রভৃতি অঞ্চল আছে, দেহেও বায়ু প্রধান, পিত্তপ্রধান ও শ্লেষ্মপ্রধান—আবার দ্বন্দ্ব-মিশ্রণযোগ্যও। তার যেমন, মন ও আত্মার পরস্পর সম্বন্ধবিচার ও ধর্মের অনুপূরক অনুশাসন।

তা ছাড়া আয়ুর্বেদ শারীরবিদ্যা, শারীরক্রিয়াবিদ্যা, রোগবিদ্যা, শারীরবিদ্যা প্রভৃতিকে বাদ দেয়নি। তার আহারের অবস্থাভেদ, দেহের ও মনের সংশ্লিষ্টতাবোধ

পরস্পর থেকে উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত্যার বিশ্লেষণ নিতান্ত। এখানে আমার এতটুকু ইঙ্গিত মাত্রই যথেষ্ট হবে।

স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় সরকার আয়ুর্বেদিক বিভাগ হলে ঠৈ ঠৈ করছেন—মহাসভাগুলিও স্থাপন করেছেন। তথাপি দেখা যাচ্ছে, আয়ুর্বেদের ফলপ্রদ ওষধি ও উপাদানগুলিকে আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে ভাঙ্গাচোরা করে অকার্যকরী করবার কলি—আয়ুর্বেদের উন্নতির জন্য নয়।

সুতরাং সরকারী চেষ্টায় আয়ুর্বেদের উন্নতির আশা রাখা মানে আপনা-থুথে-চলো-এইরকম নীতি ধরে চলাই মোর আয়ুর্বেদকে বাঁচাতে হবে। তাঃ ভিবেদীর পূর্বে অনেক ডাক্তার আয়ুর্বেদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গীরণ করেছেন। তাদের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁরা আমাদের দিক থেকে নয়—বিজাতীয় সভ্যতাসম্ভারের দিক থেকে বড়। তবে যা, বিদেশী বৈজ্ঞানিকও ইহাকে সমর্থন করে থাকেন। এখনই প্রথা হোমিওপ্যাথ বিজ্ঞান তার নিজস্ব ভাবা পরিভাষার উন্নতীকরণ করে, তাক্তার নিজের ভাব নিজস্বীন উপায়ে—কবিরাজ মহাশয় নিজের ভাব নিজস্ব পদ্ধতিসম্মত হন। এতে বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যায়। বলতে কি, সর্বস্তরে আয়ুর্বেদের একটি বৈশিষ্ট্য আছে যার ফলে পাশ্চাত্যচিকিৎসাবিজ্ঞানীর প্রত্যাঘাত যৌক্তিক কবিরাজমহাশয়রা নিরাময় করেন। আমার মনে, সরকারী চাকরের ব্যক্তিগত অনাসূত আয়ুর্বেদকে আজ স্বাধীন ভারতে তার পথে চলতে দিতে হবে।

ভারত সরকারের অবিমৃষ্যকারিতার কথা বাদ দিলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়ুর্বেদ প্রীতির নমুনা দেখুন—বিশ্বাস না হলেও বিশ্বিত হবেন। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যে আয়ুর্বেদের উন্নতির ব্যবস্থাপনা করলেও স্বাধীনতার ১৩ বৎসর পরে পশ্চিমবঙ্গে আয়ুর্বেদ এই পাশ হলো। ইহার এক বৎসর পরে আয়ুর্বেদ পরিষদ গঠিত হলো। তার ২০ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জন ডাক্তার, ১ জন ইঞ্জিনিয়ার, মহাপতি ডাক্তার, সহ-মহাপতি ডাক্তার, রেজিষ্ট্রার অবশ্যিত—এ যেন ব্যবসেই বিদেশী 'ব্যাংকের' মতই অভিনব। ইহাদের মধ্যে কেবল আয়ুর্বেদ অভিজ্ঞ বর। আমার এদের কারো কারো উপর ব্যক্তিগত, শ্রদ্ধেয় ও স্নেহভাজন বিষয়ে তার অধিক হয়েছে কর্তৃপক্ষের বুঝা উচিত আয়ুর্বেদের উন্নতি আয়ুর্বেদজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব। সাম্রিজ্যের সঙ্গে আয়ুর্বেদের নীতিবিরুদ্ধিত একটি বিজ্ঞান সাধারণপুর হতে পারে—আয়ুর্বেদের বিকাশসাধনই হবে।

আর একটি কথা। পুরাতন কেরোসেন কাইসিন ও ষ্টেট ব্যাঙ্কগুলি সরকারের নিকট হইতেও বিনিময়ার্থ কি আদায় করা হচ্ছে। মনে হয়, আয়ুর্বেদ পরিষদের ব্যবস্থায় ও আয়ুর্বেদের উন্নয়নের জন্য কিছু অর্থ আদায় করাই উচিত। আর আয়ুর্বেদ এইটি ১৬ দ্বারা ব্যবসায়মূলক নয়, অপরপক্ষে ডাক্তারদের বিনিময়ার্থ কি দিতে হয় না। উপরন্তু, মেডিকেল কলেজগুলি, হাসপাতাল, অন্যান্য মেডিকেল ইনষ্টিটিউশন সরকারী অর্থেই চলে। আয়ুর্বেদের বেলায় এইরূপ বিষয়ানুরূপ ব্যবহার কিসের জন্য? আয়ুর্বেদ তো এই দেশেরই চিকিৎসা-বিজ্ঞান, এই দেশের লোকের উপকারেই লাগে। আর ডাক্তারদের বেলা কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের বাহিরে কবিরাজদের তাই। তবে এই পক্ষপাতিত্ব কেন? সরকারের নীতি ও আয়ুর্বেদবিরোধী মনোভাব পরিবর্তন করা কর্তব্য।

উপরি বর্তমান সঙ্কটকালে আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠান গুলোকে বিনষ্ট হতে বিসর্জন হবে। এদিকে সরকারী সকল বিভাগই চলেছে। মেডিকেল কলেজ এবং ডাক্তারী হাসপাতালগুলির বন্ধ হয় নাই। তবে কবিরাজী কলেজ ও হাসপাতালগুলির উন্নতিসাধন অথবা ষ্টেট কলেজ, গবেষণাগার, ভারত চিকিৎসালয় স্থাপনে অর্থব্যয় করতে সরকার কুণ্ঠিত কেন? এদিকে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখবার জন্য প্রযুক্ত প্রচেষ্টা চলেছে। আর আয়ুর্বেদ একটি ভারতীয় বিষয়—বিশেষত এই সঙ্কটকালে। অপরপক্ষে মেডিকেল বিজ্ঞানে একটি কবিরাজ নাই আয়ুর্বেদের জন্য,—তবে কি আয়ুর্বেদের অবজ্ঞাতাই উহার উন্নতির উপায়!

অন্যান্য কাজ বাদেও এই অবশ্যকরী কর্তব্য সরকারের

প্রবন্ধ উপস্থাপনীয় এবং কবিরাজদের এইগুলি মূলধন করি—

(১) কবিরাজ-ডাক্তারদের অধীনে আয়ুর্বেদ বিভাগ স্থাপন ও কবিরাজদের দ্বারা পরিচালনা; (২) কবিরাজদের সুযোগ সুবিধা ও অধিকার সম্বন্ধে সরকারী ঘোষণা; (৩) ষ্টেট মেডিসিন, অনুসন্ধানাগার প্রভৃতি স্থাপনে বিলম্ব হলে বর্তমান আয়ুর্বেদীয় কলেজ, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতির আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা; (৪) ডিসিটমান্স বিষয়ক নীতি দৃঢ় করা; (৫) আয়ুর্বেদ-এই অধিকারে ঘোষণা; (৬) পঞ্চবর্ষব্যাপী আয়ুর্বেদ পরিকল্পনার রূপায়ণ ও কার্যকরীর পরিচালনার ভার কবিরাজদের প্রদান; (৭) খনি ধাতু, উপধাতু ও ওষধি সংগ্রহে সরকারী ব্যবস্থা; (৮) আয়ুর্বেদের শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা ও গবেষণা সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদ মতে হবে, তবে বিজ্ঞান বা চিকিৎসাবিজ্ঞান তুলনামূলকভাবে আলোচনা করতে পারবেন আপত্তি নাই।

এইরূপ বার্ষিক অধিবেশনোপলক্ষে প্রত্যহ ৮টি বিষয়ে বিভাগীয় আলোচনা, আয়ুর্বেদ-প্রদর্শনী, জনসভায় বক্তৃতা ও সপ্তাহ ব্যাপী ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজন করতে হবে।

সভা সমিতির কার্যবলীর লিখিত বিবরণাদি প্রকাশে কার্যচিকিৎসা বিভাগে কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ সেন-চিকিৎসায় আয়ুর্বেদের, সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপক ডিজিপুরাণরত্ন সেন শাস্ত্রী-কাব্যে আয়ুর্বেদ (অনুসৃতি) ও ভারতীয় সাহিত্যের রূপ, অনোবিজ্ঞান বিভাগে কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চাটার্জি-মুখবন্ধি, চরক পরিচয়ে কবিরাজ শ্রীবনমালাকুমার বসুমহাশয়—চিকিৎসায় বিশেষ 'বিজ্ঞানীয়ম্' (চরক), কৌমারভৃত্য বিভাগে কবিরাজ শ্রীসুধাংশু ঘোষ—শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষানীতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৬ঃ শ্রীযামিনীভূষণ সুধাংশু সম্মুখস্থ মহোদয়ের উদ্যোগে ও কবিরাজ ত্রিগুণাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের সৌজন্যে বিভাগ বার্ষিক চরক প্রদর্শনী বিষয় কলেজ এসোসিয়েশন হলে সাফল্যে হয়। কবিরাজ শ্রীযামিনী ভূষণ সেন কাব্যতীর্থের সভাপতিত্বে ১৯শ অক্টোবর, ১৯৬২ অপরাহ্ণ ৫ঘটিকায় বৈজয়ন্তীপ্রতিষ্ঠানের ২৩শ আয়ুর্বেদীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতির সৌজন্যে এবং বার্ষিক সাধারণসভা রবিবার ২০শে মাঘ ১৩৬৯, ৪ঠা, মহাত্মা গান্ধী রোড-কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সকলি বিষয়ে একটি উপ-সমিতি গঠিত হয়।

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' নামে বৈজয়ন্তিক পত্রিকা পরিচালিত হবে। আশাকরি উহার গ্রাহক ও প্রচার সেবকরূপে সহায়তা করতে আপনারা কুণ্ঠিত হবেন না।

আমাদের মাং উৎসব ও উৎসবের অভিনিবেশের আয়োজনের আহ্বান এখানে আপনাদের মত সহৃদয় সুধীজনের সম্মুখে উপস্থাপিত করছি। আশা করি, আপনাদের বিমলন লাভে ও অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এই ক্ষুদ্র আয়োজন সুন্দর কর্মযজ্ঞে পরিণত হবে।

মূলের এই পরাজয় জানেই আনে—সৃষ্টি ও সফলতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিচিত্র প্রকাশে নব্যুগ ও নবীন জীবনে, এজন্য কি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে প্রবাহিত করে আনন্দোজ্জ্বল আত্মীয়তার পরিচয় দান। আসুন, আমরা সেই মহালগ্নে যোগদান করি আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও অনুশীলনের মহাধিমন্ত্রে।

মন্ত্রণাধরম্

কার্যালয়:
৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

কবিরাজ
শ্রীবনমালাকুমার বসুমহাশয়
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি,
আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষৎ।

তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তি আমাদের পাথেয় হউক

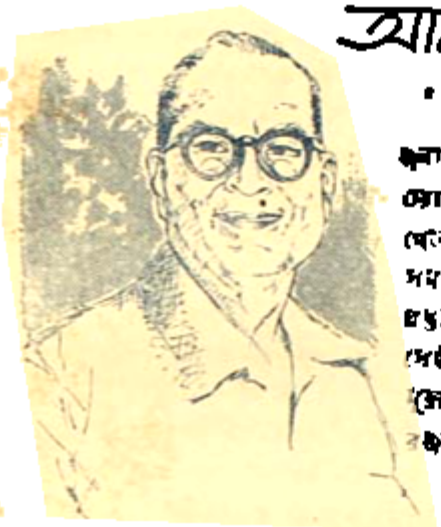

"কর্মের মধ্য দিয়েই দেবতার সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁর কৃপা যদি কোন ঐশ্বরিক প্রয়োজনে হয় আমি মুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের নাম ঘোষণা করবো। ছোট অবস্থা থেকে এই প্রতিষ্ঠান আজ অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক বিরাট কারখানায় পরিণত হয়েছে। বিদেশের দক্ষ কারিগর দেশের কাণ্ডির যে অফুরন্ত ঐশ্বর্য মুলেখা সেই সম্পদ অধিকারী। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করছে। আজকে তাদের এই [illegible] উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

বিধানচন্দ্র রায়

মুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

রুগ্ন মানবের সেবায় নিয়োজিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ে নবীন পদ্ধতিতে

- ব্যাতরক্ত ও শ্বেত কুষ্ঠ আরোগ্য

ইহা ছাড়া গাত্রে লাল দাগ, একজিমা, স্বাদুদের বক্রতা, একজিমা, সোরাইসিস, বৃদ্ধি ক্ষত ও অন্যান্য জটিল চর্মরোগ আরোগ্য হয়। ৪৫ বৎসর অভিজ্ঞ পরীক্ষা পরীক্ষা পরীক্ষা এবং বিশ্বাসযোগ্য বিজ্ঞাপন পুরুষ নাই দেখুন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা

১ নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন : ৬৬-১৫৯।

শাখা :- ৩৬নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পুরবী সিনেমার পাশে)

A revolution in Ayurvedic Medicine...

Baidyanath are Manufactured in Big Baidyanath-Jee by Pan-Shastries (Chemists) and for their effectiveness enjoy the confidence of the Medical profession all over the country and abroad. **Baidyanath** medicines are a symbol of Revolution in the world of Indian Medicine.

SHREE
Baidyanath
AYURVED BHAWAN
PRIVATE LTD.

CALCUTTA · PATNA · JHANSI · NAGPUR · ALLAHABAD

পাইওনীয়ার

সম্পূর্ণ
বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ধৌত !

পাইওনীয়ার বিল্ডিং সিমেন্ট লিঃ, পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-১ ফোন : ০৪-১৪৮৩

আয়ুর্বেদ-ভারতী

(*The Ayurveda-Bharati, a multilingual Quarterly Journal of Ayurveda & Indian Culture*)

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

আয়ুর্বেদ-ভারতী কার্যালয়

৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রতি সংখ্যা ৭৫ ন.প. ২য় বর্ষ-বৈশাখ, ১৩৭০ বার্ষিক – সডাক ৪৲

আয়ুর্বেদ-ভারতী—সূচীপত্র, বৈশাখ, ১৩৭০

	বিষয়—	লেখক—	পৃষ্ঠা
১।	আচার্য বিনোবা ভাবের সহিত আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিনিধিবর্গের সাক্ষাৎকার		৯৭
২।	সম্পাদকীয়		৯৮
৩।	ছুটী (কবিতা)	শ্রীসন্তোষকুমার বসুমজুমদার	১০০
৪।	মহর্ষি চরকের জীবন-বৃত্তি	অধ্যাপক শ্রীঅমূল্য শর্মা সেনশাস্ত্রী	১০১
৫।	বাতোদ্ভিদ্	পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্র নাথ রায় শর্মা	১০৬
৬।	আয়ুর্বেদের দুটী সংহিতা	কবিরাজ শ্রীপ্রফুল্ল চৈতন্য ভাদুড়ী	১১০
৭।	রাজযক্ষ্মা ও তাহার চিকিৎসা	কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্র নাথ বৈদ্যশাস্ত্রী	১১৩
৮।	ঔষধের পরীক্ষা, ভারতবর্ষ ও তৎ-বিচার	কবিরাজ শ্রীরমানাথ সেন	১১৬
৯।	প্রয়োগবিশদ্বিত আয়ুর্বেদীয় আরোগ্যশালা সংবাদ		১১৯
১০।	ঘানসিক অবস্থা ও চিকিৎসা	শ্রীপ্রফুল্ল মুখার্জী	১২৬
১১।	পরিণাম-প্রক্রিয়া	কবিরাজ শ্রীসুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১২০
১২।	দ্রব্য-বিজ্ঞান	কবিরাজ শ্রীসুনাথ ঘোষাল	১২১
১৩।	কয়েকটি ধাতু ও উপধাতুর গুণাগুণ ও প্রয়োগবিধি	কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্র নাথ আচার্য	১২৪
১৪।	'আয়ুর্বেদ-ভারতী' সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত		১২৮

A revolution in Ayurvedic Medicine...

Baidyanath medicines are Manufactured in 5 big Rasayanshalas by Ras-Shastries (Chemists) and for their effectiveness enjoy the confidence of the Medical profession all over the country and abroad. Baidyanath medicines are a symbol of Revolution in the world of Indian Medicine.

BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD. CALCUTTA

SHREE Baidyanath AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD.

LEADING MANUFACTURERS OF AYURVEDIC AND PATENT MEDICINES

CALCUTTA · PATNA · JHANSI · NAGPUR · ALLAHABAD

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"

আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীযদুনাথ মজুমদার, এম্-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

দ্বিতীয় বর্ষ ত্রৈমাসিক	বৈশাখ, ১৩৭০	চতুর্থ সংখ্যা মে

আচার্য বিনোবা ভাবের সহিত আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিনিধিবর্গের সাক্ষাৎকার

বিগত ৩রা আষাঢ়, ১৩৭০, রবিবার (১৮ই জুন, ১৯৬৩) অপরাহ্ণে কলিকাতা মহাজাতিসদনে অবস্থানকালে আচার্য বিনোবা ভাবে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিনিধিবর্গের অভিনন্দনের উত্তরে হিন্দীতে বলেন—আপনাদের অভিনন্দনে পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। আয়ুর্বেদের গবেষণাগুলি অত্যন্ত উপকারী ও কার্যকরী, ইহা সহজেই বোধ নিরাময় করিতে সমর্থ। ভারতে অনেকগুলি ডেথডোক্যানে আছে—গ্রামে গ্রামে আরও ডেথডোক্যানে স্থাপন করা প্রয়োজন। কবিরাজগণ যদি সাধ্যি সেবক রূপে যোগদান করেন, তবে আয়ুর্বেদের প্রচার ও প্রসার পল্লীতে পল্লীতে অতি সহজেই হইবে। তিনি আরও বলেন যে, তিনি কেন চিকিৎসাশাস্ত্রের এতখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

আচার্যের প্রতিনিধিবর্গের মুখপাত্ররূপে প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীযদুনাথ মজুমদার অভিনন্দন দানপ্রসঙ্গে বলেন—

আচার্যদেব, আপনি সর্বমানবের দুঃখ দূরীকরণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভূদান-যজ্ঞোপলক্ষে এই বার বৎসর যাবৎ দিনের পর দিন দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া নিরলসভাবে কর্মযোগের—বিশ্ব ও ভারতে ব্যক্তিগত ও সমাজগত বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করিতে ব্রতী আছেন—ইহা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। আপনি পরিষদ ও আমার পক্ষ হইতে অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আপনি মহাপথিক ও মহাজ্ঞানী—ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক—রাজনৈতিক জটিল ও কুটিল পথ পরিত্যাগ করিয়া সরল ও সহজ জীবনধারার বনী হইতে গৌরীশঙ্করের সহিত মিলিত হইয়া গণতান্ত্রিক সাম্যবাদের আদর্শ রূপায়নে পরিব্রাজকের জীবন যাপন করিতেছেন,—ইহা পরম আনন্দের কথা। আমরা আশা করি, আপনার নেতৃত্বে ও সাধনায় শুধু দেশের আধিক সমস্যা সমাধান হইবে না, প্রাচ্যের সর্বাঙ্গীন আদর্শের

পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের নিজস্ব চিকিৎসা-বিজ্ঞান —আয়ুর্বেদের শিক্ষা ও চিকিৎসাপদ্ধতির উৎকর্ষের মাধ্যমে ভারতের প্রতি ঘরে স্বাস্থ্য, শান্তি ও আধ্যাত্মিকতার দীপ্তিতে সকল দিক উজ্জ্বল হইবে এবং আপনার আন্তরিক শুভ ইচ্ছা সেদিকে নিয়োজিত হইবে। আপনি আমাদের সম্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথসেন সেনশাস্ত্রী, কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চাটার্জি, শ্রী কি, এন, কালুর, কবিরাজ শ্রীগোবর্ধন শর্মাও ছিলেন।

সম্পাদকীয়

মানুষ অখণ্ড—তাকে ভাগ ভাগ করা যায় না মানাস্থানে—মূলের পরিপূর্ণ প্রকাশের মত তার প্রকাশ—নানাবর্ণের ঐক্যতান। দেহী আত্মাত্মিক সত্তা, ব্যবসায়িত্বিকা বুদ্ধি, আসন, শিক্ষা স্নেহ, মমতা—সামগ্রিক মানসসত্তা নিয়ে বিরাজমান—চরিত্রের মানের বিপর্যয়ে তার বিপর্যয়—পতন। সৎ চিন্তার প্রভাবে দেহ ও মন উজ্জীবিত হয়, অসৎ চিন্তার প্রভাবে যেমন অবনত। উহা সংক্রামিত হয়ে বাইরের সমাজেও। রাজনীতি হোক, আর ধর্মনীতি হোক দল পাকিয়ে শুধু প্রচারে ও প্রভাবে স্ব স্ব প্রাধান্যের প্রকল্পনায়—আদর্শের রূপায়নে নয়, ফলটা আদর্শ ধর্ম করবার দিকে। তবে মানসিক মানের চির-চঞ্চলতা পরিবর্তন আনে ভালে মন্দে সর্বদিকে পঞ্চমিশালি মিলনের রসায়নে। ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মবিসর্জন যেখানে কাজ করে পুঞ্জীভূত আবর্জনার ক্ষেত্রে যেমন পরাজয়ী।

অন্যের ক্রিয়া ও রোগের বেলায়ও তা-ই—তবে মূল এক স্থানেই পরে বহুর প্রকাশের মত নানা স্থানে ভিত্তি রচনা করে, কারণ সেই জৈবনিক প্রক্রিয়ার ফল—যৌগিক নয়, তার স্থানিক বিকৃতি প্রকাশের বিভিন্নতে অন্য বিকৃতি দেখা দিতে পারে বা সাক্ষীকরণ করে নিতে পারে। তাই সোজাসুজি নিদান মূলীভূত করা দরকার কিন্তু সামগ্রিক চিকিৎসা ব্যতিরেকে দৈহিক বিকৃতি স্বাভাবিকতায় আসা যায় না শারীরিক শক্তির সাহায্যে তা সম্ভব হয়ে পারে কিন্তু অনিয়মের ছাড়া বেশি দিন চলতে পারে না—উহা নির্ভর করে পরিমিত আহার-বিহার, চিকিৎসা, জীবনী শক্তি, সহনশক্তি ও জলবায়ু প্রভৃতির উপর।

প্রকৃতি ও মানব সমাজে যেমন বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে প্রয়াস পায় তেমন দেহেও ধাতুসমূহের মধ্যে সমতা রাখবার চেষ্টা চলে। বাইরের চিকিৎসায় ভুল হলেও সেই তা সোধরাবার চেষ্টা করে কিন্তু ওষুধি ও ঔষধ প্রয়োগ এমন হওয়া

করবার যাতে করে সমাজের অন্যে আরোগ্যলাভে হতে পারে, নতুবা অন্য রোগ হবার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

রোগের রূপ সকলের প্রায় এক হ'লেও তার প্রকৃতি ও বিকৃতি বহু এক রকমের হয় না। প্রকৃতি-সমন্বয়ের ও প্রকৃতি-বিপর্যয়ের নিষ্ক্রিয় রোগের সংগঠন ও চিকিৎসায় ভিন্ন। মানুষের বিজ্ঞান-বুদ্ধি ও অন্যের সমীক্ষা যতই প্রখর হোক না কেন, কখনও রোগের বিচার ও পরিণতি বুদ্ধিগম্যতা ছাড়িয়ে যায়—সেখানেই ঘটে প্রমাদ। ধর্মই সেখানে প্রয়োজন। সমষ্টিগতভাবে যে প্রকৃতি ও বিকৃতি ফলে আভিন্যাসের প্রতিক্রিয়া করলেও। সব সময় বহুর যোজনায় বুদ্ধি, বিষয় বস্তুর ফলে হ্রাস। বহু দিন কোন ঔষধ ব্যবহারে তার ফল ক্রিয়াশীল থাকে না, যেমন 'এন্টিবায়োটিকস্'-এর ক্ষেত্রেও ব্যবহারে resistance to drugs is developed which deprives them of their usefulness.....' সুতরাং রোগের কারণ ও কার্য বুঝ করবার জন্য ঔষধ দিতে হবে তারআকস্মিক বিকৃতিকে সাময়িক আরাম দেবে কিন্তু মূল রোগ-বিনাশে বিফল হবে। অবশ্য কোন কোন সময় আকস্মিক বিকৃতিরও প্রয়োজন হয়।

নীতি ও প্রকৃতির দিক থেকেও মানুষ অবশ্য—তাকে জীবনদর্শনের ঐক্যের দিকে নিয়ে যাবার জন্যই ধর্ম প্রয়োজন, তবে শাসনের ক্ষমতা, ধর্ম ও অধিকার বিশ্লেষণায়—ব্যবসায়ীর বক্তব্য যন্ত্রযুগের অন্তরালে পূর্বে এ ঐক্য আনতে পারে না যেমন আমরা পারে না রোগের ঐক্য বা স্বাস্থ্য অনিবার্যের ও অনিশ্চয়তার জন্যে। একই লোক যখন ব্যবসায় করবে তখন মুনাফাখোর করবে, যখন শাসন করবে তখন অন্যায় অত্যাচার করবে, আর মন্ত্রিত্বে পরিত্রাণ আমার ভগবান করবে—এ পরিস্থিতিতে শান্তি ও সদ্ভাব আসতে পারে না—টিকা একটা স্বার্থপূর্ণ পরিত্রাণ মাত্র—আত্মার অবস্থানমা।

সমাজের এক অঙ্গ খারাপ হ'লে অন্য অঙ্গেও তার ছাপ পড়ে যেমন রোগের এক অঙ্গে ব্যাধি হলে অন্য অঙ্গেও তার বিকৃতি সংক্রামিত হয় অচিকিৎসায় ও কুচিকিৎসায়। এই বিকৃতি পরম্পরার সাহায্যে ক্রমে ক্রমবর্ধমান কিছু বহির্গত করে দেয়। সমাজের অন্যত্র সদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে বিদ্রোহ করে লোক। তা না হলে সমাজ টিকে থাকতে পারে। "আদ্যন্তবন্ত বলং সাধারণসাধোপচয়ো প্রভা। ওজস্তেজোদ্যুতঃ প্রাণসংজ্ঞাঃ রোগাস্তিরূপাঃ।" এই সকলই অস্তিত্বলক্ষ। আর এই অস্তি বিপরীত হ'লে মৃত্যু এবং অস্তি অক্ষুণ্ণ থাকলে মানুষ নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হয়। প্রাকৃতিক জগতে সূর্য যেমন জীবন্ত ও গাছপালা প্রকৃতিকে সজীব ও পুষ্ট করে যেমন রোগের অস্তি সর্বার্থসাধক। টাকে রক্ষা করতে হ'লে সংযমী হ'তে হবে। "মুক্তাহার—বিহারস্ত যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু। যুক্তস্বপ্নাবোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা। যেমন সৌরজগৎ রোগ ও সমাজ একটী পরিপূর্ণ সমতার দিকে যেতে চেষ্টা করছে—অন্যদিকে বৈচিত্র্যের আনন্দ-নিত্য নবীন চিত্তভূমিকে নব নব রসে সিক্ত করছে অন্য প্রগতির মানুষে—সেখানে প্রকৃতি ও জীব আত্মনি-সম্বন্ধযুক্ত—প্রকৃতির রোগের মূলার জন্যই। "অন্যত্র মে বিভাতি।"

ছুটি

শ্রীবসন্তকুমার বসুমল্লিক

ছুটির দিনে
মনের খুশী চেপেছে যদি ভাই
তবে চল চলি আকাশতলে
সকলের মনের দুয়ার খুলে
করে দিয়েছে ঠাঁই ;
নদীর ধারে কাশের বনে বনে
ফোটে অজানা ফুলের আপন মনে,
ঝিলিমিলি ঢেউ অঙ্গে দিয়ে—
কেমনে তারে পাই ।
গ্রামপথে বসন্ত গাছের ডালে
বাতাস লেগে পাতে পাতে তালে
সবুজ নূতন ঢোলের তালে তালে
বেঁধে দিয়েছে সুর—
আম গাছ তার কচি পাতাগুলে
আলি ঝেড়ে তুলে ছড়াবার ছলে
আনন্দ যে কানায় কানায় ভরে
হইচই কী মধুর !
বাড়ির পাশে পরীর দুখী ঘরে
সুখে দুখে কাটায় জীবন তারা
নিজের মাঝে থাকে আপনহারা—
করে না বঞ্চনা ;
দেখেছি তার অন্তরায় আলীন
অত্যাচারের ঢোলে কালো বিষাদ
অভাব করি করে আত্মকালন—
দুর্নীতির ছলনা ।
চালাকির স্বার্থপরতা যেথাকেনা
দুঃখীলোকের তত বেশি ঘানা
এরা কাল সমাজটারে জানা—
নিল কত খানায় !
বঞ্চনাকে বড় না আপন পর
তাদি যে সে পর হলেও সবার
কাজের মাঝে মানুষের বিচার
পোষাকে কি মানায় ?
পথ চলে সবার সুরের ঘাটে
এই ধরে সকলের ঘাটে ঘাটে
গান ধরেছে বাউল তাতে মাঝে
নাই যো জানাজানি ;
শস্যক্ষেতের শ্যামল স্নিগ্ধ মাঝে
কত খোলা ঢেউ সাগর পরতে
সুরের বন্যা সবার কানে বাজে—
বাঁধেনি বন্ধনী ।

কর্ণবিদ্রধর তৈল

কান দিয়ে রক্ত, পুঁজ পড়া, কান বেদনা, কম শোনা আদা যাওয়া, নানারূপ পুরাতন রোগ, বধিরতা প্রভৃতি রোগে এই তৈল ব্যবহারে অতি সত্বর আরোগ্য হয়। মূল্য—১ শিশি ২৸০ মাঃ পাঃ।

মহর্ষি চরকের জীবন-দৃষ্টি

অধ্যাপক ডিরিন্দ্রনাথ সেন, শাস্ত্রী

[আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে ১৩৭০ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ বার্ষিক চরক প্রবন্ধ বিষয় পাঠনোৎসবের সভাপতি মাননীয় লেখকের অভিভাষণ]

যাঁহারা মুনি, ঋষি বা কবি, তাঁহারা সকলেই আমাদের নমস্য। মুনি কে? যিনি মননশীল বা মননশীল। এই জন্যই যিনি কিছু মত পোষণ না করেন, তিনি মুনিই নহেন, 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্'। ঋষি কে? যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা বা সত্যদর্শী, 'ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ'। আর কবি কে? যিনি ক্রান্তদর্শী হইয়াও মনস্বী। চরক ছিলেন একাধারে মুনি, ঋষি ও কবি। তিনি শুধু মহামুনি নহেন, মহর্ষিও বটেন। আমরা প্রাচীন সাহিত্যে দেবর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতির উল্লেখ পাই। মহর্ষিদের মধ্যে আমরা আবার পৃথিবীর দুইজন শ্রেষ্ঠ মহাকবিকে পাই। মহর্ষি বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যে দুইখানি অমর মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সমাই ভারতের বিচিত্র সাধনা, মহান্ ঐতিহ্য, জীবন-দর্শন ও প্রেরণার আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে। আমাদের দেশে মহামতি চরক ও সুশ্রুত মহর্ষির মর্যাদা লাভ করিয়াছেন এবং এ গৌরব সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের প্রাপ্য।

আমাদের দেশে যে গ্রন্থখানি চরক-সংহিতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহা যেন একটি বিশাল বনস্পতির মতো স্বর্গে ও মর্ত্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আবার এই বিশাল গ্রন্থখানি যেন একটি অনন্তবিস্তার সাগরের ন্যায়, এখানে ভারতীয় সংস্কৃতির নানা ধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ইহা একাধারে চিকিৎসাবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান বা Sociology, নীতিবিজ্ঞান বা Ethics, দর্শন বা Philosophy, ধর্মশাস্ত্র বা Law, কামশাস্ত্র বা Sexology, সৌজন্যবিদ্যা বা Eugenics, আয়ার সর্বোপরি ইহা মোক্ষশাস্ত্র, কেননা, ইহাতে নিঃশ্রেয়সের, পৌরুষের চরম সর্বোত্তম মঙ্গলের বা Summum Bonum এর নির্দেশ আছে। ইহা একাধারে শারীরবিজ্ঞান বা Physiology এবং মনোবিজ্ঞান বা Psychology. ইহাতে দেহের চিকিৎসা ও মনের চিকিৎসার উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ ইহা একাধারে Pathology and Psychiatry. কিন্তু মহর্ষি চরকের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য তাঁহার 'স্বস্থবৃত্ত', কি ভাবে দৈনন্দিন জীবন যাপন করিলে, কোন্ ঋতুতে কি ভাবে চলিলে, কি ভাবে ভোগপ্রবৃত্তি ও সংযমের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিলে মানুষ দেহ ও মনে সুস্থ থাকিয়া সমাজের কল্যাণে সাধন করিতে পারে, সে সম্পর্কে বিপুল আলোচনা আছে চরক-সংহিতায়।

আমরা জানি, 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে'। মহাভারতকার বলিয়াছেন, 'ঊর্ধ্ববাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিৎ'। 'যাহা এখানে আছে, তাহা অন্যত্রও আছে কিন্তু যাহা এখানে নাই, তাহা কোথাও নাই'। মহর্ষি চরকও এই কথা বলিয়াছেন। এ কালের পশ্চিমপ্রাহী মানুষ বলিবেন :

কী বস্তুর কথা। কিন্তু চরক নিজেই এ কথা বলিবার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি জানেন, তন্ত্রিষ্ঠ অনেক দূষণ রোগের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে কিন্তু পক্ষী যেমন নিজের ছায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না, তেমনি কোন রোগই ত্রিদোষকে অতিক্রম করিতে পারে না। যে চিকিৎসক চিকিৎসার মূল সূত্র জানেন, তিনি কখনও বিভ্রান্ত হন নাই। তাই মূলিয়ার ভিষকের নিকট রোগের পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দ্দেশেরও কোন প্রয়োজন নাই। পরবর্ত্তী কালে তাই নানা তন্ত্রবিহীন অল্পমেধা ভিষক্‌গণের জন্য নিদানশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষকে জানিতে হইলে ত্রয়ীর অনুশীলন করিতে হয়। ত্রয়ী কি? না, ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদ। আবার ত্রয়ী কি? ভারতের তিন মহাকবি, বাল্মীকি, বেদব্যাস ও কালিদাস, ভারত-সভ্যতার সমগ্র রূপটি যদি প্রত্যক্ষ করিতে হয়, তবে অন্ধ্যায়ন হইয়া ইহাদের পদতলে উপবেশন করিতে হইবে। আবার ত্রয়ী কি? না, প্রস্থানত্রয়ী, উপনিষদ, গীতা ও বেদান্ত। আবার ত্রয়ী কি? বৃহত্রয়ী অর্থাৎ চরক-সংহিতা, সুশ্রুত-সংহিতা ও বাগ্‌ভট-সংহিতা। আয়ুর্বেদের বাণী প্রথমে শ্রুত হওয়া অর্থাৎ সুশ্রবরূপে গ্রহণ করা চাই, তারপর চরকের শিষ্য হইতে হইবে অর্থাৎ চর্য্যা বা আচরণের দ্বারা দিয়া সে বাণীকে সার্থক করিতে হইবে, তারপর বাগ্‌ভট বা বাগ্যাকুশল হইতে হইবে অর্থাৎ আয়ুর্বেদের সাধক বাণীকে পৃথিবীর আপনজন নরনারীর নিকট পরিবেশন করিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রবণ, আচরণ ও প্রচারণ এই তিনটি হইবে আমাদের সাধনা।

আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট প্রভৃতি মহাকবীদের জীবন অন্ধকারে বিলীন। তবে চরক-সংহিতা হইতে আমরা অন্ততঃ চরকের জীবনদর্শন জানিতে পারি। আমরা তাঁহার নির্দ্দেশ পালন করিয়া শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হইতে পারি এবং আদর্শ সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারি। আমরা একটি প্রাচীন শ্লোকে দেখি, যোগদর্শনের রচয়িতা মহর্ষি পতঞ্জলি, মহাভাষ্য-রচয়িতা পতঞ্জলি ও বৈদ্যক-শাস্ত্র-রচয়িতা চরক একই ব্যক্তি ছিলেন

'যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচা
মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং
পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি'।

—এই শ্লোকটীর মধ্যে আমরা পরিপূর্ণ জীবনের একটা আদর্শের সন্ধান পাই কিন্তু ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এ শ্লোকটি প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। চরক-সংহিতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে 'ইতি অগ্নিবেশকৃতে চরকপ্রতিসংস্কৃতে তন্ত্রে' এই কথাগুলি লেখা হইয়াছে কিন্তু সংহিতাকারের চেয়ে প্রতি-সংস্কর্ত্তা অধিক গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছেন কেন? মহারাজ কনিষ্কের সভায় অশ্বঘোষ, নাগার্জুন ও চরক ছিলেন, এ কথা যদি সত্যও হয়, তবে সেই চরকই যে অগ্নিবেশ-তন্ত্রের প্রতিসংস্কর্ত্তা, তাহাও প্রমাণ করা দুরূহ।

অদ্যাবধি ঐতিহাসিক চরক-সংহিতা হইতে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করিতে পারেন, যেমন বিমানস্থানের প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—

'যাহারা অতিরিক্ত ক্ষার ব্যবহার করে, তাহাদের দৃষ্টিহীনতা, খালিত্য বা টাক, পালিত্য বা কেশের পক্কতা এবং ছত্রোগ জন্মে। যেমন পূর্ব্বদেশীয় লোক ও চীনদেশীয় লোক, মগধীয়, সুরাষ্ট্র, সিন্ধু ও সৌবীর দেশের লোক এতদূর দরিদ্র যে, ছত্রের সঙ্গেও তাহারা লবণের ব্যবহার করে'। অবশ্য মোগলসম্রাটদের মধ্যে অতীতার রোগের প্রাদুর্ভাব

সম্পর্কে যে বিবরণ চরক-সংহিতায় পাওয়া যায়, তাহাও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয়।

যাহারা কায়বাদিক, তাহারাও চরক-সংহিতা পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন। চরক কায়-চিকিৎসার প্রবক্তা হইলেও, তথাপি চরক-সংহিতায় কাব্য-সৌন্দর্যও চোখে পড়ে। 'উপমা চরকস্য'। চরকে উপমাদি অলঙ্কারেরও অভাব নাই। স্থানাভাবে উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব হইল না।

যাহারা দার্শনিক, তাহারা চরক-সংহিতার উপর একদিকে সাংখ্য ও পাতঞ্জল এবং অপর দিকে ন্যায় ও বৈশেষিকের প্রভাব লক্ষ্য করিবেন। তথাপি চরক-দর্শনের আলোচনা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনার যোগ্য। সর্বদর্শনসংগ্রহে হয়তো দর্শনের আলোচনা আছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মহামনীষী মাধবাচার্য চরক-দর্শন সম্পর্কে কোন স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেন নাই।

আমাদের আজ আলোচ্য বিষয় মহামুনি চরকের জীবনদর্শন। কিন্তু আমরা দার্শনিক আলোচনার গহন কাননে প্রবেশ করিব না, আমরা চরক-সংহিতা-রূপ সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া দুই একটি উপলখণ্ড সংগ্রহ করিব মাত্র।

চরকের জীবনদর্শনের মূল কথা তিনটি : সা-সা-সা অর্থাৎ সাম্য, সাবলম্ভ ও সামরস্য। আরোগ্য বলিতে বোঝায় ধাতুসাম্য অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মের সমতা। এই সাম্যই আমাদের কাম্য। তাই চিকিৎসক সর্বদাই রোগীর ধাতুসাম্যের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। সাবলম্ভ কি? প্রতিদিন মাত্রা অনুসারে ঠিক বলের সেবা। ইহাই সুস্বাস্থ্যের আহার, আর এই আহারের দ্বারাই ধাতুসাম্য রক্ষিত হয়। আর সামরস্য কি? ভোগ ও ত্যাগ, প্রেয় ও শ্রেয়, অর্থাৎ ও নিঃশ্রেয়সের মধ্যে সামরস্য। আমাদের আছে ধর্ম, অর্থ ও কামের সমন্বয়ের কথা। সমন্বয়ি চরকও ত্রিবিধ এষণা বা ইচ্ছার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক মানুষই সর্বপ্রথমে প্রাণ রক্ষা করিতে যত্নবান হইবে, তারপর সাধুভাবে ধনোপার্জন করিতে ইচ্ছা করিবে। (ইহার দ্বারা ব্ল্যাক মার্কেটিং প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইল), তারপর যাহাতে পরকালে স্থিতি হয়, সৌভাবে জীবন যাপন করিবে। (সুতরাং জড়বাদ বা Materialism, সংশয়বাদ বা Scepticism, অজ্ঞেয়বাদ বা Agnosticism প্রভৃতি চরকের মতে বর্জনীয়।) ঈশ্বরে তখনও বিশ্বাস, তখনও বুদ্ধ ও মহাজনপন্থা এরিষ্টটলের প্রায় ঋষি চরকও মধ্যপন্থার নির্দেশ দিয়াছেন।

ঋষি চরক দশটি সূত্রে আহার-বিধি নির্দেশ দিয়াছেন, যথা—

১। ঈশ্বরীয়াং

ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়ে।

২। স্নিগ্ধমধুরীয়াং।

স্নিগ্ধ অন্ন ভোজন করিবে।

৩। মাত্রাবদ্বীয়াং।

মাত্রা অনুসারে ভোজন করিবে অর্থাৎ মিতাহারী হইবে।

৪। জীর্ণে অশীয়াং।

পূর্বের আহার জীর্ণ হইলে পুনরায় আহার করিবে। (এদেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, 'অজীর্ণে ভোজনং বিষম্।)

৫। বীর্যাবিরুদ্ধমশীয়াং।

বীর্যবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন করিবে না।

৬। ইষ্টে দেশে অশীয়াং।

মনোরম স্থানে ভোজন করিবে।

৭। নাতিদ্রুতমশীয়াং।

অতিশয় দ্রুত ভোজন করিবে না।

৮। নাতিবিলম্বিতমশীয়াং।

অতিশয় ধীরে ধীরে ভোজন করিবে না।

৯। অজল্পন্ অহসন্ তন্ময়ো ভুঞ্জীত।

কথা না বলিয়া, হাস্য না করিয়া তন্ময় অর্থাৎ নিবিষ্টচিত্ত হইয়া আহার করিবে।

১০। আত্মানমভিসমীক্ষ্য জুষ্টমিতি বা।

আপনার হিতাহিত বিবেচনা করিয়া আহার করিবে।

—আমরা দেখিলাম ঋষি চরক যাহা অনুসারে আহার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি অল্প ভোজন ও অতি ভোজনের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন, অতিভোজন বায়ু, পিত্ত ও কফকে প্রকুপিত করে, ইহা সর্বরোগের আকর। তিনি মাত্রা অনুসারে ভোজন করিতে চাহেন, তিনি উদরের এক ভাগ কঠিন খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা ও অপর ভাগ দ্রব পদার্থের দ্বারা অর্থাৎ লেহ, পেয় প্রভৃতির দ্বারা পূরণ করিবেন। অপর এক ভাগ তিনি শূন্য রাখিবেন।

কিন্তু অনেক সময়ে যে শুধু মানসিক কারণে হৃদয়ের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, ঋষি সে কথার উল্লেখ করিতেও বিস্মৃত হন নাই। তিনি বলেন—

মাত্রাপাত্যধৃতিঃ সম্যগ্ ন চান্নং ন জীর্যতি।
চিন্তাশোকভয়ক্রোধদুঃখশয্যাপ্রজাগরৈঃ॥

(বিমানস্থান, ২য় অধ্যায়)

মানুষ যখন চিন্তা, শোক, ভয় ক্রোধ বা দুঃখের দ্বারা অভিভূত হয় অথবা রাত্রিজাগরণ করে, তখন সে মাত্রা অনুসারে কিংবদন্তী অন্ন ও পানীয় গ্রহণ করিলেও তাহা সম্যক্‌রূপে জীর্ণ হয় না।

শুধু আহারে নয়, সকল বিষয়েই আয়ুষ্মান চরক যাহা অনুসারে চলিবার নির্দেশ দিয়াছেন। নিদ্রা সম্পর্কে তিনি বলেন: অসময়ে নিদ্রা যাওয়া, অতিশয় নিদ্রা যাওয়া ও একেবারে নিদ্রা না যাওয়ার ফল, কালরাত্রির উষাকালের ন্যায় মানুষের সুখ ও আয়ু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। (সূত্রস্থান, ২১শ অধ্যায়) ব্যায়াম সম্পর্কে তিনি বলেন: পরিমিত ব্যায়ামের দ্বারা দেহের লঘুত্ব, কর্মে সামর্থ্য, স্থৈর্য্য, ক্লেশসহিষ্ণুতা, দোষক্ষয় ও অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু মাত্রা অনুসারে ব্যায়াম করিবে। অতিমাত্রায় ব্যায়াম করিলে কি কি দোষ ঘটে, তাহাও চরক বলিয়াছেন। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,

'ব্যায়ামহাস্যভাষ্যাধ্বপ্রজাগরণ প্রতাপবান্।
নোচিতানপি সেবেত বুদ্ধিমানতিমাত্রতা॥
প্রায়েণৈকবিধাস্তাস্তান্ দোষভিষাজঃ নিষেবতে।
গজঃ সিংহমিবাকর্ষন্ সহসা স বিনশ্যতি॥

(সূত্রস্থান, ৭ম অধ্যায়)

ব্যায়াম, হাস্য, কথা বলা, পথভ্রমণ, স্ত্রীসংসর্গ ও রাত্রি জাগরণ আবশ্যক হইলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি অতিমাত্রায় ইহাদের সেবা করিবে না।

যে ব্যক্তি অতিমাত্রায় এই সকল ও অন্যান্য বিষয় অতিমাত্রায় সেবা করেন, সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত গজের ন্যায় তিনি শীঘ্র বিনষ্ট হন।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোন্ কোন্ বেগ ধারণ করিবেন, তাহাও ঋষি চরক বিশদ ভাবে বলিয়াছেন। এ সকল কথা শোনেই বা কে, আর বলেই বা কে? অন্ন বলা সোজা ও দুর্লভ। চরক বলেন, লোভ, শোক, ভয়, ক্রোধ, মান, পরনিন্দা, লজ্জাজনকতা, ঈর্ষা, অতিমান ও পরুষে স্পৃহা, পরকে পীড়াদানের প্রবৃত্তি, স্ত্রীলোকের অভিলাষ, চৌর্য্য, হিংসা প্রভৃতির বেগ ধারণ করিবে। তাঁহার আর একটী উপদেশ—মল ও বায়ু যাহাদের পায়ে আসক্ত, যাহারা বিদ্যাবাদী, বিবাদপ্রিয়, অর্থোপঘাতী, লোভী, ভীরু, পরাক্ষিপ্তচিত্ত, পরদ্বিষ্ট, চঞ্চলপ্রকৃতি, ইন্দ্রিয়সেবী,

নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও পাপাত্মা, সেই নরাধমের সাহচর্য্য সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে।

মহর্ষি চরকের মতে রোগের যে পরম হেতু আছে তাহার মধ্যে একটি হইতেছে প্রজ্ঞাপরাধ। মানুষের যখন বুদ্ধিভ্রংশ, ধৃতিভ্রংশ বা স্মৃতিভ্রংশ হয়, তখন সে যে সকল কাজ করে, তাহার নাম প্রজ্ঞাপরাধ। বুদ্ধিভ্রংশ হইলে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি হয়, সে নিত্য বস্তুকে অনিত্য আর অনিত্য বস্তুকে নিত্য বলিয়া মনে করে, হিতকর বিষয়কে অহিতকর আর অহিতকর বিষয়কে হিতকর জ্ঞান করে। ধৃতিভ্রংশ হইলে চিত্ত কোন একটি বিষয়ে প্রবল বেগে ধাবিত হয়, উহাকে আর সেই বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনা যায় না। স্মৃতিভ্রংশ হইলে চিত্ত রজোগুণ ও তমোগুণের দ্বারা আবৃত হয়, তখন আর উহা যথার্থ তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

—মহামতি চরক রোগের যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মতো। তিনি বলেন: প্রকারভেদে রোগ দুই প্রকার, সাধ্য ও অসাধ্য, বলভেদে দুই প্রকার, দৃঢ়বল ও দুর্ব্বল, অধিষ্ঠানভেদে দুই প্রকার, দৈহিক ও মানসিক, নিমিত্তভেদে দুই প্রকার, কোন রোগের কারণ ধাতুবৈষম্য, আর কোন রোগের কারণ আগন্তুক, আগন্তুভেদে দুই প্রকার—আত্মাসম্ভব হইতে উৎপন্ন ও পরাশ্রয় হইতে উৎপন্ন। মানস রোগ সম্পর্কে চরক বলেন—[illegible] মানসৌ রোগৌ তমোবিকারাঃ কামক্রোধলোভমোহের্ষ্যামানমদশোকচিন্তোদ্বেগভয়হর্ষাদয়ঃ। (চিকিৎসাস্থান, ৯ম অধ্যায়)

রজঃ ও তমঃ এই দুইটি হইতেছে মানসরোগ। এই দুইটি রোগ হইতে নানাপ্রকার মানসিক বিকারের উৎপত্তি হয়, যথা—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষ্যা, অভিমান, মদ, শোক, চিত্তের উদ্বেগ, ভয় ও হর্ষ।

মানস ব্যাধির কারণ সম্পর্কে মহামতি চরকের বিশ্লেষণ অত্যন্ত গভীর। ফ্রয়েড, প্রকৃতি অনেক বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের মানসিক রোগের কারণ মনের অচেতন স্তরে নিহিত থাকে। ফ্রয়েড বলেন, আমাদের মনের মধ্যে যে সকল অসামাজিক বা সমাজ-বিরুদ্ধ বাসনা জাগে, আমরা উহাদিগকে দমন করি। কিন্তু উহারা বিলুপ্ত হয় না, আমাদের মনের অচেতন স্তরে আশ্রয় লয় মাত্র। স্বপ্নে সেই বাসনাগুলি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আমাদের মনের প্রহরী বা সেন্সরের দৃষ্টি এড়াইয়া চেতনার স্তরে প্রবেশ করে। আমাদের বিবিধ মানসিক বিকৃতির মূলেও থাকে এই সকল অজ্ঞাত বাসনা। দেখা যাইতেছে, নিষ্ক্রিয়ের পথও বলাপ্রের পথ নয়। মহামতি চরকও অসংযম ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (repression) উভয়কেই ব্যাধির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফ্রয়েড বলিয়াছেন, কামনার ঊর্দ্ধমুখীকরণ বা sublimation এর কথা। মনের অচেতন স্তরের কথা যে ভারতীয় ঋষিগণ জানিতেন, পাতঞ্জল দর্শনে তাহার প্রমাণ আছে। আর কামনার ঊর্দ্ধায়নের কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন আমাদের দেশের তান্ত্রিক সাধকগণ। কিন্তু সে আলোচনা আমাদের প্রসঙ্গ বহির্ভূত হইবে।

যাহা হউক, মহামতি চরকের নির্দ্দেশ যদি পালন করি, তাহা হইলে এই বিংশ শতাব্দীর মেষার্দ্ধেও আমরা জীবনের বহু সমস্যা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি। মহর্ষি চরক শুধু প্রজ্ঞাবান ছিলেন না, তাঁহার মধ্যে ছিল দূরদর্শন ও দূরশ্রবণ। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন, কালকেও অতি আয়ার বিশ্বাস করিবে না, আয়ার অতিসন্ধিচেষ্টাও হইবে না। (সূত্র স্থান, ৮ম অধ্যায়)

এইরূপ শত শত যুক্তি চরক সংহিতায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আজ এই সকল মূল্যবান জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবে কে? বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা একটু পরিবর্তিত করিয়া বলিতে হয় 'ইহাতে পরমুখন, পরস্ত্রী কিছুই নাই। আছে কেবল মূর্খের করতালি। কে অগ্রসর হইবে?'

কৌমারভৃত্য বিভাগ

গর্ভোপনিষৎ

পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীযতেন্দ্রনাথ ঘোষ শর্মা

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ॥ওঁ॥ গর্ভোপনিষৎ

ওঁ। পঞ্চাত্মকং পঞ্চভূত বর্ত্তমানা মহাত্মানঃ মহতপ্রযোনমুক্তম্। তং সপ্তধাতু স্ত্রিবলং ত্রিদোষিং চতুর্বিধাহারয়ম্ঃ শরীরম্ ॥১॥ মানুষের শরীর পঞ্চভূতময়, ইহা পঞ্চ ধারণা ও আনন্দাদির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা মধুরাদি ষড় রসের আধার, গন্ধাদি বলান্বিত এই দেহে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই সপ্তধাতু এবং বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্ম—এই তিন প্রকার মল বিদ্যমান আছে। ইহা মাতা ও পিতার যোনি হইতে উৎপন্ন এবং চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্বিধ আহার্য্য বস্তুর বিকৃতি বিশেষ ॥১॥

পঞ্চাত্মকমিতি কস্মাৎ, পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং পিত্তাশ্রিত্ পঞ্চাত্মকং শরীরং। তা পৃথিবী কা আপঃ কিং তেজঃ কো বায়ুঃ কিমাকাশম্। তত্র পঞ্চাত্মকে শরীরে যৎ কঠিনং সা পৃথিবী, যদ্ দ্রবং তা আপঃ, যদুষ্ণং তেজঃ যৎ সঞ্চরতি সো বায়ুঃ, যচ্ছুষিরং তদাকাশম্। তত্র পৃথিবী ধারণে আপঃ পিণ্ডীকরণে তেজঃ প্রকাশনে বায়ু বূহনে আকাশমবকাশপ্রদানে পৃথক্। ঘ্রাণে গন্ধোপলব্ধৌ ত্বক স্পর্শে চক্ষুষী রূপে জিহ্বা রসনে নাসিকা ঘ্রাণে উপস্থ আনন্দনে অপানমুৎসর্গে বুদ্ধ্যা বুধ্যতি মনসা সঙ্কল্পয়তি ধাত্রা ধৃতে। মহাত্মানমিতি কস্মাৎ মধুরাম্ল-লবণ-তিক্ত-কটু-কষায়রসান্ বিন্দতীতি, ষড়্রস-ষড়ঙ্গ-সাত্মান—বর্ণান্ পঞ্চম-বৈবর্ণ্য—বিবাদাংস্তীব্রা-নিষ্টশব্দ সাত্ম্যঃ গন্ধিনাত্মন বিন্দতীতি ॥২॥

শুক্র শরীরকে পঞ্চভূতাত্মক বলিলেন। শিষ্য বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, পঞ্চভূত কি? গুরু উত্তরে বলিলেন, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ। কোন অংশ জল, কোন অংশ তেজ, আর বায়ু ও আকাশই বা কোন অংশ? গুরু বলিলেন, পঞ্চভূতময় শরীরে কঠিন অংশ পৃথিবী, দ্রব অংশ জল, উষ্ণ ভাগ তেজ, যাহা বিচরণশীল তাহা বায়ু, আর উহার শুষিরভাগ আকাশ। এই পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবী দ্বারা দেহধারণ, জল দ্বারা দৈহিক পদার্থ সমষ্টির পিণ্ডীকরণ, তেজ দ্বারা প্রকাশন, বায়ু দ্বারা দৈহিক পদার্থসমূহের মিলন এবং আকাশ দ্বারা দেহের অবকাশ হইয়া থাকে। দেহের অভ্যন্তরে আকাশ থাকাতে দেহটী এত বিস্তৃত হইয়াছে। (এখন ইন্দ্রিয়ের কার্য বলিতেছেন) কর্ণদ্বয় শব্দের উপলব্ধি করে, ত্বক স্পর্শ করে, চক্ষুর্দ্বয় রূপ গ্রহণ, জিহ্বা রসাস্বাদ, নাসিকা গন্ধগ্রহণ, উপস্থ আনন্দ, অপান বায়ু মলত্যাগ

পরিত্যাগে, বুদ্ধি বিষয়ের অবরোধ, মন বিষয়ের সঙ্কল্প এবং বাগিন্দ্রিয় বাক্য স্তুতি করে। যেরূপ বড়াঙ্গের যেমন করিয়া হইতেছে তাহা বলিতেছেন। যেমন মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু কষায়—এই ষড়রসের অনুভব করে। এই হেতু যেমন ষড়াঙ্গের এবং ষড়রস, অম্বর, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ—এই সপ্তস্বরযুক্ত বলিয়াই যেমন ষড়ঙ্গযুক্ত। পূর্বে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের ধারণাদি পঞ্চ বৃত্তি বলা হইয়াছে। এই সকলেই কি পুরুষের প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির কারণ, অথবা এক একটি বৃত্তিরই কারণ? এই আপত্তি মনে করিয়া বলিতেছেন, পঞ্চভূতের ধারণাদি বৃত্তির অথবা ইহাদিগেই সমষ্টির বৃত্তি আছে। যদি ধারণাদি পঞ্চভূত-বৃত্তির ইহাদিগেই ভাব না থাকিত, তবে ঐ বৃত্তিগুলি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ হইতে পারিত না; সুতরাং ঐ বৃত্তিসমূহই ইষ্ট ও অনিষ্টে হেতু বলিয়া হয়॥

সপ্তধাতুকমিতি কস্মাৎ তদ্যোরক্তং কৃষ্ণো ধূম্রঃ পীতঃ কপিলঃ পাণ্ডুর ইতি। যথা হেবমস্তত্র তথাদি বিদ্যা আহরন্তে। পরস্পরং সৌম্যগুণত্বাৎ ষড়্বিধো রসঃ রসাদ্রোধিরং লোহিতাদ্মাংসং মাংসাদ্মেদো মেদসঃ স্নায়বঃ স্নায়ব্যোঽস্থীনি অস্থিভ্যো মজ্জা মজ্জায়াঃ শুক্রং শুক্রশোণিত সাম্যোপাদানবর্ত্মনা গর্ভো ভবতি ব্যবস্থাং নরতি স্তুতেস্তুতয়ঃ অস্থিস্থানে পিত্তং পিত্তস্থানে বায়ুঃ বায়ুতো জ্ঞানং প্রজাপত্যাং ক্রমাৎ॥৫॥

এই বেদকে সপ্ত ধাতুক বলা হইয়াছে, যেমন করিয়া যেই সপ্ত ধাতুক হইল, তাহা নির্ণয় করিতেছেন,—পৃথু শুক্ল, রক্ত কৃষ্ণ, ধূম্র, পীত, কপিল ও পাণ্ডুর বর্ণ—এই সপ্ত প্রকার বর্ণ বিশিষ্ট রসই আহার করে।

ইহারা পরস্পর অনুকূল- গুণসম্পন্ন বলিয়া রসাদি ষড়বিধরূপে পরিণত হয়। এই সমস্ত ধাতুর মূল কিন্তু রস ধাতু। এই রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে স্নায়ু, স্নায়ু হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র হয়। শুক্র ও শোণিতের সাম্যোপাদানরূপে গর্ভের অস্তিত্ব হয়। এই ধাতু সকল গর্ভে অবস্থিতি করে এবং জ্ঞানতন্ত্রে অস্থিস্থানে পিত্ত এবং পিত্তস্থানে বায়ু বিদ্যমান আছে, যেহেতু, বায়ু ভিন্ন অস্থির অবস্থিতি হইতে পারে না।

এই বায়ু হইতে প্রজাপত্যক্রম অনুসারে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রজাপত্যক্রম যথা প্রজাপতি আত্মাকে দ্বিধা করিয়া একভাগে পতি ও অপরভাগে পত্নীরূপে আবির্ভূত হইলেন। এইস্থানে এক প্রজাপতিই যেমন দুইভাগে বিভক্ত হইলেন, তেমন পিতার শুক্রোপলক্ষিত লিঙ্গ দ্বিধা বিভক্ত হয় যথা

গর্ভকালে সপ্তমেমাসেষ্বেকমাত্রোধিকং তদ্যথা তথাহি, সপ্তমাত্রোধিকং মূর্দ্ধানমাত্মনস্তনয়ে পিতৃঃ, মাসমাত্রেণ হৃদিস্থং, মাসদ্বয়েন পিত্তং, মাসত্রয়েণ নাভিপ্রদেশং, চতুর্থে তদপি ত্রয়ং কটি প্রদেশং, পঞ্চমে পৃষ্ঠবংশং, ষষ্ঠে মুখনাসিকাক্ষি-শ্রোত্রাণি, সপ্তমে জীবেন সংযুক্তং, অষ্টমে সর্বলক্ষণ-সম্পূর্ণং, পিতৃ রেতোঽধিক্যাৎ পুরুষঃ মাতৃ রেতো-ঽধিক্যাৎ স্ত্রী. উভয়োর্বীজভূতাত্মাপুরুষঃ ব্যাকুলিত মনসোঽন্ধঃ বধ্যঃ মূকা বামনঃ ভবতি।

অন্যোন্যস্য ধাতুপরিপীড়িতস্তত্রৈবিধাদ্বিধা তদ্বদ্ভাব্য মূর্তয়ঃ প্রজায়ন্তে। পঞ্চত্বকঃ সমর্থঃ পঞ্চাত্মিকা চেতনা বুদ্ধির্মনসাধিষ্ঠানে ধাতব-যোগাৎ চিত্তমতীতি তত্রোপাদান ভাবাদ্ধী প্রবর্ত্তনাঃ ষোড়শ বিকারাঃ সহীয়ে উপৈত্যবেহিনা॥৬॥ অনু-

শুভ কালে সুযোগ্য স্ত্রী ঋতুর পোষণকরে। এই কালে স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে স্ত্রীর ডিম্ব আধিক্য হইয়া থাকে। ঋতুকালে স্ত্রী ও পুরুষের সম্পর্কবশতঃ শুক্র ও শোণিত একত্রিত হইয়া এক রাত্রিতে ঈষৎ গাঢ় আকারে পরিণত হয়, তৎপরে সপ্তরাত্রি অতীত হইলে উহা বুদ্বুদাকার হয়। অর্দ্ধমাসের মধ্যে পিণ্ডাকার মাংস সম্পূর্ণ হইলে ঐ পিণ্ড কঠিন হয় এবং দুই মাসে শির, তিন মাসে পাদ প্রদেশ, চতুর্থ মাসে জঠর, উরু ও বাহুদ্বয়, পঞ্চম মাসে পৃষ্ঠ, ষষ্ঠমাসে মুখ, নাসিকা ও চক্ষু এবং সপ্তম মাসে জীবনের সহিত অর্থাৎ জীবোৎপত্তির পরিচায়ক চলনাদি জন্মে, এবং অষ্টম মাসে গর্ভলক্ষণসম্পূর্ণ হয়। স্ত্রী-পুরুষ সংযোগসময়ে যদি পুরুষের শুক্রাধিক্য হয় তবে পুত্র, আর স্ত্রীর আর্ত্তবাধিক্যে কন্যা এবং স্ত্রী ও পুরুষের বীজের সমতা হইলে নপুংসক, ব্যাকুলিত চিত্তবিশিষ্ট অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জ ও বামনের উৎপত্তি হয়। স্ত্রী পুরুষের শুক্র শোণিত বায়ু দ্বারা বিধাকারে পরিচালিত হইলে যুগ্ম সন্তান অর্থাৎ যমজ সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। পঞ্চভূতাত্মক এই পিণ্ড চিত্তবৃত্তি কার্য্যে সমর্থ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ—এই পাঁচটী বুদ্ধির বিষয়। এই বুদ্ধি অন্তঃকরণ দ্বারা রসাদির জ্ঞান অর্জন করিয়া থাকে এবং অনিত্য জন্য ও নিত্য 'ঔদার্য' পদার্থের চিন্তা করে। এই দেহে প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধি), অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই আট প্রকৃতি এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চস্থূলভূত এবং মন—এই ষোড়শ বিকৃত পদার্থ বিদ্যমান আছে।৪৮

এবং গর্ভাধিষ্ঠিতশরীরাধীনসূত্রমতের প্রাণ আখ্যাত হয়। এবং নবমে মাসি সর্বলক্ষণ জ্ঞান সম্পূর্ণো ভবতি, পূর্ণমাসি বা ভবতি শুভাশুভক কর্ম্ম বিন্দতি।৪৯

যে নারী গর্ভস্থ শিশুর প্রতি হইতে মাতার জন্ম পর্যন্ত সমস্তমূল, তাহারা মাতার ক্ষুদ্র ও শীঘ্র রোগের ন্যায় গ্রহণ করিয়া গর্ভস্থ সন্তানের প্রাণ আপাদিত হয়। অনন্তর নবম মাসে গর্ভস্থ সন্তান সর্বলক্ষণ ও সর্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া পূর্বজন্ম স্মরণ করে এবং তাহার শুভাশুভ কর্ম্মের জ্ঞান জন্মে।৫০

পূর্ব্বযোনি সহস্রাণি দৃষ্ট্বা তৈব ভবেন্নরঃ। আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ। জাতস্যৈব মৃতস্যৈব জন্ম চৈবমুনঃ পুনঃ। ভয়ঞ্চ পরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্। একাকী তেন দেহেঽস্মিন্ গর্ভাদ্যে জন্মযোনিষু। অতো দুঃখমেবৈতা ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্। যদি যোন্যাঃ প্রদুষ্টায়াং তং প্রদেশং ন গচ্ছেয়ম্ অন্তঃকরণাদ্যা জন্মমৃত্যু প্রবাহকম্।

যদি যোন্যাঃ প্রদুষ্টায়াং তং প্রদেশং নাগচ্ছেয়ম্ অন্তঃকরণাদ্যা জন্মমৃত্যুপ্রবাহকম্। যদি যোন্যাঃ প্রদুষ্টেঽপি তং সাধ্যং যোনিমাগচ্ছেয়ম্। অন্তঃকরণাদ্যা জন্মমৃত্যুপ্রবাহকম্। যদি যোন্যাঃ প্রদুষ্টেঽপি যদি যোনিমাগচ্ছেয়ম্ ন চক্ষুরাদিকম্।৫১

যখন মনে শিশু এই প্রকার চিন্তা করিতে থাকে যে, আমি পূর্বে সহস্র সহস্র যোনি ভ্রমণ করিয়াছি, তৎপর যোনি হইতে নির্গত হইয়া বিবিধ জোন্য ঘৃত আহার ও নানা প্রকার স্তন পান করিয়াছি। একবার জন্ম, আবার মৃত্যু, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু—এই প্রকার পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু ভোগ করিয়াছি। আমি পরিজন পোষণের নিমিত্ত কতই শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, কিন্তু যাহাদের নিমিত্ত করিয়াছি, তাহারা তাহার ভাগী হইতেছে না, এক আমিই সেই শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছি। কি পরিতাপের বিষয়! আমি এখন এই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছি।

ইহা হইতে উদ্ধারের কোন উপায়ই দেখিতেছিনা। যদি এবার এই যোনিদ্বার হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে অশুভবিনাশী লোকরক্ষাপ্রদ নারায়ণকে সেবা করিব। যদি এবার যোনি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারি, তবে অশুভনিবারক সাংখ্যযোগ অভ্যাস করিব। এবার যদি যোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে অশুভনিবারক সাংখ্যযোগ অভ্যাস করিব। এবার যদি যোনি হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, তবে সনাতন ব্রহ্মপদার্থের ধ্যান করিব ।৪।

অথ যোনিদ্বারং সম্প্রাপ্তো যন্ত্রেণাপীড্যমানো মহতা দুঃখেন জাতমাত্রস্তু বৈষ্ণবেন বায়ুনা সম্পৃক্তঃ ন স্মরতি জন্মমরণানি ন চ কর্ম শুভাশুভং বিন্দতি ।৫।

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে গর্ভস্থ শিশু যোনিদ্বারে আসিয়া সমাগত হয়। তখন জন্তুটি পীড়নে অতিশয় দুঃখ পাইয়া জন্ম লাভ করে। সেই সময় বৈষ্ণবী মায়া দ্বারা বিমুক্ত হইয়া জন্মমরণাদি স্মরণ করে না এবং শুভাশুভ কর্মও আর জানিতে পারে না

টীকা—অথবংশে বেষ্টন্তা মাহেশ্বরমায়েতি। বায়ুনা মায়ারূপেণ। তদুক্তম্ "দেবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" ইতি।

এই বৈষ্ণবী মায়াই জীব পূর্ব স্মৃতি ভুলিয়া যায়। আহুর্বেদমতে জ্ঞেয়মূর্তিঃ ত্রয়ঃ অর্থাৎ অজ্ঞান বা মোহযুক্ত জীব বহিঃপ্রকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়।

শরীরমিতি কস্মাৎ অস্থয়ো জন্ম ত্রিভিস্তু জায়ন্তি-র্ধমন্তি: কোষ্ঠাগ্নিভিঃ। জন্ম কোষ্ঠাগ্নির্মাংস-শুক্র-লেহ-মোহাং পচতি। ধমনীভিঃ রসাদ্যং ধমনং করোতি। জায়ন্তি: শুভাশুভং কর্ম বিন্দতি। ত্রীণি স্থানানি ভবন্তি মূত্রে আহবনীয় উদরে গার্হপত্যো দক্ষিণাগ্নিঃ। আত্মা যজমানো মনো ব্রহ্ম লোভাদয়: পশবো বুদ্ধিরীক্ষা সংবোধশ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি যজ্ঞপাত্রাণি কর্মেন্দ্রিয়াণি হবীংষি শিরঃ কপাল কেশা ভস্মঃ মুখমন্তর্বেদিঃ ।৬।

এই দেহকে শরীর বলে কেন, উহার, উত্তর শরীর শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সর্বদা উহা শীর্ণ হইতেছে, এই নিমিত্ত উহার নাম শরীর। এই শরীরকে জায়ন্তি, ধমন্তি এবং কোষ্ঠাগ্নি এই ত্রিবিধ অগ্নি আশ্রয় করিয়া আছে। তন্মধ্যে কোষ্ঠাগ্নি চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্বিধ ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের পরিপাক করে, ধমন্তিগ্নি রস প্রভৃতি করে এবং জায়ন্তি শুভাশুভ কর্মের পরিজ্ঞান করে। এই অগ্নিত্রয়ের তিনটি স্থান নির্দিষ্ট আছে।

ধমন্তিগ্নি আহবনীয় নামে মুখে, কোষ্ঠাগ্নি গার্হপত্যনামে উদরে এবং জায়ন্তিরূপে হৃদয়ে বিদ্যমান আছে। (অগ্নির কথা বলিয়া এইক্ষণ একটি শারীরিক যজ্ঞের বর্ণনা করিতেছেন)।

আত্মাই শরীরের অধিপতি, সুতরাং ইনি যজমান-স্বরূপ, মন ব্রহ্মস্থানীয়, লোভাদি পশুস্বরূপ, বাসনা ও সংস্কার দীক্ষাস্বরূপ, জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল যজ্ঞপাত্র, কর্মেন্দ্রিয়সমূহ হবির্দ্রব্য, মস্তক, কপাল কেশরাশি, মুখ এবং মুখ অন্তর্বেদী-স্বরূপ। আত্মা এই সমস্ত হোমের উপকরণ দ্বারা হোম করিয়া থাকেন ।৬।

চতুষ্পাদঃ শিরঃ ষোড়শ পার্শ্বদ্বয়পটলানি নাভ্যোষ্ঠয়ং মর্মদ্বয়ং নাসিকয়ং সন্ধিদ্বয়ং সমবেতা স্নায়ুশতং সপ্তশিরা শতানি সপ্ত মজ্জাবহানি অক্ষীণি ৪ ৪ বৈ ত্রীণি শতানি ধমনীঃ সার্ধত্রয়ো রোমাণি

কোষ্ঠা। ক্ষুদ্রঃ পলাশপুষ্পী পলাশি ত্রিদ্রা পিত্ত প্রকৃতি-কফস্তাবঃ তুক্ষ ক্ষুদ্রঃ মেদঃ প্রমেহী মাংসিকঃ ক্ষুদ্র সুরীবদ্বারার পরিমাণঃ। শৈত্রমাত্রঃ মোক্ষমাত্রঃ পরিমাণতম্ শৈত্রমাত্রঃ মোক্ষমাত্রঃ পরিমাণতঃ ॥৯৪

ইতি কৃষ্ণচতুর্বেদসত্ত্ব অর্তোপবিষৎ সমাপ্তা।

এইরূপ সত্ত্বীদের অবয়বসমূহের বিভাগ বর্ণনা করিয়াছেন। মস্তকে ত্রিশখানি কপাল (অস্থি-বিশেষ) আছে, মস্তকের ২ পার্শ্বে ষোলখানি করিয়া ৩২ খানি, একশত পঞ্চ সন্ধিস্থান (১) একশত অশীতি (১৮০) সন্ধিবন্ধন, একশত স্নায়ু, সপ্তশত শিরা পঞ্চ শত পেশী, (১) ত্রিশ শত ষষ্টি (৩৬০) অস্থি, সাড়ে চারি কোটি রোম, ছয় পল মাংস, দশ পল মেদ, এক প্রস্থ পিত্ত, এক আঢ়ক কফ, এক কুড়ব শুক্র, দুই প্রস্থ মেদ এবং আহারের পরিমাণ অনুসারে মূত্র ও বিষ্ঠা হইয়া থাকে। ইহাদের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই। এই প্রকারে মহর্ষি শিমলাদে প্রোক্ত মোক্ষশাস্ত্র পরিসমাপ্ত হইল ॥৯৫

আমার নিকট গ্রেসাহেবের একটি আছে। আমি সময়াভাবে সঠিক নির্ণয় করিয়া দিতে পারিলাম না। অনুবাদ যথাসম্ভব সঠিক হইয়াছে।

---

*(১) তুলনীয়: ৫ অধ্যায়—শারীরস্থানে—১১৫ সংখ্যক পাদটীকা ও (৭) ৩: পাঃ এই অধ্যায় শারীরস্থানে—৩৩০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান বিভাগ

আয়ুর্বেদের দু'টি সংহিতা

কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ

ভারতের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে এমন এক সুদৃঢ় আদর্শ স্থাপন করার পক্ষে যুক্তি, প্রমাণ ও ঘটনাবলী উপস্থাপিত করা আছে যা সুদূরাতীত কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই ভারতের মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ভাবধারার অনুপ্রেরণা, অনুবর্তন, অনুসরণ প্রভৃতি প্রভাব আনয়ন করে এলেও সেই বহু পুরাতন আদিগোষ্ঠীর ঐক্য সূত্র অক্ষুণ্ণ হয়ে আছে। আমাদের প্রতিটি গোষ্ঠী নানাজাতি নানা ধর্মে বিভক্ত হলেও সেই সব প্রাচীন গ্রন্থাবলীর মতবাদকে আমরা আমাদের জাতীয় ধর্মের আদিগুরু বলে মনে করি—কোথাও বা জাতিনির্বিশেষে সূত্র মনে করি। সেই সব সূত্র বেদ থেকে সংহিতা এবং সংগ্রহ পুস্তকগুলি থেকেও সঞ্চিত মনে করি। এই সব গ্রন্থের আভ্যন্তরিক ভাবার বিশ্লেষণ দিয়েই আমরা পরবর্তী কালের ইতিহাস নির্ণয় করতে পেরেছি।

এই ইতিহাসকে আমরা মূল ও মূলসন্ধিকালের ইতিহাস রূপেও বর্ণনা করেছি। তাতেই আমাদের জাতির পরিচয়, ধর্মের পরিচয়, আচার অনুষ্ঠান, রাজনীতি এবং ব্যবহার শাস্ত্রেরও পরিচয় লাভ করি।

ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রের কথা নিয়েও আমাদের জাতীয় ইতিহাসের উপাদান লাভ করি। সেই চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে সুশ্রুত-সংহিতা এবং চরক-সংহিতা গ্রন্থ দুটিই একক সম্পূর্ণ গ্রন্থ। বাকী অন্যান্য গ্রন্থে কেবল গ্রন্থের ইতিহাস ও পূর্ণ

চিকিৎসাপদ্ধতির পদ্ধতির পাওয়া যায় না। ভেল-সংহিতা, হারীত-সংহিতা, নবনীতক প্রভৃতি গ্রন্থগুলি শেষ পর্যায়ের।

সুশ্রুত ও চরক-সংহিতা গ্রন্থ দুটির কোনটি পূর্বে কোনটি পরে রচিত হয়েছে, এখন প্রশ্ন আজ বহুজনবিদিত। সত্যাসত্যের মীমাংসা শুধু ও গবেষণায় পাওয়া যায় না, তবে তুলনামূলক আলোচনা করলে পাওয়া যায় সুশ্রুত খ্রীষ্টাব্দ আগে এবং চরকের খ্রীষ্টাব্দ পরে। কিন্তু এই গ্রন্থ দুটির মধ্যে কোনটি প্রথম, কোনটি পরে এমন নির্ণায়ক নির্দর্শন দেওয়া কঠিন, কারণ দুটি গ্রন্থের অন্তরালে এমন কতকগুলি ছাপ পড়ে আছে যা নাকি দুটি গ্রন্থকে সমকালের রচিত বলে ধরার পক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে। তবে উভয় গ্রন্থের ধারাবিচারে সুশ্রুতধারা চরকের পূর্বে, তা নিঃসন্দেহ।

চরকে আছে জনপদোধ্বংসনীয় অধ্যায়। সুশ্রুতেও আছে জনপদোধ্বংসনীয় অধ্যায়।

এই জনপদোধ্বংসের কথাটি একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। আমরা ইতিহাস পাঠে জানতে পারি, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে সমগ্র ভারতে প্রায় ১৬টি জনপদ বা রাজ্য সরকার দ্বারা গঠিত এবং শাসিত একটি বিশাল ভূখণ্ড ছিল, যেমন কোশল, মগধ, অবন্তি, গান্ধার, অঙ্গ, বাহ্লীক ইত্যাদি। তবে সমগ্র ভারতবর্ষ নয়। দাক্ষিণাত্য রাজ্যের সীমা ছিল গোদাবরীর দ্বার বরাবর—যেটিকে অন্ধক জনপদ বলা হোতো। বাকী দক্ষিণ দেশের পরিচিতি নয়বা কিছু পাওয়া যায় না। এই জন্য সুশ্রুত ও চরকের অন্তরালে দ্রাবিড়ী চিন্তা, দ্রাবিড়ী আচার, দ্রাবিড়ী চিকিৎসার পদ্ধতির কিছুই জানতে পারি না।

খৃষ্টপূর্ব. ষষ্ঠ শতকে জনপদ মানে এখনকার রাজ্য এবং জনপদ মানে সাম্রাজ্য—এই দুই তত্ত্বের যাঁরা বর্তমান ছিল, কারণ সেযুগে রাজবিধির ছিল এবং রাজ্যের রাজবিধিও ছিল। আর ছিল চতুর্বর্ণ বর্ণ, চারটি আশ্রম। এই বর্ণাশ্রম এবং বর্ণাশ্রমের কথা দুটি সংহিতা গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ে পরিস্ফুট। সেই জন্য সুশ্রুতের সূত্রস্থানটির দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে শিষ্য অধ্যাপনাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের উল্লেখ।

সুশ্রুত গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হয়েছে সূত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়টিতে, তাতে বিষ্ণুর উল্লেখ পাই। অর্থাৎ ঐ অধ্যায়ে শিষ্যের কর্তব্যকর্ম জ্ঞানপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

বৈষ্ণবং: শিবং: পাতু বিষ্ণু ভব পরাক্রমম্।
সৌরং: সুরবন্দ্যেন্দ্রো ব্রহ্মাণং ব্রহ্মো ব্রহ্মো।

এতে পরিষ্কার বোঝা যায়, সুশ্রুত-সংহিতার আদি পাঠান্তর বৌদ্ধ প্রভাবের পূর্বে। তবে সমগ্র সংহিতাটি নয়, কারণ সংহিতা কথাটিই প্রাচীন, তার ধারাটিও সেই সঙ্গে প্রাচীন হলে সমগ্রভাবে প্রাচীন, কিন্তু এই গ্রন্থ সামগ্রিক ভাবে প্রাচীন নয়। একথার নির্দর্শন ডল্হণাচার্য ও অরুণ উভয়ই বলেছেন, গ্রন্থটি অনেক ধারায় প্রতিসংস্কৃত হয়েছে। বেদের দুটি ভাগ-সূত্র আর সংহিতা। সেই আদর্শেই সুশ্রুত এবং চরকের সূত্রও আছে, সংহিতাও আছে। তবে খুব ক্ষীণ রেখায়। এই কথা উভয় গ্রন্থের সূত্রস্থানে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ত্রিসূত্র গ্রন্থ— গুরুসূত্র, শিষ্যসূত্র, আর সাধারণ সূত্র।

ঘৃতাদি গ্রন্থের আবির্ভাব একই ধারায়। অর্থাৎ ব্রহ্মা প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার, ইন্দ্র পর্যন্ত এক। তারপর সুশ্রুতের পৃথক ধারা। পুনর্বসুর আরেক ধারা। এক এক নামে এক এক গ্রন্থনাম। সেই

হিসাবে অধিনীকুমারদ্বয়ের দ্বারা যিনি বলার রেখেছেন তাকে আমি দ্বারা বলা সম্ভব। আত্রেয়-সংহিতা বা চরক-সংহিতার বহুকে বাদই সুশ্রুতের ধারাটি যে আদি, তা অন্যান্য সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে. যেমন চরকের চিকিৎসা স্থান, ৪র্থ অধ্যায়ে শুরু রোগে—

"তত্র বাতস্তাবদ্বাতাদ্যাঃ অধিকাস্তু ভিন্নাবিধৌ।

বৈদ্যানাং কৃতযোগানাং ব্যবসোধন্বরোপমে।"

আবার অগ্নি ও তার প্রয়োগটি যে সুশ্রুতের শুরু সম্প্রদায় বহুদিন অনুসরণ পূর্বে মেনেছেন, চরক তা স্বীকার করেছেন—

হাতে বাতস্তাবদ্বাতাদ্যাস্তু ভিন্নাঃ বলম্।

অগ্নিপ্রয়োগে ভিন্নাস্তু কারয়েদ্বিধিবদ্বলম্।

আবার ১৮ অধ্যায়ে উদর চিকিৎসার বাহ্যপ্রয়োগ প্রসঙ্গে (অপাচেমন) চরক বলেছেন—

"ইদং তু অন্যতন্ত্রেষু সর্বত্র তাদ্ দৃষ্টকর্মণাম্" এতে সহজেই প্রমাণিত হয় আত্রেয় সম্প্রদায়ের আগে সুশ্রুত সম্প্রদায়।

তবে আজকাল যে গ্রন্থটি পাওয়া যায় বা অধ্যয়ন অধ্যাপনা করা হয়, তার রচনাশৈলীর ধারা পৃথক। সুশ্রুতের সূত্রাস্থির রসতন্ত্রের উপর, চরকের বিচার পৃথক একটি জীবতন্ত্রের উপর। সুশ্রুত পদার্থবিজ্ঞানী, চরক প্রাকৃতিক ও ভাব-বিজ্ঞানী।

সুশ্রুতের বহু স্থলের সিদ্ধান্ত আজকের পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তকে এগিয়ে দিয়েছে। আর চরকের সিদ্ধান্ত আজকের হোমিওপ্যাথিক সিদ্ধান্তকে স্থাপন করেছে। এ ছাড়া একটি বৈশিষ্ট্য এতে সন্নিবিষ্ট—সেটি ভারতের চিকিৎসক সম্মেলন এবং তাঁদের চিকিৎসাপদ্ধতি যে বিশেষ উদারপন্থী ছিল, এ নজীর চরকের বহু স্থানে। এতে আজকের ভারতের বাইরের দেশের পরিচয়, সে দেশের আহার, চিকিৎসা সিদ্ধান্ত—এই সব নিদর্শন রয়েছে—প্রচুর যা সুশ্রুতে নাই।

আজ যে সব রোগের নাম পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রভাবে আমাদের দেশের লোক অবগত বলতে পারেন, চরকে যুগে সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল এমন প্রমাণ ভূরি ভূরি, তবে সেগুলির উদ্ধারের জন্য পণ্ডিত কবিরাজদের এগিয়ে আসতে অনুরোধ করি।

এখন একটি কথা উঠেছে ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিকে নবীন যুগের পাশ্চাত্য চিকিৎসার ছাঁচে ঢেলে সাজাও। কথাটা ভাল নয়। তাতে আয়ুর্বেদিক হত্যাই করা হবে। আয়ুর্বেদের সৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। পাশ্চাত্য চিকিৎসার মতবাদ আলাদা। হরমোনকে ট্যাবলিট্ এ্যাসিড আছে, ওটা পারফেক্টিভ। আয়ুর্বেদ কিন্তু ও ধারার কথাই বলেনি। রস, বীর্য, বিপাক, প্রভাব, গুণ ও আন্তরিক প্রয়োগ-পদ্ধতির ব্যাপারে তার সৃষ্টি স্বচ্ছ ধারণা।

ফোন—৪৪-৪০৫৩

রাজবৈদ্য শ্রীপ্রতাকরের

সোমরস

হরণ শক্তি, ধর্ষণ শক্তি, স্মৃতি ও রক্তবর্ধক

মেহ টনিক—৪৲ মাত্র।

রাজবৈদ্য আয়ুর্বেদ ভবন

১৭২বা মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-১২

রাজযক্ষ্মা ও তাহার চিকিৎসা

কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মৈত্রমহাশয়

রাজযক্ষ্মা রোগাবির্ভাব সম্বন্ধে আমরা পৌরাণিক কাহিনী-আভাসে উক্ত হইয়াছে যে, চন্দ্র দক্ষ সমস্ত অত্যন্ত কামাসক্ত হইয়া শুক্রধাতুর অতিক্ষয়জনিত ক্ষীণ, নিস্তেজ ও দুর্বল হইয়া যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং তৎকালিক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের সুচিকিৎসায় রোগমুক্ত হইয়া পুনঃ স্বাস্থ্য লাভ করেন।

এই কাহিনীর মধ্যে আমরা দুইটী ইঙ্গিত পাই -(১) যক্ষ্মা অসাধ্য ব্যাধি, (২) সুচিকিৎসায় এই রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যেহেতু এই যক্ষ্মা-রোগ চন্দ্রেরই প্রথম হইয়াছিল এবং চন্দ্র রাজা নামে অভিহিত হওয়ায় এই রোগ রাজযক্ষ্মা নামে খ্যাত। রাজযক্ষ্মা ক্রমপূর্বক ব্যাধি। বিবিধ কারণে প্রথমে রসরক্তাদি দূষ্যধাতু দোষগ্রস্ত হইতে থাকে। তৎপর ক্ষীয়মানধাতু মহয়াদীর দেহ ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হয় ও রাজযক্ষ্মার পূর্বরূপ প্রকাশ পাইতে থাকে। বিবিধ কারণে ধাতুদোষ হইলেও মূলত কারণ দুইটী অনুলোম ও বিলোমভাবে ধাতুক্ষয়।

অনুলোম ক্রমের হেতু সাধারণত উপবাস, অপুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, অল্প বা অতি ভোজন, অকাল ভোজন, শরীরের সামর্থ্যাতিরিক্ত শ্রম, মলমূত্র ও অধঃ বা ঊর্দ্ধ প্রভৃত বায়ুর বেগধারণ এবং বাতজন্য অনাকীর্ণ স্থানে বাসাদি কারণে বায়ুর প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধিপায়। এইরূপ প্রকুপিত বায়ু দ্বারা আহারিত রসবাহী স্রোতসমূহ দ্বারা সর্বাঙ্গে গমনাগমন পর্যায়ক্রমে ধাতুগুলির পোষণ ব্যাহত হয় এবং রক্তমাংসাদি ধাতুগুলি ক্ষীণপ্রাপ্ত হইয়া ধাতুশোষ উপস্থিত হয়। আহারের রস পর পর ধাতুর রসাদিরূপে পরিণত হইতে না পারায় রসবৃদ্ধিজনিত অম্লত্ব বৃদ্ধি ঘটে, এইরূপ অনুলোমক্রমে রাজ-যক্ষ্মার উৎপত্তি হয়।

বিলোম ক্রমের হেতু স্ত্রীসম্ভোগজনিত স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিকভাবে অত্যধিক শুক্রক্ষয় ঘটিলে দেহে বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হয় এবং প্রকুপিত বায়ুর উৎকট রুক্ষশুষ্কস্বভাবজন্য অন্যান্য ধাতুগণ (মজ্জা, অস্থি, মেদ, মাংস, রক্ত ও রস) ক্রমশ ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইয়া শেষে উপস্থিত হয়। এইরূপে বিলোমক্রমে স্ব-নিজের দূষিত বায়ুই ধাতুশোষ ঘটাইয়া রাজ-যক্ষ্মার সৃষ্টি করে।

এইরূপে দোষগ্রস্ত মহয়াদীর দেহে রাজযক্ষ্মার উৎপত্তি ভিন্ন বীজদোষে অন্যদোষগ্রস্ত পিতা-মাতার সন্তানসন্ততি প্রায়শ যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয় এবং যক্ষ্মারোগের রোগ-বীজ এক্ষের শরীর হইতে অপর শরীরে সংক্রমণদ্বারাও এই রোগের উৎপত্তি হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, রক্তপিত্তে অনেক দিন ভোগার পর এই রোগই ক্রমে রাজযক্ষ্মায় পরিণত হয়।

রাজযক্ষ্মার উৎপত্তির সূচনায় পূর্বরূপরিণামে শরীরে কৃশতা, মলধাতি, অবসন্নতা, অনেক বিস্রতা, তালু শোষ, অগ্নিমান্দ্য, কামশূন্যতা, স্ত্রীসঙ্গে লোলুপতা

জ্বর ভাব, বক্ষঃস্থলে অস্বাস্তিবোধ, শ্বাসবোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সময় চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলে অচিরে রোগমুক্ত হওয়া যায়।

বাতরক্তের পূর্বরূপে আক্রান্ত হইলে অবিশ্রান্ত জ্বর, ভক্ত ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, করপদতলের সন্তাপ ও দাহ, নিশাবধি, কাসির সহিত রক্ত, মূর্ধস্থানে সপুংক ভক্ত নির্গম, স্বরভঙ্গ, অরুচি, অতিসার প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে চিকিৎসা করাইবে হয়।

সংক্ষেপে রোগের অবস্থানুযায়ী পর্যায়ক্রমে চিকিৎসার ধারা বর্ণিত হইতেছে।

রক্তবহা স্রোতে ব্যাধি ও অগ্নিমান্দ্য উহার অন্যতম প্রধান লক্ষণ স্মরণ রাখিয়া রোগীর অন্নপূর্বক, অগ্নিদীপক, রক্তপ্রসাদক ঔষধ ও পথ্যের দিকে বিশেষ মনোনিবেশ করিতে হয়।

রোগী দিন দিন শুষ্ক ও ক্ষীণ হইতে থাকিলে অন্ন নিরাহারের জন্য আগন্তুক চিকিৎসক শিলাজতু পূর্বস্থ, লাবাদি অরিষ্টের জন্য গুলঞ্চের রস মধুসহ সমযোগে রস এবং অগ্নি উদ্দীপনের জন্য কোষ্ঠের সরলতা বা কাঠিন্য অবস্থানুযায়ী যথাক্রমে শীতল বা গরম জলসহ হরীতকী আধারসহ অগ্নিতুণ্ডী সেবনে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অগ্নিতুণ্ডী ঔষধের ক্রিয়াশূন্যতা প্রবল হইলে অগ্নিতুণ্ডীর পরিবর্তে পুরাতন হাতাকারিই হরীতকী আধারসহ অর্ধ আউন মাত্রায় সমমাত্রায় শীতল জলসহ সেবনে অচিরাগ্নি বৃদ্ধি পায়, পরিপাকে সহায়তা করে ও মুক্তিদা হয়। শুষ্ক কাসিতে বাসক পাতার রস মধুসহ প্রশস্ত রস, কাসির সহিত রক্ত থাকিলে বাসক পাতার রস মধুসহ তালিসাদি চূর্ণ বা শিতোপলাদি, তরল কাসিতে পিপুল চূর্ণ মধুসহ লার্কেতীয় রস, কাসির সহিত রক্ত থাকিলে বাসক পাতার রস মধুসহ মৃগাঙ্ক বা লার্কেতীয় রস এবং এই অবস্থায় কাসির বেগ প্রশমনার্থে ' এলাদি গুড়িকা চুষিয়া সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

বালরক্ত—বর্তমানে মধুরসুস্নাদ্য ২ রতি, পিপুল চূর্ণ ২ রতি মধুসহ যন্ত্রাধিকারের সর্বাঙ্গসুন্দর, শুষ্কৌষধিজনিত স্থানে ধরেক্ষারীজের খাস চূর্ণ মধুসহ বা বাতচিন্তামণি বা যোগেন্দ্র রস, তরুণৌবনোদ্ভব শুষ্ক যক্ষ্মিদ্বয় চূর্ণ মধুসহ প্রদান করা এবং এই সঙ্গে অন্নের জন্য জীরক চূর্ণ মধুসহ অন্নমণ্ডল রস, পীতপূর্বক প্রবল জ্বরে পটল বা গুলঞ্চের রস মধুসহ যৌক্তিকযোগ (মকরধ্বজ অর্ধ রতি, ত্রিফলার্ক ১ রতি, অভ্রভস্ম ২ রতি ও মুক্তা ভস্ম ২ রতি একত্রে মিশ্রিত ১ মাত্রা), হাত পা জ্বালায় ফেন পাপড়ার রস বা ঘনে পলতার রস মধুসহ চন্দনাদি তৈল, পার্শ্ববেদনায় কর্পূরসহ বাসাচন্দনাদি তৈল মালিশ করিয়া আরাম পাওয়া যেতে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

তরুণ বলাক্ষয়ে মুক্তার রস মধুসহ অভিনবের সর্বাঙ্গসুন্দর রস, ইহাতে উপশম না হইলে ইন্দ্রযব চূর্ণ /০, শুঁঠ চূর্ণ আধ আনা চাল-ধোওয়া জলসহ পীনসঘ্নী রস, ইহার সহিত পেটে অম্লতা থাকিলে মধুসহ প্রবালীয় লালগুড়া ও হিঙ্গুলবর্তিপাচনী রস, পুনঃ ২ ঘণ্টান্তরে চাল-ধোওয়া জলসহ কর্পূর রস দুই বেলা দুই রতি ব্যবহারে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

অরুচিতে অরুচিহরবটী (অরুচিনাশক যোগের চূর্ণ, পুরাতন গুড়ের সহিত ৪০ আনা তোলা, সৈন্ধব লবণ ।০ মিশ্রিত করিয়া /০ এক আনা মাত্রায় বটী) চুষিয়া সেবনে অরুচি দূর হয়।

স্বরভঙ্গ—মধুসহ কল্যাণলবণের সেবনে স্বরভঙ্গে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে বচ চূর্ণ ২ রতি, ব্রাহ্মীর রস মধুসহ মহালক্ষ্মীবিলাস প্রয়োগে বেশ সুফল পাওয়া যায়। রোগীর নিস্তেজ অবস্থায় পানের

বল মধুসহ কাজুবাদাম বা বলগুড়িলক, অন্যান্য নিম্নোক্ত রোগে পানের জন্য মধুসহ কল্পগুলির ১নটি ১ রতি ওজনমতন ৫ ঘণ্টান্তর প্রয়োগে নিশ্চিতভাবে বিমুক্তি হয়।

রোগীর অবস্থানুযায়ী উপরোক্ত ঔষধাবলী যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া ও অভিজ্ঞ বিবেচনা করিয়া সহজপাচ্য পুষ্টিকর অল্পমূল্যক পথ্যের ব্যবস্থা দিয়া নিম্নে শুশ্রূষার মধ্যে রাখিয়া চিকিৎসা করিলে সুফল পাওয়া যায় ও আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হয়।

পথ্য—রোগীর অবস্থা ও পাচকাগ্নির বলাবল বিবেচনা করিয়া পথ্যের সুব্যবস্থার উপর এই রোগ-চিকিৎসা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। পথ্যের মধ্যে দুগ্ধের স্থান সর্বাগ্রে। দুগ্ধের মধ্যে ছাগদুগ্ধই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। তদুপরি গো-দুগ্ধ। শাস্ত্রের বচন আছে যে, ছাগ মাংস চক্ষুষ্য, ছাগদুগ্ধ পান, চিনিসহ ছাগদুগ্ধজাত দুগ্ধ আহারে প্রেয়স্, মাঠে ছাগল চরান ও ছাগমধ্যে শয়নে রাজযক্ষ্মারোগ নিরাময় হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, প্রায় গুরু সর্ব জীবে যক্ষ্মা সংক্রামিত হয় কিন্তু ছাগে এই রোগ সংক্রমণ হয় না। হাজার হাজার বৎসর পূর্বে আয়ুর্বেদপ্রষ্টা আর্য ঋষিগণ এই সত্য উপলব্ধি করিয়া এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, যেহেতু ছাগে যক্ষ্মাপ্রতিষেধক শক্তি আছে। রোগীর অবস্থানুযায়ী প্রাতে আধ কাঁচা ছিন্ন ও দুগ্ধ আধাসের পুরাতন লক্ষ চাউলের অন্ন, মুগ বা মসুর ডাল, কই বা মাগুর মাছের ঝোল, ডাল, পাতিলেবু বা কুমড়া মাংস, বৈকালে লেবু, আঙ্গুর আপেল প্রভৃতি ফল, রোগের বেগ কমিলে দুগ্ধ ও অন্নের, রাত্রে পাকা ডিমের পুডিং, আলু পটল বীট গাজর প্রভৃতি সব্জীর তরকারী ও মাংস। চিকিৎসাকালে শুক্রক্ষয় নিবারণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রোগীর ঘরের উত্তরদিকে বা আগে এমন পরিবেশে উন্মুক্ত আলো বাতাসযুক্ত স্থানে বাস প্রয়োজন। রাত্রি জাগরণ ও শ্রম পরিহার ও শুদ্ধবায়ুতে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করা প্রয়োজন।

আরোগ্যোত্তর ধূলিবালিমুক্ত আলো বাতাসযুক্ত স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস সময় স্বাস্থ্যোন্নতি লাভের বিশেষ সহায়ক।

এই সময় ঔষধহিসাবে প্রাতে চ্যবনপ্রাশ ও দুইবার আহারান্তে পুরাতন দ্রাক্ষারিষ্ট ব্যবহারে অতিশয় দ্রুত স্বাস্থ্য লাভ করা যায়।

---

* আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ১৩৪৮ বার্ষিক অধিবেশনে লেখক যোগাযোগ টুবেকেটস্ নামে রাজচিকিৎসা শাখায় যোগদান, ১৯ই মাঘ, ১৩৪৮ লেখক কর্তৃক পঠিত।

—প্রবিভাগ-সম্পাদক

ঔষধের পরীক্ষা, তারতম্য ও গুণ বিচার

কবিরাজ শ্রীজয়নাথচন্দ্র সেন, কবিরত্ন, সাংখ্যকৃষ্ণ

পরিমাণ বিনা কোনটি অমৃত জ্ঞানে ব্যবহৃত?

পরিমাণ ব্যতিরেকে ঔষধ হয় না। মাত্রা নির্ণয় করিতে হইলে রস, বীর্য, বিপাক ও প্রভাব জ্ঞাত হইয়া রোগানুযায়ী রোগের অবস্থার মাত্রা নির্ণয় করিতে হয়। আবার পূর্ণমাত্রাদিসেবনের নির্দিষ্ট সময়ের দ্রব্য যদি রোগ আরোগ্যের প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে সেই ২ দ্রব্য বাদ দিয়া অন্য দ্রব্য যোগ করিয়া রোগ-নিবারণে প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন, তাহাতে দোষ হয় না। আমরা দেখিতে পাই, নবায়স লৌহের আর শুদ্ধ্যাদি লৌহের দ্রব্যগুলিতে একমাত্র গুলঞ্চের চিনি ব্যতীত অন্য সব দ্রব্য একরূপ। কিন্তু তাহাতে রোগ উপশমের অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। নবায়স-লৌহ শোথ, ঊরুস্তম্ভ, রক্তপীনস, পাণ্ডু, কামলা রোগে ও রক্তের মতে প্রমেহে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শুদ্ধ্যাদিলৌহ বাতরক্তে ব্যবহৃত হয়, আবার ক্ষুধাবাধ্য লৌহে ত্রিকটু, ত্রিফলার ও লৌহ একত্রে উপযোগে শোথ নিবারণে সহসা নষ্ট অথচ অধঃনিঃশ্বাস-মূত্রনিঃসরণ অর্থাৎ শোথ নিবারিত হয়। ইহাতে দেখিবার, সামান্য তারতম্যে ঔষধের অনেক বিকার ঘটে। অতএব ঔষধের পরিমাণসম্বন্ধে সর্বদাই সতর্ক থাকা কর্তব্য।

ইহাছাড়া—ঔষধের পাকের ইতর বিশেষে গুণের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, এ সম্বন্ধে কারিকায় স্পষ্ট বলিয়াছেন তৈলাদির মৃদুপাকে, মধ্যপাকে, খরপাক সম্বন্ধে—মৃদুপাক দীর্ঘকাল, মধ্যপাক ক্ষেত্র, খরপাক পরিত্যাগযোগ্য; তেমনি আবার ক্ষেত্র দ্রব্যগুলি টাট্‌কা গুরু হইলে পূর্ণবীর্য হয়, পুরাতন হইলে, কীটদষ্ট হইলে বা ভিজা মাটিতে রাখিয়া শুষ্ক করিলে ছত্রকের সৃষ্টি হয়, অতএব ইহা হীনবীর্য হয়। মাত্রের নির্বাচনে অনুপানভেদেও ঔষধি, স্নানভেদে বৃক্ষ, লবণপার্থক্যে বৃক্ষ, ঊষর ক্ষেত্রভেদে ঔষধি, মকালভেদে ক্ষেত্র ঔষধ কার্যে অনুপযোগী। অতএব এগুলি একেবারেই পরিত্যাগ করা উচিত। এগুলি ১ বৎসরের অধিক দিন হইলে হীনবীর্য হয়। এ সম্বন্ধে অনেক বলিবার—আছে, এই লেখের জন্য "ধৈর্য শক্তির" অনুশাসন প্রয়োজন।

রসক্রিয়া, অবলেহ, লেহ, আসব এগুলির পাক মাত্রানুযায়ী না হইলে আস্বাদের তারতম্য হয়, তাহাতে রোগনিবারণের ন্যূনতা ঘটে, অগ্নি আদি সম্বন্ধে পাকের পার্থক্য অনুনা দেখা যাইতেছে। তাহার কারণ দেখিয়াছি "গুড়", এই গুড়ের পাক পূর্বে মাটির পাত্রে হইত এবং মাটির হাঁড়ীতেই রস থাকিত, তাহাতে পাকের রস বাহিরের বাতাসে সামান্য সরতাব হয়। সেই মাটীর হাঁড়ীযার পাকে বা হাঁড়ীতে রাখিলে অম্লরস নষ্ট হইত। এখন লৌহ কটাহে প্রস্তুত হয় এবং টিনে থাকে বলিয়া সামান্য অম্লভাব থাকিয়া যায়। তজ্জন্যই আসব অরিষ্ট প্রস্তুত করিলে আবাসনে অম্লভাব থাকায় উহাতে অরিষ্ট আসবের গুণের বৃদ্ধি হয়। বাসুপাকের ঔষধরূপে বিশোধিত না হইলে বা নিষ্কলুষ না হইলে রোগক্রমি অকর্মণ্য বিপর্যয় ঘটে।

ঔষধের মাত্রা রোগীর ও রোগের বলাবল বয়সানুযায়ী কম বেশী প্রয়োগ করিতে হয়। নূতন গাছপালা—যাহা অধুনা রোগনিরাময়ে ব্যবহৃত হইতেছে, সেগুলিকে বল, বীর্য, বিপাকে বিচার করিয়া আমাদের অধীভূত করার প্রয়োজন। এ সব সম্বন্ধে রোগীদের উপর ব্যবহার করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে। আমার মনে হয়, ঔষধগুলি যদি পাঁচটি হয়, তাহা হইলে অসিদের কুড় ঔষধের মূলত্বক অনুযায়ী মূল বিশ্লেষণ হইবে।

---

* আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৩য় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ঔষধি-গাছ বিষয়ে একটি রোগনিরাময়ে ব্যবহৃত হইতেছে, এই মর্মে ১৩৬৯ সাল, ১৮ই মাঘ, ১৩৬৯ সাল, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ খৃঃ তারিখে

চৌষট্টিকলাবিদ্যার প্রকৃতি বিষয়ে বিস্তৃত ও বিস্তৃত আলোচনা করেন। অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ শাস্ত্রী বলেন, এমন দিন ছিল যখন আয়ুর্বেদ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল, এমন কি, সাহিত্যেও উহার উল্লেখ পাওয়া যায়। কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্বেদ পড়ান হইত, তাহা ইংরেজ আমলে বন্ধ হইল – স্বাধীন ভারতে, বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী প্রচেষ্টার কৃপণতা অচিন্তনীয়। তিনি আরও বলেন, আয়ুর্বেদ-পরিষদে তাক্তার থাকা উচিত নয়।

সভাপতির ভাষণে কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস সেন কাব্যতীর্থ বলেন, সুবিখ্যাত কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি বলিয়াছেন - কবিরাজরা যেন তাঁহাদের চিকিৎসায় বৈশিষ্ট্য হারান না। আয়ুর্বেদের নীতি—প্রকৃতি বিষয় সমবায় ও প্রকৃতিসমবায় – উল্লেখ করিয়া উহাদের গুরু ভার উল্লেখ করেন। বিদায়ি সভাপতি মাননীয় ডাক্তার ঘদি কবিরাজগণ তাক্তারী অনুসরণ করেন ও তাক্তারী বা তাক্তারীমিশ্রিত ঔষধ ব্যবহার করেন, তবে আয়ুর্বেদ বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং আয়ুর্বেদের উন্নতি করিতে হইলে আয়ুর্বেদ-চিকিৎসার মূলতত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। নিজ চিকিৎসার ফলে আয়ুর্বেদের অগ্রগতি ব্যাহত হইবে এবং উহার বিশিষ্ট ধারা অবলুপ্তির মধ্যে পরিসমাপ্ত হইবে।

অধ্যক্ষের কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দনাথ চ্যাটার্জি মহাপাত্র, বক্তাগণ ও উপস্থিত অন্য মহোদয়গণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা পরিসমাপ্ত হয়।

মনোবিজ্ঞান বিভাগ

মানসিক অস্বাভাবিকতা

শ্রীকমলা মুখার্জী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মানব কিছু বহির্জগতে বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য, সবই মানব মনের উপর। মন, বুদ্ধি ও চিত্ত সবই প্রকৃতি। বুদ্ধি সর্বজীবে সত্ত্ব রজঃ ও তম ত্রিগুণে। এই ত্রিগুণ ত্রিভাব বুদ্ধি। সত্ত্বের আধিক্যে বিকাশ, রজগুণের আধিক্যে ক্রিয়াশীলতা ও তমগুণে বিনাশ।

স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব, অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব বা মানসিক অস্বাভাবিকতা, উচ্চ প্রকৃতির মনস্তত্ত্ব, নিম্ন-মনস্তত্ত্ব, সামাজিক মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বহু বিভাগ।

স্বাভাবিক মানসিকতা মানব যখন মন অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী সমভাবে—যাহার অন্তর বাহির সামান্য মানুষের পর্যায়ে। অন্তর্মুখী মন ইংরেজীতে যাহাকে ইন্‌ট্রোভার্ট বলে যিনি নিজ সমস্যা সমাধানে অভিনব চিন্তা করেন, সামান্য কিছু সমস্যা সমাধান করিতে পারেন না। তাঁহার চিন্তার বাস্তব রূপ দিবার ক্ষমতা নাই। ভারতীয় দর্শনের আধ্যা অন্তর্মুখী মন তত্ত্বচিন্তা এবং বহির্মুখী মন সামাজিক জগতে বিচিত্র। এই দুইটির প্রতিঘাতে মনের ভারসাম্য ক্রমশ হইতে থাকে।

শেষাংশের বিজ্ঞান পৃষ্ঠা সমবেতপ্রচারে।

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥"
"ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥"

গীতা ২।৬২, ২।৬৩

বিষয়সমূহ চিন্তা করিতে করিতে তদ্বিষয়ে আসক্তি হয়, আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা প্রতিহত হইয়া ক্রোধে পরিণত হয়, ক্রোধ হইতে কর্তব্যাকর্তব্য বিবেকনাশ এবং বিবেকনাশ হইতে স্মৃতিবিলোপ, স্মৃতিবিভ্রম হইতে পুরুষের সদসৎ বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হয়। বিচার বুদ্ধি বিনষ্ট হইলে মানুষ পুরুষার্থের অযোগ্য হয়।

স্বাভাবিক মনের কাজ অনুভূতি, চিন্তাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ইহার সমবেত বা একাগ্রতা। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু ও কর্ণ শ্রেষ্ঠ। ইহার দ্বারা বহির্জগতের বাহ্য বিষয় অনুভূতি। চক্ষু ও কর্ণ যন্ত্রবিশেষ, ইহাদের পশ্চাতে অবস্থিত স্নায়ুদ্বারা ইহারা কাজ করে। মানুষের যে চক্ষু, কর্ণ ইহাদের স্নায়ু মানুষেরই কোন কার্যকারিতা নাই। স্নায়ু ছাড়াও মন বা প্রাণশক্তি আছে, যাহার দ্বারা আমরা মন দিয়া দেখি ও মন দিয়া শুনি। মন অচেতন জড়পদার্থ—চৈতন্যযুক্ত মনই মন। মানুষের পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চপ্রাপ্তিতে চৈতন্যবিহীন মনের কোন স্বরূপ নাই। পুরুষ চৈতন্য—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহং ইহারা প্রকৃতি, প্রকৃতি আবার সত্ত্ব, রজঃ ও তম তিন গুণের অধীন। প্রকৃতিতে যখন সত্ত্ব রজঃ ও তম গুণের বৈষম্য হয়, তখন চিত্তের বিকৃতি ও মনের অস্বাভাবিকতা জন্মে। বহু বাসনায়, কামনায় ও বহু অনর্থকতায় বহু মানসিক ক্ষোভ জন্মে।

চিত্তবিক্ষোভ হইলে ক্রোধ, প্রেমের দেহ স্মৃতিবিভ্রম বর্দ্ধিত হইলে মানসিক অস্বাভাবিকতা বর্দ্ধিত হয়। অত্যধিক ভয়, ক্রোধ, ক্ষোভ, অতি লোভ ও কামোদ্দীপনা হইতে রোগের সূচনা। রোগের বাহ্যিক লক্ষণ অত্যধিক ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত, নাড়ীর দ্রুত গতি ও মুখের বিবর্ণতা। ভয়ে ও ত্রাসে মানুষের মূর্চ্ছা, হৃদ্‌স্পন্দন ও রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়। ক্রোধে মানুষের ভীষণ শক্তি, ভয় অক্ষমতা ও হীনত্ব আনয়ন করে। মানুষের মূর্তি ভয়ে ভীষণ হয়। ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ বিবর্ণ, পেশী কঠিন, নাড়ী দ্রুত হয়। অতি ক্রোধে কিন্তু ব্যক্তির ক্রমশ অসংযোগশীলতা, স্মৃতিহীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শরীরের ব্যাধি মনকে আশ্রয় করে, মনের ব্যাধি শরীরকে আশ্রয় করে না।

অনেক সময় মনের ব্যাধি হইতে যায়, মাথাধরা, মাথার যন্ত্রণা ইত্যাদি রোগ হয়। এই প্রকার রোগ শারীরিক চিকিৎসা করাইলেও উপশম হয় না, মানসিক চিকিৎসা দ্বারা উপশম হয়। এই প্রকার মানসিক ব্যাধিকে "সাইকো সোমেটিক" বলে।

যখন এই সকল রোগ স্থায়ী হয়, তখন মানসিক অস্বাভাবিকতা সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয়—কারণে অকারণে হাসা ও কান্না, অসংলগ্ন কথা বলা, বিনা কারণে ক্রোধ, আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা ইত্যাদি এই রোগের অভিব্যক্তি বিশেষ লক্ষণ। এলোপ্যাথিক চিকিৎসাতে সাইকোথেরাপী ইন্‌সুলীন ইন্‌জেকশন্ এবং মুখের জন্য বহু প্রকার নিদ্রাকারক ঔষধ ব্যবহার করা হয়। স্নায়বিক ব্যাধি হইতে মানসিক রোগ—কোন জটিল রোগে বহু দিনের ভোগ করার পর এবং হঠাৎ আঘাত আঘাত-প্রাপ্তি—এইসব রোগে শারীরিক চিকিৎসাই প্রথম।

আমার চিকিৎসাপদ্ধতি

রোগীকে হিপ্‌নোসিস্ বা সম্মোহন দ্বারা নিদ্রিত

করা—ক্রমশ রোগীকে উৎসাহদান এবং রোগীর মনে বিশ্বাস আনয়ন করা। লোহার বালা, কবচ, আংটী ও মাদুলীর দ্বারা অনেক রোগী আরোগ্য হইয়াছে।

রোগী একটু সুস্থ হইলে আসন অভ্যাস করান হয়। অনেক সময় প্রার্থনা দ্বারা রোগীর মানসিক স্বাভাবিকতা আনয়ন করা যায়। মনের বল ও আত্মবিশ্বাসে মানুষ কাজ করে। আত্মবিশ্বাস আনয়ন করাই প্রধান কার্য—ধারিনটা আশ্বাস ও বিশ্বাসের সংযম প্রয়োজন।

শারীরতত্ত্ব বিভাগ

পরিপাক-প্রক্রিয়া

কবিরাজ শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য যে কাজের দ্বারা সূক্ষ্ম আকারে পরিবর্তিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত ও শোষিত হইয়া সংশোধিত পঠিত শরীরধারণোপযোগী অস্থি আনয়ন করে তাহাকে পরিপাক প্রক্রিয়া বলে।

আহার শরীর ধারণের ও পোষণের হেতু এবং রস, রক্ত, বল, বর্ণ উৎকর্ষের বিশিষ্ট কারণ—তথা, ছোলা, লেবু, পেয়ারা পাচকাগ্নির সাহায্যে পরিপাকপ্রাপ্ত হইলে ধিবা বিভক্ত হয়। আহার্য দ্রব্য প্রথমত প্রাণ বায়ু কর্তৃক আমাশয়ে নীত হয়। এই উদ্গারণের মধ্যে নানাপ্রকার রস থাকে, এইরূপ ৬ প্রকার—মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু, কষায়। প্রত্যেক খাদ্য দ্রব্যের খাদ্য ও অনুরস থাকে। এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য অবরুদ্ধ জাঠরানলসন্তাপে মুখমধ্যে নানাপ্রকার গ্রন্থি হইতে নির্গত শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হয়। জিহ্বা দ্বারা প্রত্যেক রস বোধগম্য হয় এবং উহা আবর্তিত হইতে হইতে ক্লিন্ন, লম্বায় স্নিগ্ধ, মধুর এবং পেশীভূত হইয়া উঠে যা কোমল মাংসের মত হইয়া যায় এবং গলাধঃকরণ হয়, প্রাণবায়ু কর্তৃক পাকস্থলীতে উপস্থিত হয়। মুখের অম্ল রোধক, তর্পক ইত্যাদি শ্লেষ্মা দ্বারা মিশ্রিত হইয়া আমাশয়ে শ্লৈষ্মিক শ্লেষ্মার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া পচ্যমান আহারের রক্তস্রাব শ্লেষ্মারূপে পরিণত হইয়া শ্লেষ্মা যাহা স্রোতপথে গমনকারক ক্লীদবান শ্লেষ্মা পাকাশয়কে পোষণ করে, এইরূপ পরিপাকের নাম আমা বা মধুর বিপাক।

পক্কাশয়ে পিত্তাশয় ও নিম্নে অন্ত্রনালী এবং ক্ষুদ্র অন্ত্র—এইস্থানে পিত্তকোষ হইতে পিত্ত নিঃসরণ এবং অন্ত্রাশয় হইতে মাংসের রস নিসৃত হয়। দ্বিতীয় বিপাকের নাম অম্লবিপাক—অগ্নীভূত পিত্তরস বিশেষ দ্বারা পূর্বোক্ত নিয়মে অর্থাৎ জাঠরানল সন্তাপে দ্বিতীয় পাক নিষ্পন্ন হয়। মধুরপাক নিষ্পন্ন হইতে হইতেই প্রকৃতির নিয়মে আমাশয়ের বৃক্কির অন্ত্রান্তরভাগে বিভক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্রোতপথে অল্পাংশ পিত্তরস নিসৃত হইয়া দ্বিতীয় বিপাক সম্পাদন করে। বিদগ্ধ পাকে সন্তুতপিত্তে, ক্লীদবান্ পাচক রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক, এই পঞ্চ শ্লেষ্মা পিত্তকে পোষণ করে।

যতক্ষণ আমাশয়ে ঐক্য দুইপ্রকার পাকক্রিয়া চলিতে থাকে, ততক্ষণ গ্রহণীর উর্দ্ধমুখ সঙ্কোচন থাকে (বন্ধ থাকে)—আমাশয়িক পাককার্য্য হইতে হইতেই গ্রহণীদ্বার খুলিয়া যায়। উন্মুক্ত দ্বার দিয়া মধুরাম্ল বিপাক আহার পক্বাশয়ে (ক্ষুদ্রান্ত্রে) অবতরণ করিতে থাকে। সেই সময় যকৃৎ কোষ্ঠস্থিত নিজকোষ হইতে পিত্তগ্রন্থিলী বহিয়া পিত্ত আনিয়া গ্রহণীদেশে আমাশয় হইতে চালমান পক্বাশয়ের সহিত সংমিশ্রিত হয়, সেই সম্পৃক্ত পিত্ত সেবে বিপাকাম্ল পক্বাশয়ে অর্থাৎ ক্ষুদ্রান্ত্রমধ্যে উপস্থিত হয়।

যে উর্দ্ধ অর্থাৎ পাতলা পর্দা দিয়া ক্ষুদ্রান্ত্র এবং বৃহদন্ত্র সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে, সেই পর্দা সমানে বায়ু কর্ত্তৃক অনবরত সঞ্চালিত হইতেছে। উর্দ্ধ সঞ্চালনে আটকানো সঙ্কুচিত হইয়া ক্লেদক্লিন্ন ভুক্তদ্রব্যকে নিঃসেবে পরিপাক করে, এই বিপাকের নাম কণ্ঠবিপাক।

বিপাক-অবসানে উপস্থ প্রদেশস্থিত বায়ু স্ফীতমান প্রাপ, অপান, সমান, উদান, ব্যান বায়ুর পেষণে করে। জলভূত বায়ু অপান পথে বাহির হইয়া যায় এবং ঊর্দ্ধগামী হইয়া উদানবলে উর্দ্ধপথে চলিয়া মুখ দিয়া বাহির হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পরিপাকপ্রাপ্ত আহার্য্য দিয়া বিভক্ত হইয়া সার ও কিট্টরূপে পরিণত হয়।

সংক্ষেপে যাহা বলা হইল তাহা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, উষ্মা, বায়ু, ক্লেদ, স্নেহ, কাল এবং সমবোগে এই গুলির সাহায্যেই অন্ন পরিপাকপ্রাপ্ত হয়। এইগুলির নাম উদর পাচক।

আবার অন্নবাহী নলীর ভিতর যে সকল উৎকৃষ্ট কৌষল সৃষ্ট হয়, তাহাতে পরিপাকপ্রাপ্ত ভক্ষিত দ্রব্য হইতে রক্তাদি অংশ শরীরে শোষিত হয়, তাহার নাম প্রসাদাংশ অর্থাৎ রস রক্তাদি ধাতুসকল এবং যাহা শোষিত না হয় তাহা মলাংশ মল, মূত্র ঘর্ম্ম ইত্যাদি।

১আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে শারীরতত্ত্ব বিভাগে লেখক কর্ত্তৃক লেখাটির ১ম অংশ, ১৩৩৯, অগ্রহায়ণে কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারস্থিত ইউনিভার্সিটি হলে পঠিত।

—প্রতিষ্ঠান-সম্পাদক

পত্য ও দ্রব্য-বিজ্ঞান বিভাগ

দ্রব্য-বিজ্ঞান

কবিরাজ শ্রীবিধুভূষণ মাইতি, কাব্যতীর্থ, বেদান্তশাস্ত্রী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একমাত্র আয়ুর্ব্বেদের স্বার্থেই তাহা পরিচালিত হইবে, এরূপ আশা করা বাতুলতা, তথাপি জনস্বার্থের দিকেও লক্ষ্য রাখিয়া কলাদেশের সরকার জনস্বাস্থ্যের অত্যাবশ্যক, অন্নবস্ত্র আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যসমূহের আমদানি ও রপ্তানিবিষয়ে নীতি স্থির করিবেন, এরূপ প্রত্যাশা করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। ইহা ছাড়া যেরূপ সিন্‌কোনা প্রভৃতি এলোপ্যাথিক দ্রব্যের চাষের জন্য সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন

সেইজন্যে নানা আয়ুর্বেদীয় ঔষধি, পাশ্চাত্য ও খনিজ দ্রব্যের উৎপাদনে সরকারী মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে, এরূপ আশা করাও কি অত্যধিক? এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কার্যগুলি করণীয় বলিয়া মনে হয়,

যথা :—

১। প্রতি প্রদেশের আয়ুর্বেদীয় দ্রব্য ও ঔষধের আয়, বিস্তৃতি, মূলসত্ত্বা ইত্যাদি বিষয়ে পরা-পরামর্শের জন্য একটি পরামর্শদাতা সমিতি প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবে।

২। উক্ত সমিতি একটি দ্রব্যতালিকা প্রস্তুত করিবেন ও উপযুক্ত স্থলে একটি আদর্শ দ্রব্যাগার স্থাপিত করিয়া দ্রব্যসমূহের নমুনা সংরক্ষণ করিবেন।

৩। সম্ভব হইলে ঐ সমিতি একটি আদর্শ দ্রব্য-বিক্রয়কেন্দ্রও পরিচালনা করিবেন তাহাতেই সমবায়-নীতিতে পরিচালিত হইলে ভাল হয়।

৪। দ্রব্যের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ব্যবসায়ীমাত্রকে উক্ত সমিতির অনুমোদন লইতে হইবে এবং আদর্শানুযায়ী দ্রব্য-ভাণ্ডার ও নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দ্রব্যবিক্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে।

৫। সমিতি দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দিবেন।

৬। সমিতি সম্ভব হইলে বিভিন্ন স্থানে দ্রব্য-উৎপাদনের সহায়তা ও ব্যবস্থা করিবেন।

৭। সমিতি মাঝে মাঝে দ্রব্যের বিপণিসমূহ পরিদর্শন করার ব্যবস্থা রাখিবেন। দ্রব্যের বিক্রেতাগণ যাহাতে দ্রব্যপরিচয়ে অভিজ্ঞ হন, সে বিষয়েও সমিতি সতর্ক থাকিবেন। এইরূপ অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দ্রব্যের বিস্তৃতি অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে আসিবে বলিয়া মনে হয়।

* * *

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রস্তাবসম্পর্কে আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। তাহা হইতেছে পরিভাষাসম্পর্কীয় প্রশ্ন। পরিভাষাগ্রন্থে দ্রব্য ও ঔষধের মান, সংজ্ঞা, রক্ষা, প্রস্তুতি ইত্যাদি বিষয়ে বহু তথ্য থাকিবে। এই তথ্যগুলি ঔষধপ্রস্তুতি ও চিকিৎসার পক্ষে অপরিহার্য। গোবিন্দ সেনের পরিভাষা-প্রদীপ নামে যে প্রাচীন গ্রন্থটি এখনও অনুসৃত হয় এবং চরক সুশ্রুত, চক্রদত্ত প্রভৃতি গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে পরিভাষাসংক্রান্ত যে সব কথা আছে, সেগুলি একত্রিত বিশেষ উপযোগী থাকিলেও বর্তমান কালের সম্পূর্ণ উপযোগী নয়। ঐগুলির মধ্যে অনেক পরিহারযোগ্য কথা আছে এবং ঐ গুলি তাৎকালিক অভাব পূরণে যথেষ্ট ছিল কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞান বিশেষত ঔষধ-প্রস্তুতিবিজ্ঞান বর্তমানে যে স্তরে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার জন্য আরও বিস্তৃত ও সমাজীণ পরিভাষা গ্রন্থের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। যেমন দ্রব্য ও ঔষধের মান সমস্ত বা তালিকা বহুকাল হইতে চলিয়াছে না, আধার নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তনের সঙ্গে মান-পরিভাষাকে নূতন আকার দেওয়া অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ঔষধসমূহের নির্মাণপদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন আসিয়া পড়িয়াছে। তাপনিয়ন্ত্রণ, পাত্র, সংরক্ষণবিধি ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদিগকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইতেছে। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ নবপরিভাষা নির্মাণে ব্যাপৃত হইবেন, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই পরিভাষায় ক্ষার, ধাতু, উপধাতু, বিষ, উপবিষ প্রভৃতির শোধন ও মারণের প্রাচীন ও নবীন পদ্ধতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

ঔষধ-সমস্যা সম্পর্কে আমরা এই পর্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

* * *

একটি পর্যাপ্তসংখ্যক জেনারপন্থী বা ফার্মাকোপিয়া প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত এই অরাজকতা চলিতে থাকিবে। সুখের বিষয়, বিভিন্ন প্রদেশের বৈদ্যসমাজ এইরূপ জেনারপন্থী রচনার উদ্যোগী হইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ গুজরাট সরকারের আয়ুর্বেদ বিভাগের প্রচেষ্টার কথা বলা যাইতে পারে। বাঙ্গলার বৈদ্যসম্প্রদায়ের কেহ কেহ বহু পূর্বেই এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেও এযাবৎ কোন উল্লেখযোগ্য ফল ফলিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, তথাপি সেই প্রচেষ্টা পুনরায় আরম্ভ হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত অভিজ্ঞ বৈদ্যগণের একটি কমিটী এই কার্যে নিযুক্ত হইলে ভাল হয়।

জেনারপন্থীর ঔষধ নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক মনে হয়, যথা--

(ক) ঔষধ-সংখ্যা যেন অত্যধিক বা অত্যল্প না হয়।

(খ) নির্বাচিত ঔষধগুলি এমন হওয়া চাই যেন সেগুলির উপাদান সহজলভ্য হয়। একেবারে দুর্লভ বস্তু জেনারপন্থীতে স্থান না পাইলেই ভাল হয়।

(গ) ঔষধগুলির উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য যেন এমন না হয়, যাহাতে তাহা ক্রেতা সাধারণের নাগালের বাহিরে গিয়া পড়ে।

(ঘ) যেন ঔষধগুলি নির্মাণ করা বা ব্যবহার করা সাধারণ বৈদ্যসমাজের সাধ্যায়ত্ত হয়।

(ঙ) যেন ঔষধগুলি সাধারণের রুচি ও সংস্কার বিরুদ্ধ না হয় এবং ঔষধব্যবহারে বিশেষ অসুবিধা পোহাইতে না হয়।

(চ) যে সব ঔষধ যার একটি রোগে একাধিকবার না করিয়া বহু রোগ প্রশমনের ক্ষমতা রাখে, সেইগুলি অধিকতর নির্বাচনযোগ্য। তাহা হইলেই ঔষধ-সংখ্যা আয়ত্তের মধ্যে থাকিবে।

ঔষধ যাহাতে বিশুদ্ধভাবে তৈরী করা হয়, সেজন্য ঔষধ প্রস্তুতিপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষিত ঔষধনির্মাতা থাকা উচিত এবং জেনারপন্থী লাইসেন্সধারী ঔষধ-বিক্রেতাগণকেই বিপুল পরিমাণে ঔষধ নির্মাণের বিক্রয়ের লাইসেন্স দেওয়া উচিত। লাইসেন্সধারী ঔষধ-নির্মাতা ও বিক্রেতাগণের কার্য মধ্যে মধ্যে পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাষ্ট্র হইতে থাকা দরকার হইবে এবং যাহারা কোন প্রকারে ঔষধের বিশুদ্ধি হানি করিতেছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইবে, তাহাদের লাইসেন্স বাতিলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাতে বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির বিপক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা কমিবে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সাধারণ কবিরাজদের ঔষধের বিশুদ্ধি কিভাবে সুনিশ্চিত করা যাইবে তাহা চিন্তার বিষয়।

আর একটি অত্যাবশ্যক বিষয়ের প্রতি বৈদ্য-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। এক-শ্রেণীর সমবয়ের প্রস্তুত ঔষধই অধিক পরিমাণে চালু হইয়াছে। একক দ্রব্য ও ঔষধের প্রয়োগ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। ইহাতে কোন্ দ্রব্য বা ঔষধে কি কাজ হইল তাহা দেখিবার ও বিচার করিবার অবসর কবিরাজ মহাশয়ের থাকে না, এজন্য একক দ্রব্য ও ঔষধ প্রয়োগের দিকে চিকিৎসক-সমাজের দৃষ্টি পুনরায় আকৃষ্ট হওয়া উচিত। একটিমাত্র ধাতুঘটিত, যথা অভ্র,লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণ ইত্যাদি অথবা একটিমাত্র ঔদ্ভিজ্জ দ্রব্য-আমলকী, শতমূলী, নিসিন্দা প্রভৃতি কোন্ কোন্ রোগে ও কোন্ কোন্ উপসর্গে

বিরূপ ব্যবহার নেই, তাহা জানিতে ও বুঝিতে হইলে একক ঔষধ প্রয়োগ নিতান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া লেখক কেবল একটিমাত্র ধাতুঘটিত যোগে অভ্রক, অয়োরজ, রজতরজ, স্বর্ণরজ, প্রবালরজ, তাম্ররজ এবং এক একটি উদ্ভিজ্জ দ্রব্য দ্বারা নির্মিত লোহাদির তৈল, নিম্বতৈল, আমলকী তৈল, নিম্বতৈলসার, আমলকসার, যষ্টীতৈল, অর্জুনরস, অর্কদুগ্ধ ইত্যাদি ঔষধ কল্পনা ও নির্মাণ করিয়া দীর্ঘকাল ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট সুফল পাইয়াছেন। এই গবেষণা অধিকতর ব্যাপকভাবে আরও অনেক সহকর্মী পাইলে কার্য অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকার আয়ুর্বেদের গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া কিছু কাজ করিতেছেন। অন্যান্য রাজ্য-সরকারও আয়ুর্বেদের উন্নতিকল্পে এই পশ্চিমবঙ্গে যেখানে চন্দ্রকান্ত, শিবদাস সেন প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্বেদ বিশারদগণ এবং গঙ্গাধর, যাদবজীবাবু, শ্যামদাস, গণনাথ, হারাণচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণ আয়ুর্বেদের উন্নতিকল্পে প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন এবং যেখানকার কবিরাজবর্গ একসময় সমগ্র ভারতে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেখানকার সরকার এখনও আয়ুর্বেদের পুনর্জাগরণ বিষয়ে প্রায় উদাসীন। একটী আয়ুর্বেদ-কলেজ পাশ হইয়াছে ও কাজে পরিণত করার চেষ্টা সুরু হইয়াছে সত্য, তথাপি ইহার গতি ও প্রকৃতি এমন যন্থর যে আয়ুর্বেদসেবিগণের আকাঙ্ক্ষিত আয়ুর্বেদ ডিগ্রীর উদয় পরিবেশ কবে সৃষ্টিগোচর হইবে, কবে আয়ুর্বেদের রাজমর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, জনগণের স্নেহ ও শ্রদ্ধেয়তা কবে আবার ইহা লাভ করিবে এবং অন্যান্য ভারতীয় চিকিৎসাপ্রণালী বলিয়া ইহা স্বীকৃত হইবে, তাহা ভগবানই জানেন।

আমরা কেবল আশা করিতে থাকিব যে কবে সরকারী মনোভাব এই প্রাচীন গৌরব ও ঐতিহ্য-মণ্ডিত বুনিয়াদী বিদ্যার প্রতি অনুকূল হইয়া উঠিবে এবং কবিরাজসম্প্রদায়ও তাঁহাদের পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন করিতে আর অধিকদিন পশ্চাৎপদ থাকিবেন না। সম্প্রতি সরকার শুদ্ধায়ুর্বেদসম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। কোন কোন প্রবীণ আয়ুর্বেদবিদও শুদ্ধায়ুর্বেদ লইয়া প্রচুর মাথা ঘামাইতেছেন। তাঁহারা শুদ্ধায়ুর্বেদ বলিতে কি বুঝেন জানিনা। আমাদের মতে আয়ুর্বেদকে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ দুই ভাগে ভাগ করার কোন অর্থ হয় না। যে-আয়ুর্বেদ তাহার বিশাল গহ্বরে অতীতে যাহাই হইতে কত জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া আত্মীভূত করিয়াছে ও পুষ্ট হইয়াছে, তাহা এখন নিজের চতুর্দিকে প্রাচীর তুলিয়া সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলেই প্রাচীন হিন্দুসমাজের ন্যায় শুদ্ধ হইবে এবং জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে নিজেকে উদাসীন করিয়া রাজসভার গ্রহণকরত নিজের অঙ্গীভূত করিলেই অশুদ্ধ হইবে ইহা দুর্বল চিত্তের বিকার ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সরকারী শুদ্ধায়ুর্বেদ-প্রেমের পশ্চাতে আয়ুর্বেদকে প্রগতিবিরোধী ও অবৈজ্ঞানিক প্রমাণিত করার চক্রান্ত যে নাই তাহা বলা কঠিন। আয়ুর্বেদ নিজের ঐশ্বর্য বুঝিয়া লউক এবং জগতের হিতার্থে তাহা প্রকাশ করুক, আর অন্যদিকে জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতেও গ্রহণ করুক, ইহাই কাম্য। অতীতে এই গ্রহণ কার্য করিতে গিয়া ফল খুব সুফলকর হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণকারী ধারার বলভূক্ত বা লেখক হইয়া গিয়াছে সত্য কিন্তু তাহার কারণ এই নয় যে, গ্রহণব্যাপারই নিন্দনীয়, কারণ বোধ হয় এই যে— যে-সতর্কতা-সহকারে পরের বস্তু লইতে হয়, সে সতর্কতা

অবলম্বিত হয় নাই এবং সহজ ও কঠিন উভয় বস্তুর সমন্বয় করিতে গিয়া সহজের মোহে দুর্লভটির প্রতীক্ষা সহজে আসুই চটিয়াছে। অতীতের অভিজ্ঞতা স্মরণ রাখিয়া ও তৎসম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া প্রয়োজনীয় আয়ুর্বেদসেবীকে প্রণয়ন ও বর্জন, রোগ ও রোগী উভয়ের জন্যই প্রস্তুত থাকিতে ও উদ্যোগী হইতে হইবে। তত্ত্ব কথা।

রসায়ন-বাজীকরণ বিভাগ

কয়েকটি ধাতু ও উপধাতুর গুণাগুণ ও প্রয়োগবিধি

কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্র নাথ মজুমদার, সাংখ্যতীর্থ

ধর্মার্থ-কামমোক্ষাণাং মূলমুক্তং কলেবরম্,
এতচ্চ সর্ব্বার্থসাধিত্বে ঔষধৈঃ যদি নিয়ম্যতে,
তৎপ্রযোজ্যাস্তু বর্ত্তন্তে প্রজাশ্চার্থা ত্রয়াস্ত্রয়ঃ
চতুর্ণাং প্রসূতা রোগা হন্ত তত্ত্ব চ সর্ব্বতঃ।
রোগাঃ কার্শ্য-করা বলক্ষয়-করা দোষস্য চোদ্রেকরাঃ
দৃষ্যাণীন্দ্রিয়শক্তিসংক্ষয়করাঃ সর্ব্বাঙ্গ পীড়া করাঃ।
ধর্মার্থাখিল কামমুক্তিষু মহাবিঘ্ন স্বরূপা বলাৎ
প্রাণানাশু হরন্তি সন্তি যদি তে কেয়ং

ক্ষুদ্রঃ প্রাণিনাম্।

ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষের মূলই দেহ। দেহ যদি নীরোগ থাকে, তাহা হইলেই ঐ ধর্মাদি চতুর্বর্গ লাভ হইতে পারে, যেহেতু রোগ প্রভাবে উপস্থা, রোগাধিক্য, বল, প্রজ্ঞাবিভ্রম ও পরমায়ু সমস্তই বিনষ্ট হয়। রোগসকল দেহের কৃশতাকারক, বলক্ষয়কারক, বাহ্যিক চেষ্টাপহারক, দর্শনাদি ইন্দ্রিয় শক্তিবিনাশক, সর্বাঙ্গিক পীড়াজনক এবং ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রবল বিঘ্নস্বরূপ ও আশু প্রাণবিনাশক, এজন্যই এই বিশ্বে অনিষ্টকারী রোগ সর্বত্র প্রসর হইয়াছে। যদি ইহা থাকে, তাহা হইলে প্রাণীদিগের মঙ্গল কোথায়?

মহাভাগী পূর্বে জন্মান্তরে, আয়ের প্রকৃতি ঘুনিগণ ব্যাধিপ্রপীড়িত মানবমণ্ডলকে ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত করিবার মানসে মহাদেবোপম ঋষিদেবের নিকট হইতে আয়ুর্বেদসার উপদিষ্ট হইয়া রোগনিবারণকারক বিবিধ ঔষধ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ধর্মবিরোধাদি ধাতু অন্যতম, উক্ত ধাতু ৭ প্রকার, যথা—স্বর্ণ রূপ্য তাম্র বঙ্গ সীসক মন্দরের চ

সীসং লৌহক সপ্তৈতে ধাতবো গিরিসম্ভবাঃ।
বলী-পালিত্য-খালিত্য-কার্শ্যারুজা জরাস্তথা
নিবার্য্য যোঃ স্থাপয়তি নুণাং তম্ব ধাতবো মতাঃ।

উক্ত ৭টি ধাতু পার্বত্য প্রদেশস্থ খনি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহা বলি, পালিত্য, খালিত্য, কৃশতা, দুর্বলতা ও অন্য প্রকৃতি পীড়া নিবারণ করিয়া দেহ ধারণ বা বর্দ্ধন করে বলিয়া উহাদিগকে ধাতু কহে। সকল ধাতুই জারণ করিবার পূর্বে শোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক।

চিকিৎসার উপযোগী কতিপয় ধাতুর গুণাগুণ ও প্রয়োগবিধি উল্লেখ করিতেছি যথা—

১। লৌহের বর্গীকরণ—

কথয়ন্তি ভিষগ্বৃদ্ধাঃ শুদ্ধ লৌহস্য
চূর্ণ রসায়নং বল্যং চক্ষুষ্যং কান্তিদং শুচি
আয়ুষ্যং মেধ্য মত্যুগ্র বীর্য্যধাতুবৃদ্ধি স্মৃতিপ্রদং
অরোগাম্ল-বরাশাক কুষ্ঠানাং নাশনং পরং।

অযোধির বর্ণসেবনে অপকারিতা যথা—

বলং দদাতি হরতে নিত্যং লৌহরজঃ
পাণ্ডুরোগীহরেৎ।
অযোধ্যাজন্মের দলা সুবর্ণমক্ষিকেরঞ্জনক সূর্য্যাং,
অনয়াঃ মারিত্ব বর্ণং বলং বীর্য্যং নাশয়েৎ
করোতি রোগান্ গুরুাংশ্চ তস্মাৎ সংশোধ্য যোজয়েৎ,
মাত্রা—১ রতি

২। মৃত রজতগুণ যথা—

রূপ্যং শীতং কষায়াম্লং বাতপিত্তহরং সরং
বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং লেখনং ধাতুপিত্তজিৎ

আয়ুর্বেদিক প্রয়োগ—

প্রমেহাগ্নি রোগাংশ্চ নাশয়ত্যাশিরাৎ প্রয়ত্

অশোধিত রৌপ্যের দোষ—

তাম্রং শৈত্যত্বং করোতি তাপং বিলম্বয়তি বহ্নিং
তদ্ভস্মনাশম্।

বীর্য্য বলং চরতি অনেন পুষ্টিং বয়সস্তান্
পোষয়তি তদ্ভস্মম্।

মাত্রা—১ রতি

৫। বঙ্গ—

কুষ্ঠকং মিশ্রকঞ্চাপি দ্বিবিধং বঙ্গমুচ্যতে
উত্তমং কুষ্ঠকং তত্র মিশ্রকং তদনং মতম্।

গুণ—

বঙ্গং লঘু স্যাৎ কফমূত্রং মেহ কফ ক্রিমীন্
নিহন্তি পাণ্ডু সন্তাপং চক্ষুষ্যং শিবলং মতম্।
সিদ্ধো যথা ত্রিদিনং নিহন্তি তদ্বৈদ্য বাজীকরণং
স্নেহবর্দ্ধনম্

স্নেহস্য সৌখ্যং প্রবলেন্দ্রিয়ত্বং মতস্য পুষ্টিং
বিষবাতিকত্বম্।

মাত্রা—১ আনা

বঙ্গভস্ম কর্পূরের সহিত সেবিত হইলে মুখ-দুর্গন্ধ, তুলসীপত্রের সহিত প্রমেহ, দুগ্ধের সহিত পাণ্ডু, ইক্ষুরসের সহিত রক্তপিত্ত ও উর্দ্ধশ্বাস, পানের সহিত গলমূত্র বিনষ্ট, পিপুলের সহিত অগ্নিমান্দ্য, মধুর সহিত কাশের সহিত চর্দ্দিরোগ, অপামার্গের সহিত ক্রিমি নাশ করে, আদাখণ্ডের সহিত পুষ্টিকর ও বলকর সহিত বলবৃদ্ধিকর হয়।

৬। লৌহের গুণ যথা—

লৌহং ত্রিদোষ শমনং দীপনং মেধ্যমুত্তমং কুষ্ঠং
হৃদ্যং বয়স্থং চক্ষুষ্যং লেখনং বাজীকরং পরং

দোষ যথা—

গুরুতা মূত্রতোয়ত্বং কফলা শ্বাসকারিতা
অল্পদোষং মৃদুর্গন্ধো লোহাং সপ্তাগসম্ভবঃ।

প্রয়োগ যথা—

কফং পিত্তং গরং শূলং শোথার্শঃ প্লীহ পাণ্ডুতাঃ
মেহোদরক্রিমীন্ কুষ্ঠং তৎ পিণ্ডং তদ্বয়বেব চি।

অবিশুদ্ধ লৌহের দোষ যথা

যতস্ত দুষ্টায়স মৃত্তাদ্ অবেহ্ অন্যতোমাতুলো
দুষ্টতে তদ্ভবী চ।

নানাব্যক্তয়োক্ত তথা প্রয়োগং করোতি
তদ্ভস্মতত্ত্বলৌহম্।

কৃষ্ণাঙ্গ ত্রিদল তৈলক দ্বাবয়ঃ বাজিকাঃ তথা
অন্যান্যরসকাপি তাম্রেণোদ্ভব লেখকঃ।

লৌহতত্ত্বানুপান যথা—

শূল রোগে—ঘি, দুগ্ধ ও মধু। পুরাতন জ্বরে—পিপুল। বাতরোগে দুগ্ধ ও রসুন। শ্বাসরোগে—ঘৃত, পিপুল, মধ্বিত ও মধু। কেরোগে—ত্রিফলা ও চিনি। কফরোগে—পিপুল। মাত্রা—১০রতি।

উপধাতুর সংখ্যা ৭ প্রকার—

সপ্তোপধাতবঃ স্বর্ণমাক্ষিকং তারমাক্ষিকং
তুত্থং কাংস্যক হীতালং সিন্দুরক মিলাজতু।
উপধাতুষু সর্ব্বেষু তত্তদ্ধাতুগুণা অপি।
সন্তি বিশেষস্তু যে সৌপাত্তদ্বলমাত্রতাবতঃ।

স্বর্ণমাক্ষিক স্বর্ণ ধাতুর উপধাতু, তারমাক্ষিক—রূপার উপধাতু, তুঁতিয়া তাম্রের, সিন্দুর—সীসকের।

১। স্বর্ণমাক্ষিক যথা—

ত্রিদিব সুবর্ণ-সাদৃশ্যাৎ স্বর্ণমাক্ষিক মীরিতম্।
উপধাতুর সুবর্ণস্য ত্রিদিব স্বর্ণ তুল্যাধিতম্।
কিন্তু তুল্যাগুণত্বাৎ ত্রিদিবস্যাতিরেকতঃ।
ন কেবলং স্বর্ণগুণা বর্ত্তন্তে স্বর্ণমাক্ষিকে।
তথাপ্যত্রত্ব সংসর্গাৎ সন্ত্যন্যেপি গুণা যতঃ।

শুল ও মারণিক প্রয়োগ যথা:

স্বর্ণমাক্ষিক—

সুবর্ণমাক্ষিকং ধাতু বিজ্ঞং দৃষ্ট্বা প্রযত্নতঃ।
ভক্ষয়েৎ মক্ষিকস্যুক্তং পাতুমেহবিনোদনম্।
অর্শঃ শোথং জ্বরং কুষ্ঠং ক্ষিপ্রমেবাপি নাশয়েৎ।

অশোধিত স্বর্ণমাক্ষিকের দোষ—

চন্দ্রানলঃ প্রদাহিমূত্রং বিষ্টম্ভিতা বেদনাম্
সম্ভবেৎ।

উত্তম ধাতু প্রস্তুতিকাল সম্বন্ধে ধাতুবাদী-গণের মতভেদ।

স্বর্ণমাক্ষিকের অনুপান যথা—

ত্রিফলা, ত্রিকটু, ঘৃত ও মধু। মাত্রা—২ রতি।

২। শিলাজতু—

উৎপত্তি—

শিলায়াং স্বর্ণসত্ত্বায়াং ধাতুনাশং প্রজায়তে।
নির্য্যাসঃ প্রস্তুতিঃ তস্যাঃ শিলাজতু কীর্ত্তিতম্।

প্রকার ভেদ

সৌবর্ণং রাজতঞ্চায়সমিতি তচ্চতুর্বিধম্।

গুণ—

শিলাজং কটুতিক্তোষ্ণং কটুপাকং প্রকীর্ত্তিতম্।
হেমি যোগবহং হৃদ্যং রসায়নমনুত্তমং নৃণাম্।

মাত্রাদির প্রয়োগ—

মৃদ্বগ্নৌ। অন্নং খাদেৎ তাত্রার্দ্ধমিতি চ পাঠান্তরম্।

প্রকার ভেদের সাদৃশ্য

১। সৌবর্চ্চলং প্রকাশপূর্ণং ভবতি তদ্বদেব মৃদুং কটুতিক্তক্ষীরঞ্চ কটু পাকি।
২। রাজতপাণ্ডুরং ক্ষীরং কটুকং পাকুলাকি।
৩। তাম্রং মৃদ্বগ্নৌ তাম্রবর্ণং ভবতি।
৪। লৌহং কটাহবর্ণাভং তদ্বৎ ক্রিয়ং লক্ষণং ভবেৎ।

বিপাকে কটুকং শীতং সর্ব্বদোষহরং পরম্।

মাত্রা ১০ রতি।

শিলাজতুর অনুপান:

এলাচ ও পিপলী সমভাগ ১ মাষা পরিমিত শিলাজতু সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত সেহ ও অম্লরোগ বিনষ্ট হয়।

রসায়ন ও বাজীকরণ

রসৌষধকরং যত্তু তদ্রসায়নমাখ্যয়া

প্রায়: প্রত্যেক রোগারম্ভ চিকীর্ষায় প্রথমে যত:।

যে সকল ঔষধ সুস্থ ব্যক্তির ওজস্কর তাহাকে বৃষ্য ও রসায়ন কহে। বৃষ্য ও রসায়ন এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, রসায়ন ঔষধ সকল প্রায় সমস্ত রোগেরই প্রশমক। বৃষ্যের রোগ প্রশমন-শক্তি তাদৃশ নাই—তবে ইহাও রোগ-প্রশমক।

মানবকুল যৌবন সেবনে দীর্ঘায়ু, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, তরুণ বয়স, প্রজাবর্দ্ধ, বর্ণের পুষ্টি, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতিশয় বল, বাক্‌সিদ্ধি, বিনয় ও কান্তি—এই সকল লাভ করিয়া থাকে। প্রথম রসাদি ধাতু সকল লাভের উপায় বলিয়া ইহাকে নাম রসায়ন।

ধাতুর মধ্যে লৌহ একটী রসায়ন ধাতু। উপধাতুর মধ্যে শিলাজতু একটী রসায়ন।

---

* আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনোপলক্ষে বিগত ১৭ই মাঘ, ১৩৩৯ বৃহস্পতিবার রসায়ন-বাজীকরণ শাখার অভিভাষণ রূপে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার।

—প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হুগলী জেলা স্কুল বোর্ড লাইব্রেরী শ্রীসুবোধ চন্দ্র চ্যাটার্জি লিখিতেছেন—

Dear Sir,

We acknowledge with thanks the receipt of four copies of 'Ayurveda-Bharati.' Some of our readers are interested in your well-reported Journal. So we request on behalf of those readers to donate the Journal regularly to our organisation. We will be glad to co-operate with you in spreading the knowledge of Ayurveda by increasing the circulation of your Journal.

2 R. N. Das Road, Calcutta-31 — Thanking you Your sincerely,
4th Aug. 1961. — Subodh Ch. Chatterjee

'রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের' প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ধারাজি লিখিতেছেন—

The Editor, 'Ayurveda-Bharati'

Dear Sir,

Please accept my sincere thanks for the presentation of the Sravan, Kartick and Magh issues of your 'Ayurveda-Bharati' through Sri Abanikanta Maitra for the use of my school Library. A careful perusal of the Magazine has given me great joy at the fact that a long-felt gap in the present cultural set-up of India has at last been filled up.

Your Magazine has very ably taken up the noble cause of reviving the lost glory. The articles already published have been illuminating. God Almighty crown your attempts with success.

Yours faithfully,
10, Station Road, Profulla Ch. Banerjee,
Calcutt-31 — Head Master,
the 9th Apr. 1962 — Dwarkanath Vidyapith.

সরস্বতী পারিবারিক পাঠাগারের সম্পাদক লিখিতেছেন

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

আয়ুর্বেদের প্রতি আমার বৃদ্ধিমান ক্রমশ কিরূপ ঐকান্তিক ভাবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমিকে সুখ সমৃদ্ধিশালী করি ও আয়ু লাভ করিবার যে প্রচেষ্টা চলিয়াছে 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' প্রকাশ করিয়া, ইহাতে আমার অন্তরের অন্তস্তলের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

ইতি, ভবদীয় স্নেহের আনাজি লেন,

কলিকাতা-৩১ — সম্পাদক,

ইং ১৭।৪।৬২ সরস্বতী পারিবারিক পাঠাগার

চারুবিদ্যা পাবলিক লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষের সম্পাদক লিখিতেছেন—

The Editor,
'Ayurveda-Bharati',
52, Mahatma Gandhi Road,
Calcutt-9

Dear Sir,

This is to acknowledge receipt of 2 copies of the 'Ayurveda-Bharati'..... The Magazines were circulated amongst the members and they have spoken highly of the articles which are educative and at the same time, possess features of interest unknown to many. I, on behalf of the members extend my appreciation to you and wish a prosperous life to this glorious Magazine.

1, Sarat Ghose Garden Rd Dhakuria, Cal-31 — Your faithfully, Madhab Chatterjee, Hon. Secy.
9th. March, 1962.

Statement about ownership and other particulars about newspaper

"Ayurveda-Bharati"

FORM IV

1. Place of Publication.....52, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9.
2. Periodicity of its Publication.....Quarterly.
3. Printer's Name.....Kaviraj Bagala Kumar Majumder, M.A.
   Nationality.....Indian (Bengalee)
   Address .....52 Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9.
4. Publisher's Name.....Kaviraj Bagala Kumar Majumder, M.A.
   Nationality.....Indian (Bengalee).
   Address .....52, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9.
5. Editor's Name .....Kaviraj Bagala Kumar Majumder, M.A.
   Nationality.....Indian (Bengalee),
   Address.....52, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9.
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital—

Sri Bagala Kumar Majumder, Founder-President, Ayurveda Bijnan Parishad, 52 Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9.

I, Bagala Kumar Majumder, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Publisher—
Bagala Kumar Majumder.
Founder-Editor, Ayurved-Bharati.

Date—2/3/1963

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

রুগ্ন মানবের সেবায় নিয়োজিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের
অপূর্ব সমন্বয়ে
নবীন পদ্ধতিতে

বাতরক্ত ও সবল রোগ আরোগ্য

ইহা দ্বারা পায়ে ঘুমা লাল, অসাড়তা, আঙ্গুলের বক্রতা, একজিমা, সোরাইসিস্, ফুলিয়া ফত ও অন্যান্য কঠিন রোগসমূহ আরোগ্য করা হয়। লাক্ষাতে অথবা পত্রে পরামর্শ লউন এবং বিনামূল্যে বিস্তৃত পুস্তক পাঠ করুন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া (ফোন : ৬৭-২৩৫১)।

শাখা :—৩৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ (পুরবী সিনেমার নিকটে)

তন্তুরেখা

কেশরঞ্জন

পাইওনীয়ার

সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ধৌত!

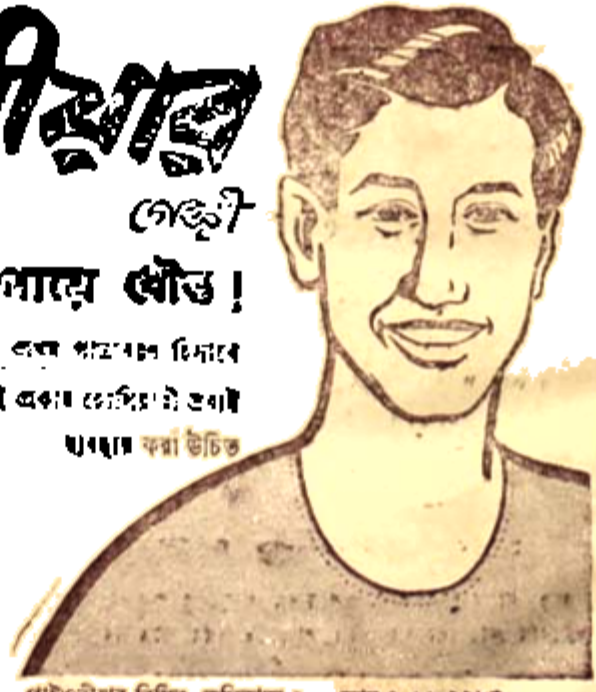

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-২ ফোন : ৩৩-২৯৮৩

৪ শিব ঠেন, ২১০ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ হইতে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযমলাকুমার
কর্তৃক ৫'৬৯ ৬৭১, বাসবা বাগী রোড, কলিকাতা-১ হইতে তদ্বারা প্রকাশিত